নগর সংস্করণ

মঙ্গলবার

৮ অক্টোবর ২০২৪

২৩ আশ্বিন ১৪৩১, ৪ রবিউস সানি ১৪৪৬

৮ পৃষ্ঠার নকশাসহ মোট ২৪ পৃষ্ঠা। দাম ৳১২

www.prothomalo.com

বর্ষ ২৬, সংখ্যা ৩২৭

সংস্কারের জন্য সবাই ঐক্যবদ্ধ হোন, এই সুযোগ আর আসবে না

বিশেষ সাক্ষাৎকারে ড. মুহাম্মদ ইউনূস

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা **ড. মুহাম্মদ ইউনূস** নতুন বাংলাদেশ নিয়ে মানুষের স্বপ্ন, গুরুত্বপূর্ণ নানা খাতে সংস্কারের মাধ্যমে সেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন, গণতন্ত্রের উত্তরণ ও চলমান পরিস্থিতি নিয়ে *প্রথম আলোর* সঙ্গে কথা বলেছেন। ২ অক্টোবর প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে এই সাক্ষাৎকার নিয়েছেন *প্রথম আলো* সম্পাদক **মতিউর রহমান** ও কূটনৈতিক প্রতিবেদক **রাহীদ এজাজ**। আজ পড়ুন শেষ পর্ব।

প্রথম আলোর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। গত বুধবার তাঁর কার্যালয়ে। ছবি : জাহিদুল করিম

প্রথম আলো : ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় অনেক হত্যাকাণ্ড হয়েছে, বিচার সবাই চাইছেন। অনেক কথা বলা হচ্ছে, আপনি বলছেন। শেখ হাসিনার বিচার চাওয়া হচ্ছে। তিনি এখন ভারতে অবস্থান করছেন। তাঁর বিচারটা বা তাঁর প্রত্যর্পণ নিয়ে, তাঁকে ফিরে পাওয়ার কথাটাও বলা হচ্ছে। এই বিচার বা শেখ হাসিনার বিচার, তাঁকে ফিরে পাওয়া—এ বিষয়ে কোনো চিন্তা আপনার বা আপনাদের আছে?

ড. ইউনূস : এ সবে আমাদের থাকার দরকার নেই। আমরা বিচারব্যবস্থা সংস্কারে বসেছি। বিচারব্যবস্থার সংস্কার করলে সংস্কারের ভেতর দিয়ে কার বিচার করবেন, কীভাবে বিচার করবেন, কে বিচার করবে, সবকিছু আসবে। এখন আমরা তো পলিটিক্যাল ডিসিশন দিতে যাচ্ছি না। আমরা শুধু পরিমণ্ডলটা সৃষ্টি করতে যাচ্ছি। এই পরিমণ্ডল দিয়ে যেভাবে অগ্রসর হতে চান, সেভাবে হবে। আপনারাই বানিয়ে দিয়েছেন আমরা শুধু ফেসিলিটেট করে দেব।

প্রথম আলো : কিন্তু এসব অন্যায়-অবিচারের পেছনে একটি সরকার, সরকারপ্রধান, মন্ত্রিপরিষদ বা

এরপর পৃষ্ঠা ৯

- বিচারব্যবস্থার সংস্কার করলে সংস্কারের ভেতর দিয়ে কার বিচার করবেন, কীভাবে বিচার করবেন, কে বিচার করবে, সবকিছু আসবে। এখন আমরা তো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত দিতে যাচ্ছি না।
- আমরা এককভাবে একটা ঘোষণা দিয়ে দিলাম, তাহলে তো আবার আমরা একনায়কতন্ত্রের দিকে চলে গেলাম।
- আপনারা মন খুলে লেখেন। সমালোচনা করেন। না লিখলে আমরা জানব কী করে যে কী হচ্ছে আর কী হচ্ছে না।
- হয়তো ভারত মনঃক্ষুণ্ন হয়েছে যে সমস্ত ঘটনা বাংলাদেশে ঘটেছে তাতে। তারা তো এই পরিবর্তনগুলো পছন্দ করেনি।
- আমরা একটি পরিবার। আমাদের মতের বিভেদ থাকতে পারে, আমরা কেউ কারও শত্রু নই।
- আমরা যদি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারি, দেখবেন বাকি কাজটা সহজ হয়ে যাবে।
- সংস্কার না করে যেন নির্বাচন না করি। এটা আপনাদের সবার কাছে আমার আবেদন। এই সুযোগ হারাবেন না।

কুমিল্লায় দুর্বৃত্তায়নের প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন বাহার

আওয়ামী গডফাদার ৯

কুমিল্লা শহর ও আশপাশের এলাকার রাজনীতি ও অপরাধ—দুটোই নিয়ন্ত্রণ করতেন সাবেক সংসদ সদস্য বাহাউদ্দিন বাহার।

আহমদুল হাসান, *কুমিল্লা থেকে ফিরে*

অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী, খুনের মামলার আসামি ও তালিকাভুক্ত মাদক কারবারি—এই তিন শ্রেণির মানুষকে সব সময় নিজের আশপাশে রাখতেন কুমিল্লা-৬ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য বাহাউদ্দিন বাহার। যে কারণে মানুষ তাঁকে ভয় পেত। এর মধ্য দিয়ে কুমিল্লা শহর ও আশপাশের এলাকার রাজনীতি ও অপরাধ—দুটোই নিয়ন্ত্রণ করতেন তিনি।

বাহারের দাপট এতটাই ছিল যে আওয়ামী লীগের নেতারাও এখন বলছেন, কুমিল্লা শহরে কোনটি ‘ন্যায়’ আর কোনটি ‘অন্যায়’, সেটিও তিনি ঠিক করতেন। কুমিল্লায় দুর্বৃত্তায়নের প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

গত ১৫ বছরে আ ক ম বাহাউদ্দিন বাহার নিজের অনুসারী ও ঘনিষ্ঠজনদের দলীয় বিভিন্ন পদে বসিয়েছেন। তাঁদের অনেককে জনপ্রতিনিধি বানিয়েছেন। জ্যেষ্ঠ নেতাদের বঞ্চিত করে নিজের মেয়ে তাহসীন বাহারকে প্রথমে কুমিল্লা মহানগর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক করেন। গত মার্চ মাসে কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের মেয়র পদের উপনির্বাচনে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে তাহসীনকে কুমিল্লা মহানগর আওয়ামী লীগের একক প্রার্থী ঘোষণা করেন তিনি।

তবে মেয়র হলেও তাহসীন বেশি দিন দায়িত্ব পালন করতে পারেননি। গণ-অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর বাবা বাহারের সঙ্গে তিনিও পালিয়ে যান। কুমিল্লা মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি বাহার প্রথম সংসদ সদস্য হন ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে। এর পর থেকে ২০২৪ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত আরও তিনবার কুমিল্লা-৬ (আদর্শ সদর, সিটি করপোরেশন ও কুমিল্লা সেনানিবাস) আসনের সংসদ সদস্য হন তিনি।

মহানগর আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনগুলোর বিভিন্ন পর্যায়ের ১১ জন নেতার সঙ্গে সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে কুমিল্লায় গিয়ে কথা বলেছে *প্রথম আলো*। তাঁরা বলছেন, বাহারের বিরোধিতা করায় গত ১৫ বছরে হামলার শিকার হয়েছেন কমপক্ষে ২০ নেতা-কর্মী। তাঁদের কাউকে কোপানো হয়েছে,

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

দুই জেলায় বন্যার উন্নতি, নেত্রকোনায় ১২৩ গ্রাম প্লাবিত

প্রথম আলো ডেস্ক

বৃষ্টি না থাকায় শেরপুর ও ময়মনসিংহের বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। তবে এই দুই জেলায় এখনো অনেক মানুষ পানিবন্দী। তাঁদের জন্য ত্রাণসহায়তা প্রয়োজন। আর নেত্রকোনায় আরও তিনটি উপজেলায় বন্যার বিস্তৃতি ঘটেছে। প্লাবিত হয়েছে ১২৩টি গ্রামের নিম্নাঞ্চল। জেলার ১৮৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠদান বন্ধ আছে।

গত রোববার সন্ধ্যায় বন্যার পানিতে ডুবে শেরপুরের নকলা উপজেলার গণপদ্দি ইউনিয়নের গজারিয়া গ্রামে মো. আবদুর রাজ্জাক (৫০) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। এর আগে নালিতাবাড়ীতে বন্যার পানিতে ডুবে দুই ভাইসহ চারজনের মৃত্যু হয়।

শেরপুর জেলা, উপজেলা প্রশাসন ও পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) সূত্রে জানা গেছে, রোববার দুপুরের পর থেকে বৃষ্টি না হওয়ায় এবং মহারশী ও সোমেশ্বরী নদীর পানি কমে যাওয়ায় গতকাল সোমবার জেলার ঝিনাইগাতী, শ্রীবরদী, শেরপুর সদর ও নকলা উপজেলার ২০ ইউনিয়নের সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। এসব ইউনিয়নের শতাধিক গ্রাম থেকে বন্যার পানি ধীরে ধীরে নিম্নাঞ্চলে নেমে যাচ্ছে। এখনো প্রায় ২০ হাজার মানুষ পানিবন্দী।

গতকাল দুপুরে সরেজমিনে শেরপুর সদর উপজেলার পাকুরিয়া ও ধলা ইউনিয়নের কয়েকটি গ্রামে দেখা যায়, ঢলের পানির তোড়ে চৈতনখিলা বটতলা থেকে বাদাতেঘরিয়া গ্রাম হয়ে ধলাকান্দা পর্যন্ত সড়কের বিভিন্ন অংশ ভেঙে গেছে এবং সড়কের ওপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। সড়কের দুই পাশের বাদাতেঘরিয়া ও ধলা নামাপাড়া গ্রামের শতাধিক বাড়িঘর পানিতে প্লাবিত।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

ইসরায়েলের বিভিন্ন শহরে পাল্টা হামলা হিজবুল্লাহ ও হামাসের

রয়টার্স, *জেরুজালেম ও বৈরুত*

ইসরায়েলের হামলার জবাবে পাল্টা হামলা চালিয়েছে হামাস ও হিজবুল্লাহ। গতকাল সোমবার ইসরায়েলের বেশ কয়েকটি শহরে হামলা চালিয়েছেন ওই দুই সশস্ত্র সংগঠনের যোদ্ধারা। এ সময় ইসরায়েলজুড়ে সতর্কসংকেত বাজতে শোনা যায়। গাজা ও লেবাননে হামলা অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েলি বাহিনী। গতকাল ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় গাজা ও লেবাননে অর্ধশতাধিক মানুষ নিহত হয়েছেন।

লেবাননের সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লাহ জানিয়েছে, গতকাল ভোরে ইসরায়েলের তৃতীয় বৃহত্তম শহর হাইফায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালান তাদের যোদ্ধারা। এরপর বিকেলেও একই শহরে দ্বিতীয় দফায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালান তাঁরা। ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পাশাপাশি উত্তর ইসরায়েলে বিভিন্ন সামরিক স্থাপনা লক্ষ্য করে ড্রোন হামলাও চালায় হিজবুল্লাহ।

হাইফার দক্ষিণে ইসরায়েলের একটি সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। সেই ঘাঁটি লক্ষ্য করেই ফাদি-১

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

» এক বছরে গাজার ৪০ হাজার স্থাপনায় হামলা পৃষ্ঠা ১০

এক সপ্তাহে সারা দেশে গ্রেপ্তার ৭ হাজারের বেশি

পুলিশ ও র‍্যাবের অভিযান

অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের দুই মাসের মাথায় এসে আসামি গ্রেপ্তারে পুলিশের তৎপরতা কিছুটা বেড়েছে।

মাহমুদুল হাসান, *ঢাকা*

- সবচেয়ে বেশি গ্রেপ্তার চট্টগ্রাম রেঞ্জে, ১,২৪৯ জন।
- দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গ্রেপ্তার ঢাকা রেঞ্জে, ১,০৩৩ জন।

গত এক সপ্তাহে সারা দেশে ৭ হাজারের বেশি ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট ও রেঞ্জ। তাদের মধ্যে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে হতাহতের ঘটনায় করা মামলার পাশাপাশি মাদক, খুন, ছিনতাই, ডাকাতিসহ অন্যান্য অপরাধের আসামিও রয়েছেন। পুলিশ সদর দপ্তর সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও দলের নেতা-কর্মীদের বিদেশে পালিয়ে যাওয়া নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এ ছাড়া চিহ্নিত অস্ত্রধারীদের গ্রেপ্তারে ধীরগতিরও সমালোচনা রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের দুই মাসের মাথায় এসে আসামি গ্রেপ্তারে পুলিশের তৎপরতা কিছুটা বেড়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, গত সপ্তাহে ঢাকায় প্রতিদিন গড়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন এক শর বেশি। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে স্বাভাবিক সময়ে রাজধানীতে বিভিন্ন ধরনের মামলায় প্রতিদিন ২৫০-৩০০ জন আসামি গ্রেপ্তার হতেন। কোনো আন্দোলন বা বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই গ্রেপ্তারের সংখ্যা আরও বেড়ে যেত। তখন রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ছাড়া অন্যান্য গ্রেপ্তারের সংখ্যা হতো নামমাত্র।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

নতুন সময়ের নয়া প্রযুক্তি

নবপ্রজন্মের সবুজ পৃথিবী

WALTON Computer

eXCHANGE Offer! SEASON 4

পুরানো যেকোনো ব্র্যান্ডের

সচল/অচল ল্যাপটপ, কম্পিউটার, মনিটর, প্রিন্টার, ট্যাব, স্পিকার ও সিসিটিভি ক্যামেরা দিয়ে বদলে নিন নতুন ল্যাপটপ, কম্পিউটার মনিটর, প্রিন্টার, ট্যাব, স্পিকার ও সিসিটিভি ক্যামেরা।

ওয়ালটন ল্যাপটপে

২৩,৫০০ টাকা পর্যন্ত সাশ্রয়।

এই অফার চলবে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

আজই চলে আসুন

আপনার নিকটস্থ ওয়ালটন প্লাজায়

বিস্তারিত জানতে স্ক্যান করুন

আজকের আবহাওয়া
রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হতে পারে।

আজ সূর্যাস্ত : ৫টা ৩৯ মিনিটে
কাল সূর্যোদয় : ৫টা ৫৩ মিনিটে

গতকাল দেশের তাপমাত্রা
সর্বোচ্চ : যশোরে ৩৫° সেলসিয়াস
সর্বনিম্ন : তেঁতুলিয়ায় ২৩.৩° সেলসিয়াস

নামাজের সূচি

ফজর	৪:৩৯	মাগরিব	৫:৪২
জোহর	১১:৫০	এশা	৬:৫৫
আসর	৪:০১	কাল ফজর	৪:৪০

EXIM BANK
Shariah Based Islami Bank

‘মন্ত্রিপরিষদ সচিবও আসামি কি না’

উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের ধারণা তিনিই আসামি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বর্তমান মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেনকেই যাত্রাবাড়ী থানার হত্যা মামলায় আসামি করা হয়েছে—এমনটি মনে করছেন বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। বিষয়টি নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে নানামুখী আলোচনা হচ্ছে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পাঁচজন কর্মকর্তার সঙ্গে এ নিয়ে গতকাল সোমবার কথা বলেছে *প্রথম আলো*। তাঁরা বলেন, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারে (গত ৭ জানুয়ারির নির্বাচনের পর গঠিত) মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব পদে দুজনই চুক্তিভিত্তিক নিয়োগে ছিলেন। এর মধ্যে মুখ্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করা মো. তোফাজ্জল হোসেন মিয়ার চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ গত ৭ আগস্ট বাতিল করা হয়। তবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেন স্বপদে বহাল থাকেন। গত রোববার যাত্রাবাড়ী থানায় করা মামলায় সাবেক মুখ্য সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়াকেও আসামি করা হয়েছে। যে কারণে তাঁরা মনে করছেন, মামলায় সাবেক উল্লেখ করা হলেও বর্তমান মন্ত্রিপরিষদ সচিব মাহবুব হোসেনকেই (যদিও মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে মো. মাহাবুব হোসেন) আসামি করা হয়েছে। তা ছাড়া মাহাবুব হোসেন নামে সাবেক কোনো মন্ত্রিপরিষদ সচিব নেই।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওই কর্মকর্তারা বলছেন, যেভাবে সাবেক সচিবদের একের পর এক হত্যা মামলায় আসামি করা হচ্ছে, তাতে অন্তর্বর্তী সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। মামলা নেওয়ার ক্ষেত্রে থানা-পুলিশের উচিত আরও যাচাই-বাছাই করা। তবে কারও বিরুদ্ধে অনিয়ম-দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে মামলা হতে পারে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সূত্র জানায়, গত বছরের ৩ জানুয়ারি মন্ত্রিপরিষদ সচিব হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন মাহবুব হোসেন। তাঁর অবসরে যাওয়ার কথা ছিল গত বছরের ১৩ অক্টোবর। তবে অবসরে না পাঠিয়ে বিগত আওয়ামী লীগ সরকার তাঁকে আরও এক বছরের জন্য একই পদে চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োগ দিয়েছিল। কাগজপত্রে ১৩ অক্টোবর তাঁর চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে আগামী বৃহস্পতিবারই (১০ অক্টোবর) তাঁর শেষ কর্মদিবস। কারণ, ১১-১২ অক্টোবর সাপ্তাহিক ছুটি আর ১৩ অক্টোবর শারদীয় দুর্গাপূজার ছুটি।

যাত্রাবাড়ী থানায় মামলাটি হয়েছিল গত ১৯ জুলাই ছাত্র-জনতার মিছিলে গুলি করে হত্যার ঘটনায়। সেদিন গুলিতে মেহেদী হাসান নামের এক তরুণ নিহত হন। মেহেদীর চাচা মো. নাদিম মামলাটি করেন। মামলার বিষয়ে গত রোববার ও গতকাল কয়েক দফায় তাঁর সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেছে *প্রথম আলো*; কিন্তু ফোনে তাঁকে পাওয়া যায়নি।

মামলার বিষয়ে ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার মো. ইসরাইল হাওলাদার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) গতকাল রাতে মুঠোফোনে *প্রথম আলোকে* বলেন, ‘মাহাবুব হোসেন নামে সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব হিসেবে কেউ আছেন কি না, সেটি তো আমরা এখনো খুঁজিনি। তদন্ত করতে গেলে সেটি খোঁজা হবে। মামলার বাদী তো মাহাবুব হোসেনকে সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব হিসেবে মামলায় লিখে দিয়েছেন। তদন্ত শুরু হলে না বোঝা যাবে, মাহাবুব হোসেন নামে কেউ সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব কি না?’

প্রভাবশালী ৫০০ মুসলিমের তালিকায় ড. মুহাম্মদ ইউনূস

দ্য রয়্যাল ইসলামিক স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ সেন্টার বিশ্বের প্রভাবশালী মুসলিম ব্যক্তিদের এ তালিকা প্রকাশ করেছে।

প্রথম আলো ডেস্ক

ড. মুহাম্মদ ইউনূস

বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ৫০০ মুসলিম ব্যক্তিত্বের তালিকায় স্থান পেয়েছেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা তালিকায় শীর্ষ ৫০ ব্যক্তিত্বের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছেন।

জর্ডানের রাজধানী আম্মানভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ‘দ্য রয়্যাল ইসলামিক স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ সেন্টার (আরআইএসএসসি)’ ১৬তম বারের মতো বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী মুসলিম ব্যক্তিদের এ তালিকা প্রকাশ করেছে। ২০০৯ সাল থেকে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিবছর এ তালিকা প্রকাশ করে আসছে।

ধর্মীয় চিন্তাভাবনা এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে শুরু করে শিল্প ও সংস্কৃতি পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে গভীর অবদান রাখছেন এবং নিজ দেশে ও দেশের বাইরে মুসলিম সম্প্রদায়কে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে যাচ্ছেন, এমন ব্যক্তিরা ‘দ্য মুসলিম ৫০০: দ্য ওয়ার্ল্ডস মোস্ট ইনফ্লুয়েনশিয়াল মুসলিমস’ শীর্ষক এ তালিকায় স্থান পেয়ে থাকেন।

যুক্তরাষ্ট্রের জর্জটাউন ইউনিভার্সিটির প্রিন্স আলওয়ালিদ বিন তালাল সেন্টার ফর মুসলিম-ক্রিশ্চিয়ান আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের সহযোগিতায় এ বছরের তালিকাটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

আরআইএসএসসির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তালিকায় বলা হয়েছে, ড. মুহাম্মদ ইউনূস একজন প্রখ্যাত বাংলাদেশি অর্থনীতিবিদ, উদ্যোক্তা ও নাগরিক সমাজের নেতা। ক্ষুদ্রঋণের উদ্যোক্তা হিসেবে দুনিয়াজোড়া খ্যাতি রয়েছে তাঁর। ড. ইউনূসের আবিষ্কৃত ক্ষুদ্রঋণ উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের মডেলে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। সামাজিক উদ্ভাবন ও দারিদ্র্য দূরীকরণের মতো ক্ষেত্রে টেকসই অবদানের জন্যই তাঁকে এবারের তালিকায় যুক্ত করা হয়েছে।

ড. ইউনূসের জন্ম ১৯৪০ সালের ২৮ জুন। দীর্ঘ এই পেশাজীবনে একাধিক পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন তিনি। গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য ২০০৬ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন এই অর্থনীতিবিদ। কোনো জামানত ছাড়াই ক্ষুদ্রঋণ দেওয়ার মাধ্যমে লাখ লাখ মানুষের ক্ষমতায়নে কাজ করে যাচ্ছে ড. ইউনূসের প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংক।

ড. ইউনূসের কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে সব শ্রেণির মানুষকে অর্থনৈতিকভাবে সম্পৃক্ত করতে অনেক বৈশ্বিক উদ্যোগ যেমন নেওয়া হয়েছে, তেমনি দরিদ্র মানুষকে, বিশেষ করে নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা গেছে।

আরআইএসএসসি বলছে, সাম্প্রতিক সময়ে দেশের জন্য অনেক বড় একটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস। গত ৮ আগস্ট বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি। বাংলাদেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ পালাবদলের সময় তিনি দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার এ দায়িত্ব পেয়েছেন। বাংলাদেশ এখন বেশ কিছু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখে। এমন পরিস্থিতিতে তাঁর নেতৃত্বের বিষয়টি উল্লেখ করার মতো।

চলতি বছরের প্রভাবশালী মুসলিম ব্যক্তিত্বের তালিকা করা হয়েছে পাঁচটি শ্রেণিতে। এগুলো হলো ধর্ম, রাজনীতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, শিল্প ও সংস্কৃতি এবং ক্রীড়া ও বিনোদন। তবে ড. ইউনূস একই সঙ্গে অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিক ও সমাজসংস্কারক হিসেবে ভূমিকা রাখায় তালিকায় স্থান পেয়েছেন।

আরআইএসএসসি বলছে, ড. ইউনূসের কাজ ও তাঁর গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ শুধু বাংলাদেশের অর্থনীতির পরিসর নয়, বিশ্বজুড়ে টেকসই উন্নয়নে একটি মডেল দাঁড় করিয়েছে।

ড. ইউনূস সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে, আসছে বছরগুলোতে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক সংকট মোকাবিলায় তাঁর নেতৃত্ব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ও একই সঙ্গে বৈশ্বিকভাবে ড. ইউনূসের অব্যাহত প্রভাব মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে সম্মানিত একজন ব্যক্তি হিসেবে তাঁর অবস্থান সুদৃঢ় করেছে।

জাপাকে নিয়ে আপত্তি, সংলাপের ডাক পাওয়া অনিশ্চিত

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার এবারের সংলাপে জাতীয় পার্টিকে (জাপা) এখনো আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। সরকারের একাধিক সূত্র জানিয়েছে, জুলাই-আগস্টের অভ্যুত্থানের ছাত্রনেতৃত্বের পক্ষ থেকে দলটির ব্যাপারে আপত্তি এসেছে।

এই আপত্তির পেছনে অভিযোগ হচ্ছে, ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের সহযোগী ছিল জাপা। এমন প্রেক্ষাপটে সংলাপে জাপার ডাক পাওয়ার বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। সরকারি সূত্রগুলো বলছে, জাপাকে সংলাপে ডাকা হবে কি না, সে ব্যাপারে অন্তর্বর্তী সরকার এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি।

সংস্কার, নির্বাচন ও চলমান পরিস্থিতি নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে তৃতীয় দফায় সংলাপ করছেন। গত শনিবার প্রথম দিনের সংলাপে অংশ নেয় বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, গণ অধিকার পরিষদসহ পাঁচটি দল এবং গণতন্ত্র মঞ্চসহ তিনটি জোট।

অন্তর্বর্তী সরকারের একজন উপদেষ্টা জানান, দুর্গাপূজার পর ১৯ অক্টোবর বাকি দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ হবে। সেদিনের সংলাপের জন্য অলি আহমদের নেতৃত্বাধীন এলডিপি, বিএনপির সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলনে থাকা ১২-দলীয় জোট, বাংলাদেশ জাসদ ও আন্দালিব রহমান পার্থর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয় পার্টিকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। ছোট আরও দু-একটি দল আমন্ত্রণ পেতে পারে। তবে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ ও ১৪-দলীয় জোটকে সংলাপে ডাকা হবে না। এমনকি আওয়ামী লীগের মিত্র বা দোসর হিসেবে পরিচিত কোনো দলের সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকার আলোচনায় বসবে না। এটি সরকারের নীতিগত অবস্থান বলে সূত্রগুলো বলছে।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব নেন গত ৮ আগস্ট। অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের চার সপ্তাহ পর আগস্টের শেষে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ করেছিলেন তিনি। প্রথম দফার সেই সংলাপে জাপাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

৩১ আগস্ট দলটির চেয়ারম্যান জি এম কাদেরসহ কয়েকজন নেতা প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সংলাপে অংশ নিয়েছিলেন। এবার সংলাপে দলটিকে নিয়ে ছাত্রনেতৃত্বের আপত্তির কারণে সরকার এখনো সিদ্ধান্ত নেয়নি।

এ বিষয়ে জাপা মহাসচিব মুজিবুল হক *প্রথম আলোকে* বলেন, সংলাপের ব্যাপারে তাঁরা এখনো আমন্ত্রণ পাননি। তাঁদের ডাকা হলে অবশ্যই সংলাপে অংশ নেবেন।

জাপাকে নিয়ে আপত্তির ক্ষেত্রে ‘ফ্যাসিবাদের সহযোগী’ হিসেবে কাজ করার যে অভিযোগ উঠেছে, সে অভিযোগ অস্বীকার করেন দলটির মহাসচিব। মুজিবুল হক বলেন, দলকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে বাধ্য হয়ে তাঁদের যে ভূমিকা নিতে হয়েছিল, সে ব্যাপারে তাঁরা ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

অধ্যাপক আলী রীয়াজকে প্রধান করে সংবিধান সংস্কার কমিশন

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আলী রীয়াজ

পাঁচ সংস্কার কমিশন গঠনের পর এবার সদস্যদের নামসহ আনুষ্ঠানিকভাবে ‘সংবিধান সংস্কার কমিশন’ গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। এর মধ্য দিয়ে প্রধান উপদেষ্টা ঘোষিত ছয়টি কমিশন গঠন করে এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হলো।

গতকাল সোমবার সংবিধান সংস্কার কমিশন গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান হিসেবে আছেন অধ্যাপক আলী রীয়াজ। আর আটজন সদস্য হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের ও অধ্যাপক মুহাম্মদ ইকরামুল হক, ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিকী, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী শরীফ ভূঁইয়া, ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী, লেখক ফিরোজ আহমেদ, লেখক ও মানবাধিকারকর্মী মো. মুস্তাইন বিল্লাহ এবং শিক্ষার্থী প্রতিনিধি হিসেবে আছেন মো. মাহফুজ আলম।

কমিশন ৯০ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন তৈরি করে প্রধান উপদেষ্টার কাছে জমা দেবে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, কমিশনের কার্যালয় সরকার নির্ধারণ করবে। কমিশনের প্রধান ও সদস্যরা সরকার নির্ধারিত সরকারি পদমর্যাদা, বেতন বা সম্মানী এবং সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

নেত্রকোনায় ১২৩ গ্রাম প্লাবিত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এ সময় কথা হয় ধলা ইউনিয়নের ধলা নামাপাড়া গ্রামের কৃষক মো. শামীম মিয়ার সঙ্গে। তিনি বলেন, দুই দিন ধরে ঘরে পানি উঠেছে। বর্তমানে পরিবার নিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন। কোনো সাহায্য পাননি।

জেলা প্রশাসক তরফদার মাহমুদুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, সেনাবাহিনী, পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, ব্যবসায়ীসহ সবাই বন্যাদুর্গতদের জন্য এগিয়ে এসেছে।

বাড়ি থেকে বুকপানি ভেঙে এসেছেন নালিতাবাড়ীর উত্তর নাকশী গ্রামের আলেয়া বেগম (৫২)। তিনি বললেন, ‘চাইর দিন ধইরা বাড়িঘরে পানি। রান্দুনের কোনো বাও (ব্যবস্থা) নাই। বাজার থাইকা শুকনা খাওন আইনা কোনো রহম দিন কাডাইতাছি। দুঃখের বিষয় অইল, এই পর্যন্ত কোনো ত্রাণ পাইলাম না। কেউ খোঁজ নিল না।’

নালিতাবাড়ী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাসুদ রানা বলেন, চার দিনে এ পর্যন্ত ২৬ হাজার পরিবারকে রান্না করা খিচুড়ি ও শুকনা খাবারের প্যাকেট দেওয়া হয়েছে।

বন্যার পানিতে ভেলায় চড়ে যাচ্ছে দুই শিশু। গতকাল শেরপুরের নালিতাবাড়ীতে। ছবি : সাজিদ হোসেন

সুপেয় পানির সংকট

ময়মনসিংহের ধোবাউড়ায় অনেক এলাকায় পানি কমেছে। তবে সুপেয় পানির সংকটে ভুগছেন বন্যাকবলিত এলাকার মানুষ। গতকাল সকাল নয়টার দিকে ব্রিজপাড় এলাকায় দেখা যায়, উরুসমান পানি মাড়িয়ে চলাচল করছেন লোকজন। বাড়িঘরে পানি ঢুকেছে। গুজিয়ারকান্দা গ্রামের সৌরভ সরকার জানান, রোববার থেকে তাঁদের এলাকায় পানি একই রকম আছে।

এ উপজেলায় চলমান বন্যায় লক্ষাধিক মানুষ দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন। ৫৮ হাজার মানুষ পানিবন্দী বলে জানিয়েছেন জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা। তলিয়েছে ১১ হাজার ৭০০ হেক্টর আমন ধানখেত।

ধোবাউড়ার ইউএনও নিশাত শারমিন বলেন, বেসরকারিভাবে কিছু ত্রাণ দেওয়া হচ্ছে। সমন্বয় করে ত্রাণ বিতরণ করা হচ্ছে।

৫ উপজেলায় বন্যার পানি

ভারী বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে নেত্রকোনার দুর্গাপুর, কলমাকান্দার বন্যা বিস্তৃত হয়েছে নেত্রকোনা সদর, পূর্বধলা ও বারহাট্টা উপজেলা অবধি। অন্তত ২৫টি ইউনিয়নের ১২৩টি গ্রামের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে।

গতকাল সকাল ১০টার দিকে এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত কলমাকান্দার উব্দাখালী নদীর পানি বিপৎসীমার ১০ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। অবশ্য জেলার বড় নদী সোমেশ্বরী ও কংস নদের পানি কিছুটা কম ছিল। তবে ধনু, নেতাই, মহাদেও, মঙ্গলেশ্বরী, মগড়াসহ বিভিন্ন ছোট-বড় নদ-নদীর পানি স্থিতিশীল আছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. মোফাজ্জল হোসেন বলেন, বন্যার পানির কারণে ১৮৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠদান বন্ধ রাখা হয়েছে।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. নুরুজ্জামান বলেন, জেলার ১০টি উপজেলায় ১ লাখ ৩৫ হাজার ৯০০ হেক্টর জমিতে আমন আবাদ করা হয়। আকস্মিক বন্যার কারণে ৫টি উপজেলায় ১৮ হাজার ১০৪ হেক্টর জমির ফসল তলিয়ে গেছে।

জেলা প্রশাসক বনানী বিশ্বাস বলেন, বন্যা মোকাবিলায় সব প্রস্তুতি আছে। কলমাকান্দা, দুর্গাপুর, পূর্বধলা ও নেত্রকোনা সদর উপজেলার জন্য বরাদ্দ করা নগদ ৩ লাখ টাকা, ২ হাজার ৫০০ প্যাকেট শুকনা খাবার ও ৬০ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হচ্ছে।

[প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করেছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার **নিজস্ব প্রতিবেদক** ও **প্রতিনিধিরা**]

দলবদ্ধ সহিংসতা, পিটুনিতে হত্যার ঘটনায় জাস্টিসমেকার্সের উদ্বেগ

প্রথম আলো ডেস্ক

বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে দলবদ্ধ সহিংসতা ও গণপিটুনিতে হত্যার ঘটনা বেড়ে যাওয়া নিয়ে গভীর উদ্বেগ ও শঙ্কা প্রকাশ করেছে জাস্টিসমেকার্স বাংলাদেশ ইন ফ্রান্স (জেএমবিএফ)। গত রোববার নিজেদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা এক বিবৃতিতে এ উদ্বেগ ও শঙ্কা প্রকাশ করা হয়। প্যারিসভিত্তিক এই মানবাধিকার সংগঠন গত জুলাইয়ে বাংলাদেশে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে সহিংসতার নিন্দা ও দোষীদের বিচার দাবি করে বিবৃতি দিয়েছিল।

জেএমবিএফের প্রধান সমন্বয়কারী ও নির্বাহী সদস্য মোসা. জান্নাতুল ফেরদৌস রোববারের বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন। এতে বলা হয়, গত ৫ আগস্ট সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশত্যাগের পর বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হয়। এরপর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়।

বাংলাদেশে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সব ধরনের দলবদ্ধ সহিংসতা (মব ভায়োলেন্স) ও গণপিটুনিতে হত্যার (লিঞ্চিং) ঘটনা বন্ধে তাৎক্ষণিক ও সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিতে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রতি জরুরি ভিত্তিতে আহ্বান জানিয়েছে জেএমবিএফ। একই সঙ্গে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো হাইকোর্টের বিচারকদের নেতৃত্বে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের দিয়ে তদন্ত করার আহ্বান জানিয়েছে তারা। ফ্রান্সভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠনটি বলেছে, ন্যায়বিচার সমুন্নত রাখতে এসব ঘটনার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দায়ী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে একটি স্বচ্ছ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

কুমিল্লায় দুর্বৃত্তায়নের প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন বাহার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কাউকে গুলি করা হয়েছে। দখল, চাঁদাবাজি, ঠিকাদারি নিয়ন্ত্রণ, নিজ দলের বিরোধী পক্ষকে দমনসহ বিভিন্ন ধরনের অপকর্ম করেছেন বাহারের ঘনিষ্ঠরা। গত ১৫ বছরে কুমিল্লা শহরে অন্তত পাঁচজন দলীয় নেতা-কর্মী খুনে বাহারের সহযোগীরা সরাসরি জড়িত।

কুমিল্লা মহানগর আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা নূর উর রহমান মাহমুদ (তানিম) একসময় বাহারের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, ঠিকাদারি নিয়ন্ত্রণ ও দখলবাজি থেকে শুরু করে সব ধরনের অপকর্ম করেছেন বাহার। রাজনৈতিকভাবে তাঁর বিরোধিতা করায় অনেক নেতা-কর্মীকে নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। কয়েকজন খুনও হয়েছেন।

গণ-অভ্যুত্থানে ৫ আগস্ট আওয়ামী সরকারের পতনের পরপরই বিক্ষুব্ধ জনতা কুমিল্লা শহরের মুন্সেফবাড়ি এলাকায় বাহারের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। বাড়ির গ্যারেজে থাকা তিনটি গাড়িও পোড়ানো হয়। আগুন দেওয়া হয় শহরের রামঘাট এলাকায় আওয়ামী লীগের নতুন কার্যালয়েও (১০ তলা ভবন)। বিক্ষুব্ধ জনতা কুমিল্লা ক্লাব এবং টাউন হলেও আগুন দিয়েছে। কুমিল্লা ক্লাবের নিয়ন্ত্রণও বাহারের কাছে ছিল।

বাহারের উত্থান ও খুনের রাজনীতি

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে কুমিল্লা শহরকেন্দ্রিক আওয়ামী লীগের রাজনীতি ও অপরাধজগতের অন্যতম নিয়ন্ত্রক ছিলেন আফজল খান। তখন তাঁর অনুসারী ছিলেন বাহার। তখন তিনি কুমিল্লা জেলা ছাত্রলীগের সহসভাপতি ছিলেন। টাকার ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে আশির দশকের শুরুর দিকে আফজল খানের সঙ্গে বাহারের বিরোধ হয়। ওই সময় কুমিল্লার ছাত্রলীগের রাজনীতিতে বাহারের প্রভাব ছিল।

আশির দশকে কুমিল্লা শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন আফজল খান, বাহার ছিলেন সাধারণ সম্পাদক। ১৯৮৪ সালে কুমিল্লা পৌরসভা নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে আফজলের বিরুদ্ধে নির্বাচন করে বাহার জয়ী হন। আফজলের বিরোধীরা এককাট্টা হয়ে ওই নির্বাচনে বাহারকে জয়ী করেছিলেন।

১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাহার আওয়ামী লীগের মনোনয়ন নিয়ে কুমিল্লা সদর আসন থেকে নির্বাচন করে পরাজিত হন। ১৯৯৬ সালের জুনে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি দলীয় মনোনয়ন পাননি। তবে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে কুমিল্লা শহরে বাহারের প্রভাব বাড়তে থাকে। ১৯৯৮ সালে বাহারের অনুসারী ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে ছুরিকাঘাতে নিহত হন জাহিদুর রহমান ভূঁইয়া ওরফে বাবু। এই খুনে জড়িতদের সবাই বাহারের অনুসারী। এ ঘটনার তিন বছর পর ২০০১ সালের জুলাই মাসে শহরের টমছমব্রিজ এলাকায় খুন হন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ ছাত্রলীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল হক ওরফে দুলাল। এই খুনের ঘটনায় করা মামলায় বাহারকে আসামি করা হয়। অন্য আসামিদের মধ্যে ছিলেন বাহারের ঘনিষ্ঠ কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র আরফানুল হক রিফাত, কুমিল্লা মহানগর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি জহিরুল ইসলাম ওরফে রিন্টু এবং কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান আহমেদ নেওয়াজ পাভেল। যদিও পরবর্তী সময়ে সাক্ষীর অভাবে এই মামলায় সব আসামি খালাস পান।

একসময় বাহারের ঘনিষ্ঠ ছিলেন, এমন একজন নেতা নাম না প্রকাশ করার শর্তে *প্রথম আলোকে* বলেন, দুলাল হত্যার আসামি হওয়ার পর ক্যাডারভিত্তিক রাজনীতিতে আরও বেশি সক্রিয় হন বাহার। তাঁর কাছে অস্ত্রধারী ক্যাডারদের গুরুত্ব বাড়তে থাকে।

২০০৮ সালে সংসদ সদস্য হওয়ার পর আরও অন্তত ৫টি খুনে বাহারের সহযোগীরা সরাসরি জড়িত থাকার তথ্য পাওয়া গেছে। ২০১৮ সালের ২৬ নভেম্বর খুন হন কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন। তিনি দুলাল হত্যা মামলার সাক্ষী ছিলেন। পুলিশের তদন্তে উঠে আসে, দেলোয়ার হত্যার মূল পরিকল্পনাকারী কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর মো. আবদুস সাত্তার। তিনি (সাত্তার) কুমিল্লা মহানগর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহসভাপতি এবং বাহারের ঘনিষ্ঠ। ২০২০ সালের ১১ নভেম্বর শহরের চৌয়ারা এলাকায় যুবলীগের কর্মী জিল্লুর রহমান চৌধুরীকে হত্যা করে বাহারের ক্যাডাররা। পুলিশের তদন্তে উঠে এসেছে, এই খুনের পরিকল্পনাকারী ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর মো. আবুল হাসান।

জিল্লুরের ভাই ইমরান হোসেন চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, ভাই হত্যার বিচার চাওয়ায় তাঁকে বিএনপির কর্মী সাজিয়ে গাড়ি পোড়ানো এবং নাশকতার মামলায় আসামি করেছেন বাহারের লোকজন।

বাহারের মেয়ে-স্ত্রী ও স্বজনদের আধিপত্য

কুমিল্লা মহানগর আওয়ামী লীগের সর্বশেষ কমিটি হয় ২০২২ সালে। এ কমিটির সভাপতি হন বাহার, সাধারণ সম্পাদক করা হয় তাঁর ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত আরফানুল হক রিফাতকে (এখন প্রয়াত)। বাহারের মেয়ে তাহসীনকে করা হয় সাংগঠনিক সম্পাদক। তিনি কুমিল্লা মহানগর মহিলা আওয়ামী লীগেরও যুগ্ম সম্পাদক। বাহারের স্ত্রী মেহেরুন্নেছা বাহার মহানগর মহিলা আওয়ামী লীগের সদস্য এবং জেলা ডায়াবেটিক সমিতির সভাপতি। অথচ তিনি কখনোই রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন না। বাহারের এক ভাতিজা সায়ের সায়েরিন মহানগর আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক।

কুমিল্লা মহানগর আওয়ামী লীগের আগের কমিটিতে একসময় গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন এমন একজন নেতা *প্রথম আলোকে* বলেন, ২০২২ সালে মূলত ‘বাহার লীগের কমিটি’ হয়েছে।

আওয়ামী লীগের পাশাপাশি সহযোগী ও অঙ্গসংগঠনগুলোর বিভিন্ন কমিটিতেও বাহারের স্বজনেরা গুরুত্বপূর্ণ পদ পেয়েছেন। বাহারের জামাতা সাইফুল ইসলাম ওরফে রনি মহানগর যুবলীগের সদস্য। তাঁকে জেলা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেট কমিটির চেয়ারম্যানও করা হয়েছিল।

কুমিল্লা মহানগর ছাত্রলীগের আহ্বায়ক করা হয়েছে বাহারের আরেক ভাতিজা আব্দুল আজিজ সিহানুককে। তাঁর (সিহানুক) স্ত্রী নুসরাত জাহান মহানগর যুব মহিলা লীগের সহসম্পাদক। বাহারের আরেক ভাতিজা হাবিবুল আলামিন সাদি মহানগর যুবলীগের ১ নম্বর যুগ্ম আহ্বায়ক। পাশাপাশি তিনি ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এবং কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের সাবেক প্যানেল মেয়র। বাহারের এক চাচাতো ভাইয়ের ছেলে আকাশ ওয়াহিদ মহানগর যুবলীগের সদস্য। দূরসম্পর্কের ভাগনে জুনায়েদ সিকদার মহানগর কৃষক লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক।

দলীয় প্রতিপক্ষকে হামলাসহ নানাভাবে কোণঠাসা করে রাখা, দখল, প্রভাব খাটানো ও অপরাধীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেওয়ার বিষয়ে সাবেক সংসদ সদস্য বাহারের বক্তব্য নেওয়ার চেষ্টা করেছে *প্রথম আলো*। কিন্তু তাঁর মুঠোফোন নম্বর বন্ধ পাওয়া যায়। পরে বাহারের মেয়ে ও কুমিল্লার সাবেক মেয়র তাহসীনের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সাড়া পাওয়া যায়নি।

মাদকের নিয়ন্ত্রণে বাহারের ঘনিষ্ঠরা

২০২২ সালে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন নিয়ে কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন বাহারের ঘনিষ্ঠ রিফাত। অথচ ২০১৮ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কার্যালয়ের এক প্রতিবেদনেই কুমিল্লা অঞ্চলের মাদক কারবারিদের শীর্ষে ছিলেন তিনি। মাদক কারবারিদের ওই তালিকার ২ নম্বরে ছিল আবদুল্লাহ আল মাহমুদ ওরফে সহিদের নাম। তিনি এখন কুমিল্লা মহানগর যুবলীগের আহ্বায়ক।

কুমিল্লা নগরের মুন্সেফবাড়ি এলাকায় কুমিল্লা-৬ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আ ক ম বাহাউদ্দিন বাহারের বাড়িতে গত ৫ আগস্ট অগ্নিসংযোগ করে বিক্ষুব্ধ জনতা। ফাইল ছবি

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একটি সূত্র *প্রথম আলোকে* জানিয়েছে, গত ১৫ বছর কুমিল্লায় মাদকের নিয়ন্ত্রণ ছিল বাহারের ঘনিষ্ঠদের কাছে। অবৈধ মাদক-বাণিজ্যের লাভের ভাগ পেতেন বাহার।

কুমিল্লা মহানগর আওয়ামী লীগের সাবেক যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক আনিসুর রহমান (মিঠু) *প্রথম আলোকে* বলেন, ক্ষমতায় থেকে কুমিল্লায় চূড়ান্ত পর্যায়ের দুর্বৃত্তায়ন করেছিলেন বাহার। এ কারণেই তাঁকে কুমিল্লা থেকে পালিয়ে যেতে হয়েছে।

পাড়ায় পাড়ায় সন্ত্রাসী বাহিনী

২০১৭ সালে বাহারকে সভাপতি ও রিফাতকে সাধারণ সম্পাদক করে কুমিল্লা মহানগর আওয়ামী লীগের কমিটি ঘোষণা করা হলেও তখন সম্মেলন হয়নি। ২০২২ সালের ৫ নভেম্বর টাউন হল মাঠে মহানগর আওয়ামী লীগের সম্মেলন হয়। সেদিন বাহারের অস্ত্রধারী ক্যাডাররা দলের বিরোধী পক্ষকে সম্মেলনস্থলে ঢুকতে দেয়নি।

সম্মেলন চলাকালে বাহারের সমর্থকদের সঙ্গে বিরোধী পক্ষ হিসেবে পরিচিত আফজল খানের মেয়ে আঞ্জুম সুলতানার সমর্থকদের সংঘর্ষ হয়। ওই দিন বাহারের পক্ষে থাকা ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতা-কর্মীরা একের পর এক ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটান ও গুলি চালান। সেদিনের ঘটনার একটি ভিডিও ফুটেজ ফেসবুকে ভাইরাল হয়েছিল। ওই ভিডিওতে দেখা যায়, মেহেদী হাসান নামের যুবলীগের এক কর্মী শটগান থেকে গুলি ছুড়ছেন।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একাধিক সূত্রের পাশাপাশি আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, কুমিল্লা শহর ও আশপাশের এলাকায় বাহারের অনুসারীদের অন্তত ১৫টি বাহিনী রয়েছে। এসব বাহিনীর বিরুদ্ধে দরপত্র নিয়ন্ত্রণ, চাঁদাবাজি, মাদক ব্যবসা, খুন ও নির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে। বাহারের অনুসারী বিভিন্ন বাহিনীর নির্যাতনের শিকার চারজনের সঙ্গে কথা বলেছে *প্রথম আলো*। এর মধ্যে একজন ছাড়া অন্যরা নাম প্রকাশ করতে চাননি। একজন জানান, তাঁকে এমনভাবে কোপানো হয় যে হাত-পায়ের রগ কেটে গেছে। এখন ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটেন।

নির্যাতনের শিকার আরেকজন কুমিল্লা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সাবেক ভিপি খলিলুর রহমান ওরফে রিপন। ছাত্রলীগের সাবেক এই নেতা বলেন, ২০১০ সালে তাঁকে কুপিয়ে মারার চেষ্টা করেছে বাহারের অনুসারী রিন্টু বাহিনী। দীর্ঘ সময় চিকিৎসা নেওয়ার পরও স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারেন না তিনি।

ঠিকাদারি কাজে ১০ শতাংশ কমিশন

গত ১ এপ্রিল কুমিল্লা শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের কার্যালয়ে মাসুদুল ইসলাম নামের এক ঠিকাদারকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করা হয়। এ ঘটনায় মহানগর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি জহিরুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক সাদেকুর রহমানের অনুসারীরা জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর কুমিল্লা শহরে মাসুদুলের বাসায় গিয়ে দেখা যায়, তিনি বিছানায় শুয়ে আছেন। তাঁর বাঁ পা ও দুই হাতে অস্ত্রোপচার করতে হয়েছে। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, গত ১৫ বছরে কুমিল্লায় বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কাজের একক নিয়ন্ত্রণ ছিল বাহার ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের কাছে। ঠিকাদারি কাজ পেতে বাহারকে মোট বরাদ্দের ১০ শতাংশ কমিশন দিতে হতো। যদি কোনো ঠিকাদার কমিশন দিতে না চাইতেন, তাহলে তাঁকে কাজ করতে দেওয়া হতো না।

কুমিল্লার বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা ও ঠিকাদারদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, জেলার বেশির ভাগ ঠিকাদারি কাজ পেত বাহারের নিজের প্রতিষ্ঠান মেসার্স কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট সাপ্লাইয়ার। অন্য ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বাহারের জামাতা রনির প্রতিষ্ঠান রনি ট্রেডার্স, মহানগর আওয়ামী লীগের সহসভাপতি নাজমুল হাসানের প্রতিষ্ঠান হাসান টেকনো বিল্ডার্স লিমিটেড, জেলা আওয়ামী লীগের শিল্প-বাণিজ্যবিষয়ক সম্পাদক এনামুল হকের মেসার্স হক এন্টারপ্রাইজ, মহানগর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি জহিরুল ইসলাম ওরফে রিন্টুর মেসার্স ইসলাম এন্টারপ্রাইজ, মহানগর যুবলীগের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য হাসান ইমামের মেসার্স হামিম অ্যান্ড ব্রাদার্স এবং বাহারের সহযোগী মোহাম্মদ আলমের রানা বিল্ডার্সও গত ১৫ বছরে সরকারি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের অনেক কাজ পেয়েছে।

জাতীয় ইজিপি (ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট) পোর্টালের তথ্য অনুযায়ী, ২০২০ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বাহারের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ১ হাজার ৬৫৭ কোটি টাকা, হাসান টেকনো বিল্ডার্স লিমিটেড ১ হাজার ৩৭৮ কোটি টাকা, রানা বিল্ডার্স লিমিটেড ৫৪০ কোটি টাকা এবং হক এন্টারপ্রাইজ ১৬৯ কোটি টাকার কাজ পেয়েছে।

বিরোধপূর্ণ জমি দখল ও বহুতল ভবন নির্মাণ

গত বছরের ১২ এপ্রিল কুমিল্লা শহরের মনোহরপুর এলাকায় দুই বিঘা জমির ওপর সোনালী স্কয়ার নামের ১১ তলা বিপণিবিতান উদ্বোধন করেন বাহার। তিনি সোনালী স্কয়ারেরও চেয়ারম্যান।

২০০৯ সালে সংসদ সদস্য হওয়ার পরই বাহারের চোখ পড়ে বিরোধপূর্ণ এই জমির ওপর। ওই সময় এই জমিতে ১০টি পুরোনো দোকান ছিল। বাহারের প্রতিবেশী এবং পারিবারিকভাবে ঘনিষ্ঠ সুমন্ত চক্রবর্তী নামের এক ব্যবসায়ীর দোকানও ছিল সেখানে। সুমন্ত চক্রবর্তী *প্রথম আলোকে* বলেন, জমির আদি মালিক ছিলেন জ্যোতি ভূষণ ও খিতীভূষণ নামে দুই ভাই। দুজনের কাছ থেকে ৫০ বছর আগে তাঁর বাবা দোকান নিয়েছিলেন। জমির মালিক দুই ভাইয়ের কারও স্ত্রী-সন্তান ছিল না। তাঁদের মৃত্যুর পর এই জমি বেদখল হয়। ভুয়া নথিপত্র তৈরি করে বাহার এই জমি দখল করে তাঁদের উচ্ছেদ করে পরে সেখানে বহুতল বিপণিবিতান নির্মাণ করেন।

সুমন্ত চক্রবর্তীর ভাষ্য, তাঁকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। উল্টো তাঁর পরিবারকে নানাভাবে হয়রানি করা হয়েছে। ২০১৫ সালে তাঁর ছেলেকে দুটি ডাকাতির মামলার আসামি করা হয়। বাহারের ভয়ে ছেলেকে তিনি ২০১৭ সালে মালয়েশিয়া পাঠিয়ে দেন।

কুমিল্লা শহরের রামঘাটে জালিয়াতি করে জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের ১০ শতাংশ জমি দখলে নিয়ে ১০ তলা ভবন নির্মাণ করে দলীয় কার্যালয় বানান বাহার। কুমিল্লার বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম ফারুক *প্রথম আলোকে* বলেন, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের নামে থাকা এই জমিতে বাহার জোর করে বহুতল ভবন করেছেন। যখন জমি দখল করা হয়, তখন বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সব সরকারি দপ্তরকে জানানো হয়েছিল। কিন্তু বাহারকে বাধা দেওয়ার মতো কেউ ছিল না।

শহরের বিভিন্ন স্থানে এমন আরও অন্তত ১০টি বিরোধপূর্ণ জমি ও পুকুর দখলের তথ্য পাওয়া গেছে। এসব জমি বাহার এবং তাঁর ঘনিষ্ঠরা দখল করেছেন। এর মধ্যে শহরের কান্দিরপাড়ে লিবার্টি সিনেমা হলের ৭০ শতাংশ জমি দখল করে বহুতল ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিলেন বাহার। জমিটি মূলত অর্পিত সম্পত্তি। এই জমির ভুয়া নথিপত্র তৈরি করে সেটি দখল করা হয় বলে আওয়ামী লীগের একাধিক নেতা জানিয়েছেন।

কুমিল্লার বাসিন্দা ও ইতিহাসবিদ আহসানুল কবীর *প্রথম আলোকে* বলেন, গত ১৫ বছরে আওয়ামী লীগের শাসনামলে কুমিল্লায় দুর্বৃত্তায়নের নেতৃত্ব দিয়েছেন বাহার। তিনি দুর্বৃত্তায়নের প্রতীক। শহরের সর্বক্ষেত্রে তাঁর আধিপত্য ছিল। যা ইচ্ছা হয়েছে, তা-ই করেছেন বাহার।

“ খেয়াল রাখতে হবে, ব্যবসা সহজীকরণ যেন বাধাগ্রস্ত না হয়। পুরো প্রক্রিয়ায় উৎকর্ষ আনতে ডিজিটাল ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

সেলিম রায়হান,
নির্বাহী পরিচালক, সানেম
করবহির্ভূত রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি প্রসঙ্গে

পুবালী ব্যাংকের
কালেকশন/কর্পোরেট একাউন্ট
Manufacturer, Importer, Distributor ও Retailer'দের মধ্যে Seamless Integration এর মাধ্যমে Supply Chain Management হবে Realtime এবং Fast.

পাই ব্যাংকিং (PI Banking) – একটি পুবালী ব্যাংক অ্যাপস

অনলাইনের মাধ্যমে পূবালী ব্যাংকের সকল শাখা এবং উপশাখা হতে ইসলামী ব্যাংকিং সেবা (জমা ও উত্তোলন) প্রদান করা হয়

সংক্ষেপে

এইচএসসির ফলাফল প্রকাশ ১৫ অক্টোবর

মাঝপথে বাতিল হওয়া এবারের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হবে ১৫ অক্টোবর। ওই দিন বেলা ১১টায় নিজ নিজ শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানরা এই ফল প্রকাশ করবেন। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির সভাপতি তপন কুমার সরকার *প্রথম আলো*কে ওই তথ্য জানান। অন্যান্য সময়ে প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে ফল প্রকাশের কার্যক্রম উদ্বোধন করতেন। তবে এবার অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা তা করছেন না বলে বোর্ড সূত্রে জানা গেছে। নিজ নিজ শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানরাই ফল প্রকাশ করবেন। যেসব বিষয়ের পরীক্ষা হয়ে গেছে, সেগুলোর উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে ফলাফল প্রকাশ করা হবে। আর যেসব বিষয়ের পরীক্ষা হয়নি, সেগুলোর ফলাফল প্রকাশ করা হবে এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বিষয় ম্যাপিং করে। এবার এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার্থী সাড়ে ১৪ লাখের মতো।

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

নিজের গাছের লাউ বিক্রি করতে স্থানীয় বাজারে যাচ্ছেন কৃষক অনিল মণ্ডল। গতকাল সকালে ফরিদপুর সদরের গেরদা ইউনিয়নের কাফুরাতে। আলীমুজ্জামান

রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশে ঢাকার গভীর উদ্বেগ

মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে নতুন করে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ঢাকা। সাম্প্রতিক সময়ে সশস্ত্র সংঘাতের কারণে বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়া মিয়ানমারের, বিশেষ করে রাখাইন রাজ্যের নাগরিকদের বাংলাদেশে নতুন করে অনুপ্রবেশ ঘটছে। বাংলাদেশে নিযুক্ত মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূত ইউ ক্যাও সোয়ে মোয়ে গত রোববার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পররাষ্ট্রসচিব মো. জসীম উদ্দিনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় তিনি এই উদ্বেগ প্রকাশ করেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় সশস্ত্র সংঘাত নিয়ন্ত্রণ ও রাখাইন থেকে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সব ধরনের ব্যবস্থা নিতে মিয়ানমারের প্রতি আহ্বান জানান পররাষ্ট্রসচিব। তিনি জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের নিজ দেশে দ্রুত, স্বেচ্ছায় ও টেকসই প্রত্যাবাসনের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। জবাবে মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূত রাখাইন রাজ্যে দ্রুত শৃঙ্খলা ও শান্তি ফিরিয়ে আনার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের প্রত্যাবাসন শুরুর আশ্বাস দেন।

বাসস, *ঢাকা*

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন অংশীজনদের পরামর্শে

মুক্ত আলোচনা

এক মুক্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে তথ্য উপদেষ্টা গতকাল গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন নিয়ে এ কথা বলেন।

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম বলেছেন, তিনি অংশীজনদের সঙ্গে বসে, তাঁদের পরামর্শ নিয়ে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন ঘোষণা করতে চান।

গতকাল সোমবার জাতীয় প্রেসক্লাবে ‘সংবাদমাধ্যমের সংস্কার কেন, কীভাবে?’ শীর্ষক এক মুক্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে তথ্য উপদেষ্টা এ কথা বলেন। ‘মিডিয়া সাপোর্ট নেটওয়ার্ক’ এবং ‘আইন ও বিচার’ নামে দুটি প্ল্যাটফর্ম এ আলোচনা সভার আয়োজন করে।

তথ্য উপদেষ্টা এর আগে একাধিক অনুষ্ঠানে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন করা হবে বলে জানিয়েছিলেন। গতকালের অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে জানতে চাওয়া হয়েছিল, সেটির সর্বশেষ অবস্থা কী? সেই প্রেক্ষাপটে তথ্য উপদেষ্টা বলেন, এটি নিয়ে বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিকভাবে বসছেন। সম্পাদক পরিষদের সঙ্গে বসা হয়েছে। সব পক্ষের সঙ্গে বসা এখনো শেষ হয়নি। সব পক্ষের সঙ্গে বসে, তাদের পরামর্শ নিয়ে তাঁরা এই সংস্কার কমিশন ঘোষণা করতে চাইছেন।

সাংবাদিকদের পেশাদারি, অর্থনৈতিক বিষয় এবং নানামুখী অংশীজনদের প্রসঙ্গ টেনে তথ্য উপদেষ্টা বলেন, যখন ওয়েজবোর্ডের কথা আসে, সম্পাদক-মালিকেরা কিন্তু ওয়েজ বোর্ড নিয়ে একধরনের বিরোধিতা করেন। বিভিন্ন সময় শোনা যায় পত্রিকা অফিসে ঠিকমতো বেতন পরিশোধ করা হচ্ছে না। এ ধরনের ঘটনা খুবই সাধারণ বলে তিনি শুনতে পাচ্ছেন। সেই বেতনের বিষয়টি সুরাহা হওয়া উচিত। সাংবাদিকতা যদি পেশা হয়, তাহলে সেই পেশাদারি রক্ষা করতে সেই মর্যাদা দিতে হবে। এখানে দাসসুলভ আচরণ করার সুযোগ নেই। সাংবাদিকদের সংগঠনগুলোরও সাংবাদিকদের প্রকৃত স্বার্থ রক্ষার জন্য কাজ করা উচিত। তাই সাংবাদিকতার পেশাদারির জন্য বহুমুখী যে অংশীজন আছে, তাদের নিয়ে ঐকমত্যে যেতে হবে।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গণমাধ্যমের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন তথ্য উপদেষ্টা। ওই সময় ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, ওই সময় ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় আন্দোলনের পক্ষে কোনো তথ্য প্রচার করা হয়নি। কী তথ্য প্রচার করেছে, সেটাও দেশের মানুষ দেখেছেন। এই ঘটনার জবাবদিহি করবে কে? দায়িত্ব নেবে কে? সরকার নীতিগত সংস্কারের কথা বলছে, একই সঙ্গে সাংবাদিকদের ভেতর থেকেও প্রতিরোধটা প্রয়োজন।

সাংবাদিকেরা যাতে মুক্ত পরিবেশে গর্বের সঙ্গে সাংবাদিকতা করতে পারেন, সে জন্য মাঠের সাংবাদিকদের ‘অ্যাকটিভিজম’ বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি বলেন, প্রথাগত ‘অ্যাকটিভিজমের’ জায়গাগুলো ব্যর্থ হয়েছে। সাংবাদিক নেতারা সাংবাদিকদের সামনে রেখে বারিধারা, পূর্বাঞ্চল, উত্তরায় প্লট নিয়েছেন। তাঁরা নিজেদের স্বার্থের জন্য ‘আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকা’ নিয়েছেন। আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকা নিয়ে তাঁরাই আবার সাংবাদিকদের শোষণ করেছেন। তাঁরা নিজের স্বার্থ দেখেছেন। তাই যেসব সাংবাদিক পথেঘাটে খাটেন, তাঁদের অ্যাকটিভিজম করতে হবে।

মুক্ত আলোচনায় তথ্য উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম। পাশে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবে। ছবি : প্রথম আলো

> “ ওই সময় ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় আন্দোলনের পক্ষে কোনো তথ্য প্রচার করা হয়নি। কী তথ্য প্রচার করেছে, সেটাও দেশের মানুষ দেখেছেন। এই ঘটনার জবাবদিহি করবে কে? দায়িত্ব নেবে কে? সরকার নীতিগত সংস্কারের কথা বলছে, একই সঙ্গে সাংবাদিকদের ভেতর থেকেও প্রতিরোধটা প্রয়োজন।
>
> **মো. নাহিদ ইসলাম,** উপদেষ্টা, তথ্য মন্ত্রণালয়

সাংবাদিক নেতা শওকত মাহমুদ পরামর্শ দেন, সাংবাদিকতা নিয়ে যে কমিশন হচ্ছে, সেটি যেন ‘প্রেস কমিশন’ হয়।

আলোচনা অনুষ্ঠানে ‘সংবাদমাধ্যমের সংস্কার কেন, কীভাবে?’ শীর্ষক মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন আয়োজক প্ল্যাটফর্ম মিডিয়া সাপোর্ট নেটওয়ার্কের আহ্বায়ক সাংবাদিক জিমি আমির। তিনি বলেন, ব্যক্তি ও সমাজের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে সংবাদমাধ্যম-ব্যবস্থার সংস্কার জরুরি।

লিখিত বক্তব্যে জিমি আমির বলেন, বিচারহীনতা ও জবাবদিহি না থাকায় এবং চাকরি বাঁচানোর স্বার্থে মাঠের সাংবাদিকদের লেজুড়বৃত্তি সাধারণ মানুষের কাছে হাস্যকর হয়ে উঠছে। ‘পেশাদার’ সাংবাদিকদের লেজুড়বৃত্তির চর্চা এখন আর অপ্রকাশ্য নয়। প্রেসক্লাব, ডিআরইউ, ডিইউজে, বিএফইউজে বা আরও সাংবাদিক সংগঠন থাকার পরও বিভিন্ন বিটভিত্তিক, বিভাগভিত্তিক ও জেলাভিত্তিক সাংবাদিক সংগঠন গড়ে উঠেছে। তারা পিকনিক, গিফটের নামে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন ব্যক্তি ও গ্রুপের কাছে চাঁদা দাবি করে থাকে। যাদের জবাবদিহির আওতায় আনার কথা, উল্টো তারাই সাংবাদিকদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

আইনজীবী শফিকুর রহমানের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের মহাপরিচালক ফারুক ওয়াসিফ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক খ. আলী আর রাজী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক সাইফুল আলম চৌধুরী, সাংবাদিক আসজাদুল কিবরিয়া, খাজা মাঈউদ্দিন, রেফায়েত উল্লাহ মৃধা প্রমুখ বক্তব্য দেন।

মানববন্ধন গোয়ালন্দের কাওয়ালজানি ও দেবগ্রাম এলাকায় ভাঙন প্রতিরোধে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার দাবিতে মানববন্ধন করেন এলাকাবাসী। গতকাল রাজবাড়ীর দেবগ্রামে পদ্মা নদীর পাড়ে। ছবি : এম রাশেদুল হক

সভায় রিজওয়ানা হাসান

ঢাকাকে বসবাসযোগ্য করতে নিতে হবে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা

বাসস, *ঢাকা*

রিজওয়ানা হাসান

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, ঢাকাকে বাসযোগ্য করে গড়ে তুলতে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রয়োজন।

রিজওয়ানা হাসান বলেন, ঢাকার জন্য একটি সিটি ভিশন থাকা জরুরি। মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের পাশাপাশি সবুজ জায়গা বাড়াতে হবে। তরুণদের জন্য খোলামেলা স্থান, বসার জায়গা ও খেলাধুলার সুযোগ থাকতে হবে।

রিজওয়ানা হাসান গতকাল ‘বিশ্ব বাসস্থান দিবস ২০২৪’ উপলক্ষে রাজধানীর রাজউক মিলনায়তনে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বক্তব্যকালে এ কথা বলেন।

রিজওয়ানা বলেন, ঢাকাকে পরিবেশবান্ধব শহর গড়ে তুলতে তরুণদের সম্পৃক্ত করতে হবে। তাদেরকে রাজউকের কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে হবে।

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. হামিদুর রহমান খানের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান।

জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক গুয়েন লুইস, অতিরিক্ত সচিব শাকিলা জেরিন আহমেদ ও যুগ্ম সচিব নায়লা আহমেদ এ সময় বক্তব্য দেন। সভায় অতিথিরা বিশ্ব বাসস্থান দিবস উপলক্ষে দুটি প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন করেন।

রাজনীতি ও আমলাতন্ত্রে জিম্মি দুদক : ইফতেখারুজ্জামান

সংস্কার কমিশনের প্রথম বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ড. ইফতেখারুজ্জামান

দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) রাজনীতি ও আমলাতন্ত্রের কাছে জিম্মি বলে মন্তব্য করেছেন দুর্নীতি দমন সংস্কার কমিশনের প্রধান ড. ইফতেখারুজ্জামান। তিনি বলেছেন, দুদকে একদিকে চলে রাজনৈতিক প্রভাব, অন্যদিকে আমলাতান্ত্রিক প্রভাব। এ দুই প্রভাবের কারণে সংস্থাটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারে না। তাই দুদককে আপাদমস্তক ঢেলে সাজাতে হবে।

গতকাল সোমবার রাজধানীর ধানমন্ডিতে টিআইবির কার্যালয়ে দুর্নীতি দমন সংস্কার কমিশনের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন কমিশনের প্রধান ইফতেখারুজ্জামান। বৈঠকে কমিশনের সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক মোবাশ্বের মোনেম, আইনজীবী মাহদীন চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ফারজানা শারমিন উপস্থিত ছিলেন। অনলাইনে যুক্ত হন কমিটির সদস্য ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের অধ্যাপক মোস্তাক খান।

ইফতেখারুজ্জামান বলেন, দুদকের কমিশনার ও গুরুত্বপূর্ণ পদে পদায়নের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। দুদকের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রেষণে আসে। এতে দুদকের অন্য কর্মীরা কাজ করতে পারেন না।

প্রথম সভায় তাঁরা কমিশনের দায়িত্ব, এখতিয়ার ও কর্মপরিধি বোঝার চেষ্টা করেছেন বলে জানান ড. ইফতেখারুজ্জামান। তিনি বলেন, দুদকের যে এখতিয়ার, তার দুটি আঙ্গিক হচ্ছে প্রতিকার ও প্রতিরোধ। যাঁরা দুর্নীতি করেন, তাঁদের জবাবদিহির আওতায় আনা ও বিচার করা। দ্বিতীয়ত, দুর্নীতি যাতে না হয়, তার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ। দুটি বিষয়কে বিবেচনায় রেখে তাঁরা সংস্কারের জন্য কাজ করবেন।

দুর্নীতি প্রতিরোধে কাজ করা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান বলেন, স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে যে ধরনের সংস্কার প্রয়োজন, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে দুদকের কাজে বাধা তৈরি করে—এমন আইন ও বিধিমালা পর্যালোচনা করা। শুধু আইনি সংস্কার দিয়ে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে, সেটি ভাবা ঠিক নয়। সার্বিকভাবে শাসনপদ্ধতির পাশাপাশি একধরনের মানসিকতা তৈরি হয়ে গেছে যে দুর্নীতি করে পার পাওয়া যায়। সেটা কীভাবে প্রতিহত করা যায়, সে জন্য সুপারিশমালা প্রণয়ন করবেন তাঁরা।

দুদক কীভাবে কার্যকর হবে, তার দিকনির্দেশনা, সুপারিশমালা ও পরামর্শ দেওয়া কমিশনের কাজ বলে উল্লেখ করেন ইফতেখারুজ্জামান। আজ (গতকাল) থেকে তাঁরা কাজ শুরু করেছেন জানিয়ে তিনি বলেন, আগামী ৯০ দিন বা ৭ জানুয়ারির মধ্যে কাজ শেষ করে সরকারকে প্রতিবেদন দিতে পারবেন বলে আশা করছেন।

সংস্কারের পর রাজনৈতিক সরকার চাইলে দুদকে নিজেদের লোক বসাতে পারবেন কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে ইফতেখারুজ্জামান বলেন, দলীয় প্রভাবের যেন পুনরাবৃত্তি না হয়, তাঁরা সে বিষয়টি নিয়ে কাজ করবেন।

এস আলম, নাফিজ ও সাইফুজ্জামানের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

শিল্পগোষ্ঠী এস আলম গ্রুপের কর্ণধার মোহাম্মদ সাইফুল আলম (এস আলম), তাঁর স্ত্রী, সন্তান, ভাইসহ ১৩ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। ঢাকা মহানগরের জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মোহাম্মদ আসসামছ জগলুল হোসেন গতকাল সোমবার দুপুরে এ আদেশ দেন। *প্রথম আলো*কে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) মীর আহমেদ আলী সালাম।

এদিকে পদ্মা ব্যাংকের (সাবেক ফারমার্স ব্যাংক) সাবেক চেয়ারম্যান চৌধুরী নাফিজ সরাফাতের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগরের বিশেষ জজ মোহাম্মদ আসসামছ জগলুল হোসেন গতকাল এ আদেশ দেন। দুদকের পিপি মাহমুদ হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

অন্যদিকে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী রুকমীলা জামানের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগরের জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মোহাম্মদ আসসামছ জগলুল হোসেন গতকাল এই আদেশ দেন।

সাইফুল আলমের পরিবারের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া অন্য সদস্যরা হলেন এস আলমের স্ত্রী ফারজানা পারভীন, ছেলে আহসানুল আলম ও আশরাফুল আলম, এস আলমের ভাই মোহাম্মদ আবদুল্লাহ হাসান, ওসমান গনি, আবদুস সামাদ, রাশেদুল আলম, সহিদুল আলম, মোরশেদুল আলম, ওসমানের স্ত্রী ফারজানা বেগম, সামাদের স্ত্রী শাহানা ফেরদৌস এবং এস আলমের পূর্বপরিচিত মিসকাত আহমেদ।

এস আলমসহ অন্যদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞার আবেদন করেন দুদকের উপপরিচালক নূর-ই-আলম।

দুদকের আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, এস আলম ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে গত বছরের ৪ আগস্ট ইংরেজি দৈনিক *দ্য ডেইলি স্টার* “এস আলম'স আলাদিন'স ল্যাম্প” শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনে সিঙ্গাপুর, ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড, সাইপ্রাস ও অন্যান্য দেশে ১০০ কোটি ডলার পাচারের অভিযোগ দুদক অনুসন্ধান করছে।

প্র অধুনা

কোন গ্রুপের ডেঙ্গু রোগীর কেমন জটিলতা

প্রতিদিন বাড়ছে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা। ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারাও যাচ্ছেন অনেকে। এই সময়ে সবচেয়ে জরুরি বাড়িতে বাড়িতে সচেতনতা। তাই ডেঙ্গুর নানা রকম তথ্য ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে এবার সাজানো হয়েছে পুরো পৃষ্ঠা।

● ডেঙ্গু মশা থেকে শিশুর সুরক্ষায়
● ডেঙ্গু নিয়ে ৫ মিথ ● পাঠকের প্রশ্ন
● স্বাস্থ্য জিজ্ঞাসা

অধুনা পড়ুন মূল পত্রিকার ভেতরে

চোখ রাখুন কাল বুধবার

প্রথম আলো

প্রথম আলো

সাম্প্রতিক ছাত্র-জনতার আন্দোলনে আপনার তোলা ছবি ও ভিডিও পাঠান

পুরস্কার জিতুন

ছবি ও ভিডিও—দুটির জন্যই রয়েছে
প্রথম পুরস্কার ৩০,০০০ টাকা
দ্বিতীয় পুরস্কার ২০,০০০ টাকা
তৃতীয় পুরস্কার ১০,০০০ টাকা
এ ছাড়া রয়েছে আকর্ষণীয় অনেক পুরস্কার

ছবি/ভিডিও হতে হবে সভা-সমাবেশ, মিছিল, ভাষণ, প্রতিরোধ ও সংঘর্ষ, পুলিশ, দেয়ালচিত্র হাসপাতাল, ক্যাম্পাস ইত্যাদি বিষয়ে

মাইক্রোসাইটে দেওয়া নির্ধারিত ফরমে প্রয়োজনীয় তথ্য পূরণ করে ছবি ও ভিডিও পাঠাতে ভিজিট করুন : services.prothomalo.com/contest

ছবি/ভিডিও পাঠানোর শেষ সময় : ১৫ অক্টোবর ২০২৪, মঙ্গলবার রাত ১২টার মধ্যে

স্ক্যান করুন :

CROSSWALK_2024

করোনা শনাক্ত ২ জনের

দেশে গতকাল সকাল আটটা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় ২ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। কারও মৃত্যু হয়নি। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সাবেরের ৫ দিন, নজিবুর ও আমিনুলের ৩ দিনের রিমান্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দুই বছর আগে রাজধানীর নয়াপল্টনে সংঘর্ষে বিএনপির এক কর্মী হত্যার মামলায় সাবেক মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরীর পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। এ ছাড়া গত অক্টোবরে নয়াপল্টনে যুবদল নেতা শামীম মোল্লা হত্যার মামলায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য সচিব নজিবুর রহমান ও সাবেক জ্যেষ্ঠ সচিব আমিনুল ইসলাম খানের তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতের অ্যাডিশনাল চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মাহবুবুল হক গতকাল সোমবার বিকেলে এ আদেশ দেন।

এর আগে সাবেক পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনমন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরীকে কড়া পুলিশি পাহারায় বেলা তিনটার দিকে সিএমএম আদালতের হাজতখানায় আনা হয়। পরে তাঁকে পল্টন থানায় করা বিএনপির কর্মী মকবুল হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে ১০ দিনের রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করে পুলিশ। অন্যদিকে সাবের হোসেন চৌধুরীর পক্ষে রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন বাতিল করে জামিনের আবেদন করা হয়। উভয় পক্ষের শুনানি নিয়ে আদালত সাবের হোসেন চৌধুরীর পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

আদালত থেকে এজলাসকক্ষে নেওয়ার সময় সাবের হোসেন চৌধুরীর উদ্দেশে ডিম নিক্ষেপ করতে দেখা যায়। আদালত থেকে বের করে নেওয়ার পথেও এ ঘটনা ঘটে। এ সময় আওয়ামী লীগের এই নেতাকে শারীরিকভাবে হেনস্তার চেষ্টা করা হয়।

সাবেক সচিব নজিবুর ও আমিনুলের রিমান্ড

নয়াপল্টনে গত বছরের ২৮ অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশের দিন যুবদলের নেতা শামীম মোল্লাকে হত্যার অভিযোগে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকসহ ৭০৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়। ছাত্রদলের সাবেক সদস্য মো. আব্বাস আলী বাদী হয়ে ১৪ সেপ্টেম্বর এ হত্যা মামলা করেন।

রোববার আটক হওয়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মুখ্য সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান নজিবুর রহমান ও সাবেক জ্যেষ্ঠ সচিব আমিনুল ইসলাম খানকে বিকেলে আদালতে হাজির করে পুলিশ।

সহকারী কমিশনার তাপসী তাবাসসুমকে সাময়িক বরখাস্ত

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা* ও **নিজস্ব প্রতিবেদক,** *রংপুর*

লালমনিরহাট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার তাপসী তাবাসসুমকে ওএসডি করার পর এবার সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা গতকাল সোমবার *প্রথম আলো*কে এই তথ্য জানিয়েছেন।

তবে তাপসী তাবাসসুমের স্থায়ী বরখাস্তের দাবিতে রংপুরে মানববন্ধন হয়েছে। গতকাল দুপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ আবু সাঈদ গেটে (১ নম্বর গেট) বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে এই মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র অনুযায়ী, তাপসী তাবাসসুমের একটি ফেসবুক পোস্ট নিয়ে আলোচনা চলছে। ওই পোস্টে অন্তর্বর্তী সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের একজনের বক্তব্যকে কটাক্ষ ও সমালোচনা করা হয়। এর আগে রংপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় নিহত আবু সাঈদকে নিয়েও 'বিতর্কিত মন্তব্য' করে পোস্ট দেন বলে অভিযোগ। এ অবস্থায় গত রোববার তাপসী তাবাসসুমকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা হয়েছিল।

পাল্টা হামলা হিজবুল্লাহ ও হামাসের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে বলে দাবি করেছে হিজবুল্লাহ। হাইফা থেকে ৬৫ কিলোমিটার দূরের আরেক ইসরায়েলি শহর তিবেরিয়াসেও গতকাল ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানোর দাবি করেছে সংগঠনটি। ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, তিবেরিয়াসের উত্তরাঞ্চল লক্ষ্য করে অন্তত ২০টি ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয়। এর মধ্যে কিছু ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করেছে তারা।

গতকাল জাল আল-আলম সামরিক ঘাঁটিতে ইসরায়েলের সেনা ও সাঁজোয়া যান লক্ষ্য করে হামলা চালানোর দাবি করেছে হিজবুল্লাহ। এ ছাড়া উত্তর ইসরায়েলের কারমিয়েল শহরে রকেট হামলা চালানোর দাবি করেছে তারা।

আল-জাজিরার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, লেবাননের দক্ষিণাঞ্চল থেকে ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে হাইফায় অন্তত ১০ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। যদিও ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর দাবি, ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় দুজন সামান্য আহত হয়েছেন। বেশির ভাগ ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করেছে তারা।

গাজায় ইসরায়েলের নির্বিচার হামলা শুরুর এক বছর পূর্ণ হয়েছে গতকাল। ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ উপত্যকাটির শাসকগোষ্ঠী হামাস জানিয়েছে, গতকাল ইসরায়েলের বাণিজ্যিক নগরী তেল আবিবে একাধিক রকেট হামলা চালিয়েছে তারা। হামলায় অন্তত দুজন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে ইসরায়েলের একাধিক সংবাদমাধ্যম।

তেল আবিব লক্ষ্য করে একযোগে অনেক রকেট ছোড়ে হামাসের সামরিক শাখা কাসেম ব্রিগেডস। গত আগস্টের পর গতকাল ইসরায়েলের কোনো বড় শহরে হামলা চালাল তারা।

হামাসের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইসরায়েল নির্বিচার হামলা চালিয়ে গাজার বেসামরিক মানুষকে হত্যা করছে। ইসরায়েলের হামলার মুখে গাজার উদ্বাস্তু ফিলিস্তিনিরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। ইসরায়েলের এ হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে তাদের যে লড়াই চলছে, তেল আবিবে হামলা তারই অংশ।

গতকাল ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হয়েছে ইসরায়েলের ফার ভেরাদিম শহরেও। ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে একটি বাড়ি ও কয়েকটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি।

গতকাল তেল আবিবে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীরা। হুতিদের সামরিক মুখপাত্র জেনারেল ইয়াহিয়া সারি বলেছেন, তেল আবিবে দুটি সামরিক স্থাপনা লক্ষ্য করে গতকাল ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালান তাঁরা। পাশাপাশি ড্রোন হামলা চালানো হয়। ইসরায়েলের এলিয়াত শহরেও একাধিক ড্রোন হামলা চালিয়েছেন হুতি যোদ্ধারা।

গাজার আরেক সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগঠন ইসলামিক জিহাদ জানিয়েছে, গতকাল গাজা সীমান্তবর্তী ইসরায়েলের সেদরত, নির আমসহ বেশ কয়েকটি শহরে রকেট হামলা চালিয়েছে তারা।

গাজায় হামলা অব্যাহত

গাজায় বিমান থেকে বোমা হামলার পাশাপাশি স্থল হামলাও অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েল। গতকাল গাজার দেইর-এল-বালাহ এলাকায় আল-আকসা হাসপাতালে বিমান হামলা চালায় ইসরায়েলি বাহিনী। ইসরায়েলি বাহিনীর দাবি, ওই হাসপাতাল 'যুদ্ধ পরিচালনার ঘাঁটি' হিসেবে ব্যবহার করে আসছে হামাস।

এর আগে গত রোববার রাতে দেইর-এল-বালাহর সাহদা আল-আকসা মসজিদে ইসরায়েলি বিমান হামলায় অন্তত ২১ জন নিহত হন। উদ্বাস্তু বহু ফিলিস্তিনি ওই মসজিদে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

গতকাল গাজার খান ইউনিস এলাকায় বিমান হামলা চালায় ইসরায়েল। হামলার অল্প কিছু আগে ওই এলাকায় আশ্রয় নেওয়া ফিলিস্তিনিদের অন্যত্র সরে যাওয়ার নির্দেশ দেয় ইসরায়েলি বাহিনী। তবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, অন্যত্র সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়ার পরপরই হামলা শুরু হয়।

গতকাল হাজার বির আন-নাজা, বেহিত লাহিয়া, খিরবেত আল-আদাস, গাজা সিটি ও জেইতুন শহরে বিমান হামলা চালায় ইসরায়েলি বাহিনী। গাজার বিভিন্ন এলাকায় স্থল হামলা করেন ইসরায়েলি সেনারা।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানায়, ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় ২৪ ঘণ্টায় গাজায় অন্তত ৩৯ ফিলিস্তিনি নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এ নিয়ে গত বছরের ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় গাজার অন্তত ৪১ হাজার ৯০৯ ফিলিস্তিনি নিহত হলেন। এ ছাড়া একই সময়ে আহত হয়েছেন অন্তত ৯৭ হাজার ৩০৩ জন। তবে বিশ্লেষকদের শঙ্কা, হতাহতের এই সংখ্যা আরও অনেক বেশি।

লেবাননে ইসরায়েলি ২ সেনা নিহত

লেবাননেও নির্বিচার হামলা অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েলি বাহিনী। গতকাল দেশটির রাজধানী বৈরুতের দক্ষিণ উপকণ্ঠে একযোগে একাধিক বিমান হামলার ঘটনা ঘটে। গতকাল বৈরুতের কেন্দ্রস্থলের একটি আবাসিক ভবনে বিমান হামলা চালায় ইসরায়েল। ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর দাবি, ওই ভবনে রয়েছে হিজবুল্লাহর কমান্ড সেন্টার। তবে এক বিবৃতিতে এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে হিজবুল্লাহ।

গতকাল বৈরুতসহ দেশটির বিভিন্ন এলাকায় বোমা হামলা জোরদার করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলের বিনত জাবেলি এলাকায় ইসরায়েলের বিমান হামলায় গতকাল দেশটির অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর ১০ সদস্য প্রাণ হারান।

লেবাননের দক্ষিণ সীমান্তে ইসরায়েলি বাহিনীর সঙ্গে হিজবুল্লাহ যোদ্ধাদের লড়াই চলছে। গতকাল লেবাননে আরও সেনা পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী।

হিজবুল্লাহর সঙ্গে সম্মুখ লড়াইয়ে গতকাল দুজন সেনা নিহত হওয়ার কথা জানিয়েছে ইসরায়েল। ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী গতকাল এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানানো হয়। এ ছাড়া সম্মুখ লড়াইয়ে আহত আরও দুই সেনার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

সাংবাদিক গোলাম কাদের আর নেই

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

গোলাম কাদের

বিবিসি বাংলার সাবেক সাংবাদিক গোলাম কাদের ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। গত রোববার যুক্তরাজ্যের লন্ডনে নিজ বাসভবনে তিনি মারা যান।

গোলাম কাদের সাংবাদিকতায় যোগ দেন ষাটের দশকে। পাকিস্তান টেলিভিশন ও *বাংলাদেশ টাইমস*-এর পর কিছুদিন বিজ্ঞাপনশিল্পেও কাজ করেন তিনি। ১৯৮৪ সালে তিনি বিবিসিতে যোগ দিয়ে লন্ডনে যান। বিবিসি থেকে অবসরের পর তিনি লন্ডনের বাংলা পত্রিকা *নতুন দিন*-এর প্রধান সম্পাদক ছিলেন।

গোলাম কাদের যুক্তরাজ্যে বাংলা ভাষার প্রসারে বাংলাভাষীদের মধ্যে বাংলা ফন্টের সঙ্গে পরিচয় ঘটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি সাংবাদিকতা থেকে অবসরের পর দেশে ফিরে কিছুদিন ব্যবসায় মনোযোগী হন এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্য ছিলেন। ২০১৯ সালে তিনি আবার লন্ডনে ফিরে আসেন। আগামীকাল বুধবার লন্ডনের ওয়াটফোর্ডে তাঁকে দাফন করা হবে।

শোক

এস এম আবু মহসীন

এনসিসি ব্যাংকের সাবেক পরিচালক ও চেয়ারম্যান শিল্পপতি এস এম আবু মহসীন গতকাল সোমবার বিকেলে চট্টগ্রামের একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি স্ত্রী ও চার সন্তান রেখে গেছেন। আবু মহসীন চট্টগ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৯৫২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কন্টিনেন্টাল ইনস্যুরেন্সের উদ্যোক্তা পরিচালক ও সাবেক চেয়ারম্যান এবং সেন্ট্রাল হসপিটালের পরিচালক ছিলেন। তিনি অ্যালায়েন্স ডিপ সি ফিশিং লি., জে এম শিপিংলাইনস, ফুড অ্যান্ড অ্যাকোমোডেশন কোম্পানি লিমিটেডের চেয়ারম্যান এবং ব্রাদার্স অক্সিজেন লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন। তিনি শিল্প গ্রুপ মোজাহের ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম এস এম মোজাহেরুল হকের ছেলে এবং মোজাহের গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের পরিচালক ছিলেন। **বিজ্ঞপ্তি**

এক সপ্তাহে সারা দেশে গ্রেপ্তার ৭ হাজারের বেশি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পুলিশের আটটি মহানগর ইউনিট, নয়টি রেঞ্জ (রেলওয়ে রেঞ্জসহ) ও র‍্যাবের হাতে গ্রেপ্তারের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, গত এক সপ্তাহে (১ থেকে ৭ অক্টোবর) সারা দেশে মোট গ্রেপ্তার হয়েছেন ৭ হাজার ১৮ জন। সবচেয়ে বেশি গ্রেপ্তার হয়েছেন চট্টগ্রাম রেঞ্জে, ১ হাজার ২৪৯ জন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেশি গ্রেপ্তার হয়েছেন ঢাকা রেঞ্জে, ১ হাজার ৩৩ জন। গ্রেপ্তারে সংখ্যায় তৃতীয় রাজশাহী রেঞ্জ। তারা মোট ৮৬৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। মহানগর পুলিশের ইউনিটগুলোর মধ্যে ঢাকা মহানগর পুলিশ সর্বোচ্চ ৭৬৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। আর সারা দেশে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) গ্রেপ্তার করেছে ৪০০ জনকে।

গ্রেপ্তার হচ্ছেন কারা

গ্রেপ্তারসংশ্লিষ্ট সূত্রগুলোর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে হতাহতের ঘটনায় করা মামলার গুরুত্বপূর্ণ আসামিদের গ্রেপ্তারে এখন সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। এসব মামলায় বিগত সরকারের অনেক মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, আলোচিত নেতা ও সাবেক সরকারি কর্মকর্তারা আসামি হয়েছেন। যাঁদের অনেকের বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে বড় ধরনের অপরাধ ও দুর্নীতির অভিযোগও রয়েছে।

এরপর গ্রেপ্তারে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে হামলাকারী, বিশেষ করে অস্ত্রধারীদের। আন্দোলন দমনে আওয়ামী লীগ ও এর অন্যান্য সংগঠনের যাঁরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন কিংবা হামলাকারীদের সংগঠিত করেছেন, তাঁদেরও গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে অন্তত ২২২টি মামলার তথ্য পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ১৯০টি হত্যা মামলা। বেশির ভাগ মামলায় শেখ হাসিনা ছাড়াও তাঁর সরকারের সাবেক মন্ত্রী, আওয়ামী লীগের নেতা, সাবেক আইজিপি, ডিএমপির সাবেক কমিশনারসহ পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার কর্মকর্তা ও সাবেক কর্মকর্তাদের আসামি করা হয়।

এখন পর্যন্ত মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পেশার শীর্ষস্থানীয় ৪৫ জন গ্রেপ্তার হয়েছেন। এর মধ্যে রোববার সাবেক মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী ও নারায়ণ চন্দ্র চন্দ, সাবেক মুখ্য সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সাবেক চেয়ারম্যান নজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর আগের দিন শনিবার সাবেক সংসদ সদস্য ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য সচিব আবুল কালাম আজাদকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর বাইরে গত এক সপ্তাহে আরও কয়েকজন সাবেক মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য, সাবেক সরকারি কর্মকর্তাসহ বেশ কয়েকজন গ্রেপ্তার হন।

সরকার পতনের দুই মাসের মাথায় অক্টোবরের শুরুতে এসে গ্রেপ্তারের এমন তৎপরতার জন্য কয়েকটি কারণের কথা জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো। পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বলছেন, ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর বিগত সময়ে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়েছেন—এমন অনেকেই অবৈধভাবে দেশত্যাগ করেন। এ নিয়ে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন মহল থেকে সরকারের ভূমিকা নিয়ে সমালোচনা হয়। এ জন্য গ্রেপ্তার অভিযান জোরদারের চেষ্টা করা হচ্ছে। এর বাইরে দুর্গাপূজা ঘিরে বাড়তি নিরাপত্তার বিষয়টিও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গুরুত্ব দিচ্ছে।

এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের আন্দোলন দমনে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহারের চিত্র বিভিন্ন গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এসেছে। কিন্তু তাঁদের অনেকে গ্রেপ্তার হননি। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে নানা সময়ে দাবি জানানো হয়েছে। ফলে সরকারও বিষয়টি গুরুত্বসহকারে নিয়েছে। তবে পুলিশের ভঙ্গুর অবস্থার কারণে এত দিন গ্রেপ্তার অভিযান জোরদার করা যায়নি।

পুলিশ সদর দপ্তর সূত্র জানিয়েছে, ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর বেশ কয়েক দিন পুলিশের তেমন কোনো কার্যক্রম ছিল না। সরকার পতনের ১০ দিন পর সব কটি থানার (মোট ৬৩৯) কার্যক্রম শুরু হলেও অনেক থানায় তা ছিল নামমাত্র। আন্দোলনের সময় হামলার কারণে কিছু থানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাহিনীর সদস্যদের মনোবলও ভেঙে যায়। ফলে পুলিশ কার্যত বড় ধরনের অভিযানে যেতে পারছিল না। দুই মাসের মাথায় এ অবস্থা থেকে অনেকটা ঘুরে দাঁড়িয়েছে পুলিশ।

পুলিশ সদর দপ্তরের মুখপাত্র সহকারী মহাপরিদর্শক (এআইজি) ইনামুল হক *প্রথম আলো*কে বলেন, 'থানা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এবং অনেক গাড়ি নষ্ট হওয়ায় শুরুতে পুলিশি কার্যক্রমে আমরা বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছি। তবে এখন মাঠপর্যায়ে নতুন নেতৃত্বে সে অবস্থা থেকে অনেকটা কাটিয়ে উঠছে।'

বর্তমানে গ্রেপ্তারের চিত্র নিয়ে ইনামুল হক বলেন, যেসব এলাকায় অপরাধ বেশি, সেসব এলাকায় গ্রেপ্তার বেড়েছে। তবে অস্ত্র উদ্ধার ছাড়া বিশেষ কোনো অভিযান চলছে না।

NOTICE

Razzaque Jute Industries Limited, which is one of the pioneers of jute industry in Bangladesh, entered into a joint venture agreement with a Swedish company namely, Juteborg Sweden AB on 30th Day of November, 2019 to carry out the business of jute fiber reinforced plastic granule in Bangladesh for the joint economic and commercial interest of both the parties. However, due to lack of cooperation and mutual understanding between both the parties, Razzaque Jute Industries Limited terminated the said joint venture agreement on 10.04.2023 for the best interest of both the parties.

As of now, there is no contractual or business relationship between Razzaque Jute Industries Limited and Juteborg Sweden AB. Razzaque Jute Industries Limited also commits not to enter into any other contractual or business relationship with Juteborg Sweden AB in relation to jute or any other industry in future as well.

Mr. Abul Bashar Khan
Managing Director
For **Razzaque Jute Industries Limited**, Tel : 88-02-226600772

FLAT SALE
On Going
DOHS Mohakhali
Flat Size 2796 sft.
ROYAL HOUSING
Call: 01841517711, 01841517720

জরুরী নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ইংলিশ ভার্সনে প্লে গ্রুপ থেকে KG পর্যন্ত এবং ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানোর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ৪ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ দেয়া হবে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ আগামী ২৭ অক্টোবরের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় CV জমা দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।

পরিচালক
শহীদ ইন্টারন্যাশনাল ইংলিশ এন্ড এ্যারাবিক স্কুল,
নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত- ঢাকা।
০১৬৮৮-৩১৩৮৩৯, ০১৮৪৫-৭৮৬৫৭৮

জরুরী আবশ্যক

১ জন ইংলিশে মাষ্টার্স মহিলা অফিস সেক্রেটারী।

যোগাযোগ ঃ সেঞ্চুরী সানফ্লাওয়ার এ্যাপার্টমেন্ট, খিলগাঁও চৌধুরীপাড়া, ঢাকা।
01711 522199, 01820 919191

কমার্শিয়াল স্পেস বিক্রয়

ধানমন্ডি ৩নং মিরপুর রোডে ৫-টি পার্কিং ও লিফট সুবিধাসহ ৫ম তলায় ব্যবহারাধীন ১৫,৫০০ বর্গফুট কমার্শিয়াল স্পেস বিক্রয় হইবে। শুধুমাত্র প্রকৃত ক্রেতাগন সকাল ১০টা হইতে বিকাল ৬টার মধ্যে যোগাযোগ করুন।

০১৭১৫-০১২৬০২
০১৮১৯-২১৫৯৩৩

Date: October 8, 2024

Save the Children

Save the Children is the world's leading, independent organisation for children

Invitation for Tender

Save the Children International (SCI) is hereby inviting the tender from interested, experienced and bona fide vendors for supplying SEL Bagpack Learning Material.
For details please see the IFT schedule, which is available on http://procurement.scibd.info/ under tender notification. Downloaded copy is acceptable for tender participation.

Description, submission time & date:

SL	Name of IFT	Reference No.	Pre-Tender Meeting Schedule & Place	Last date of Tender Submission
1	SEL Bagpack Learning Material	IFT/SCI/BDCO/FY-24/(Manual)/0005	10/15/2024 at 12:00 PM through ZOOM Meeting (Details in tender Document)	October 29, 2024 at 3.00PM

Special Instruction:
(a) All activities in connection with the said procurement of Goods/Services will be guided as per the SCI's Procurement Policies. (b) If it is not possible to receive & open the tender on the scheduled date for any unavoidable circumstances, the same will be received and opened on the following working date at same time and same place.

Director, Procurement & Supply Chain

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০
www.wewb.gov.bd

নং: ৪৯.০৪.০০০০.০৮.০০.২৭৩৩৪.১০.(অংশ-১)-১০৪১ তারিখ : ০৭-১০-২০২৪

ফ্লোর স্পেস ভাড়ার বিজ্ঞপ্তি

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মালিকানাধীন বহুতল বিশিষ্ট প্রবাসী কল্যাণ ভবনে নিম্নবর্ণিত বিবরণ ও শর্ত সাপেক্ষে ফ্লোর স্পেস বর্তমানে যেখানে যা যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় ভাড়া প্রদান করা হবে।

ক্র/নং	ফ্লোর/লেভেল	পরিমাণ (বর্গফুট)	ভাড়ার হার (প্রতি বর্গফুট)	অফিসের ধরন	মন্তব্য
১	লেভেল-২	৭,৮৫৭	৬৬.৫৫	সরকারী/সরকারী প্রকল্প	অধিক জনসমাগম হওয়া যাবে না।
২	লেভেল-১১ (পশ্চিম পার্শ্ব)	১১,৮৯০	৬৬.৫৫		
৩	লেভেল-১৩ (পশ্চিম পার্শ্ব)	৫,৮৮৮	৫৫.০০		
৪	লেভেল-১৩ (পশ্চিম পার্শ্ব)	৩,১৮১	৬৬.৫৫		
৫	লেভেল-১৪	১০,৬০৪	৬৬.৫৫		

শর্তাবলী :

ক) প্রবাসী কল্যাণ ভবন ভাড়া প্রদানের অনুসরণীয় পদ্ধতি/নীতিমালার শর্তানুযায়ী ফ্লোরের পাশে বর্ণিত ভাড়ার হার ভ্যাট ব্যতীত প্রযোজ্য হবে।
খ) বরাদ্দ গ্রহীতাকে ফ্লোর স্পেসের ভাড়া ছাড়াও প্রতি মাসে মাসিক মোট ভাড়ার (ভ্যাট ব্যতীত) ১০% সার্ভিস চার্জ এবং ব্যবহার অনুযায়ী বিদ্যুৎ ও পানির বিল প্রদান করতে হবে।
গ) বরাদ্দের মেয়াদ প্রাথমিকভাবে ০২ (দুই) প্রতি ২ বছর পরপর ১০% ভাড়া বৃদ্ধি করা হবে। স্পেস ভাড়া নেয়ার জন্য বরাদ্দ গ্রহীতাকে কল্যাণ বোর্ডের অনুমোদিত শর্ত অনুযায়ী চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে।
ঘ) বরাদ্দ গ্রহীতাকে বেইজমেন্টে গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য ১ (এক)টি পার্কিং স্পেস বরাদ্দ প্রদান করা হবে।
ঙ) বর্ণিত ফ্লোর স্পেসে প্রয়োজনীয় সংস্কার, সংযোজন, মেরামত, অতিরিক্ত ডেকোরেশন ইত্যাদি বরাদ্দ গ্রহীতা কর্তৃক সম্পাদন করতে হবে।
চ) চুক্তিপত্র সম্পাদনকালে বরাদ্দ গ্রহীতাকে ০৩ (তিন) মাসের ভাড়ার সমপরিমাণ টাকা জামানত হিসেবে (Security Money) অগ্রিম প্রদান করতে হবে।
ছ) বর্ণিত ফ্লোর স্পেসে প্রাপ্যতা অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কিলোওয়াট বিদ্যুৎ ব্যবহার করা যাবে।

আগ্রহী প্রতিষ্ঠানকে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর দপ্তরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

পরিচালক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)
ফোন : ০২-২২২২২৩২৪৭
ই-মেইল : d.ad@wewb.gov.bd

মিলিটারি কলেজিয়েট স্কুল খুলনা (এমসিএসকে)

ক্যাডেট ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

শিক্ষাবর্ষ - ২০২৫

এমসিএসকে খুলনা শহর হতে ২৪ কিঃ মিঃ অদূরে প্রায় ১১০ একর জমির উপর বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক স্থাপিত ও পরিচালিত জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রম অনুযায়ী যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীনে প্রথম ইংরেজি ভার্সনের সম্পূর্ণ আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ঐতিহ্যবাহী এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্যাডেট কলেজ সমূহের আদলে সামরিক কর্মকর্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ক্যাডেটদেরকে শারীরিকভাবে সুস্থ - সবল, নৈতিক গুণাবলী ও নেতৃত্বের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভবিষ্যতের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা হয়। পড়াশুনার পাশাপাশি নিয়মিত সহশিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, খেলাধুলা ও সাঁতার প্রশিক্ষণ, ইংরেজিতে কথোপকথন দক্ষতা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে একজন ক্যাডেটকে চৌকস ও আত্মনির্ভরশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা হয়। উল্লেখ্য, এমসিএসকের ক্যাডেটদের সরাসরি আইএসএসবিতে অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য

পরীক্ষার কেন্দ্র	শ্রেণি	পরীক্ষার তারিখ: লিখিত	পরীক্ষার তারিখ: মৌখিক	পরীক্ষার তারিখ: স্বাস্থ্য এবং মনোস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা	লিখিত পরীক্ষার বিষয়াবলী, নম্বর ও সময়	যোগ্যতা	বয়স	উচ্চতা	ওজন
প্রবেশপত্রে উল্লেখ থাকবে	৭ম (বয়েজ ও গার্লস ক্যাডেট)	১১ জানুয়ারী ২০২৫, শনিবার সকাল ১০০০-১২০০	এমসিএসকে'র ওয়েব সাইটে পরবর্তীতে জানানো হবে		সর্বমোট ২০০ নম্বর ১। বাংলা (৫০) ২। ইংরেজি (৫০) ৩। গণিত (৫০) ৪। সাধারণ জ্ঞান ও আইকিউ (৫০) সময় ২ ঘণ্টা	১। বাংলাদেশি নাগরিক হতে হবে। ২। ৬ষ্ঠ শ্রেণি ও সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ৩। শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ হতে হবে।	০১/০১/২৫ তারিখে সর্বোচ্চ ১৩ বছর ০৬ মাস	সর্বনিম্ন ৪-৮"/৫৬ ইঞ্চি (বালক ও বালিকা উভয়ের জন্য)	স্ট্যান্ডার্ড মেডিকেল চার্টে উল্লিখিত বয়স ও উচ্চতা অনুযায়ী

সিলেবাস সিলেবাস www.mcsk.edu.bd ওয়েব সাইটে পাওয়া যাবে।

পরীক্ষার মাধ্যম বাংলা/ইংরেজি যেকোন একটি মাধ্যমে লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা যাবে।

দৃষ্টি শক্তি

দৃষ্টিমান চশমাবিহীন	চশমাসহ	মন্তব্য
এক চক্ষুতেঃ ৬/১২ অন্য চক্ষুতেঃ ৬/১৮	উভয় চক্ষুতেঃ ৬/৬	চশমার পাওয়ার কোন চক্ষুতেই (-) 2D এর অধিক হবেনা। এ্যাসটিগম্যাটিজম এর ক্ষেত্রে Spherical Equivalent হিসাব করতে হবে।

অযোগ্যতা ১। গ্রস নক নী (Gross Knock Knee), ফ্লাট ফুট (Flat Foot), কালার ব্লাইন্ড (Colour Blind) ও অতিরিক্ত ওজন (Over Weight), ভেরিকস ভেইন (Varicose vein)।
২। এ্যাজমা (Asthma), মৃগী (Epilepsy), হৃদরোগ (Heart Disease), বাত (Arthritis), বাতজ্বর (Rheumatic Fever), যক্ষা (Tuberculosis), পুরাতন আমাশয় (Chronic Dysentery), হেপাটাইটিস (Hepatitis), ডিওডেনাল আলসার (Duodenal Ulcer), রাতকানা (Night Blindness), যে কোন প্রকার ডায়াবেটিস (Diabetes), হেমোফাইলিয়া (Haemophilia), অতিমাত্রার এ্যালার্জি (Severe Allergy), শারীরিক অক্ষমতা (Physical Disability), মানসিক ও শারীরিক সমস্যা (Mental/Physical Problem), বয়স কম/বেশি (Over/Under Ages), অধিক মাত্রায় আঞ্চলিক ভাষার সমস্যা (Severe Local Accent), শৃঙ্খলাজনিত কারনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কার (Withdrawal from any School on Discipline Ground), বিছানায় প্রস্রাব করা ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত।
৩। এমসিএসকেতে ভর্তি ও যোগদানের পরবর্তী সময়ে উপরিউক্ত রোগসহ অন্য যেকোন অসুখ বা হাউজে থাকার ক্ষেত্রে যদি অনুপযুক্ত বিবেচিত হয় তবে উক্ত ক্যাডেটকে প্রতিষ্ঠান হতে ছাড়পত্র প্রদান করা হবে।
৪। লিখিত, মৌখিক, স্বাস্থ্যগত ও মনোস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার যে কোন একটিতে অকৃতকার্য হলে।
৫। স্বাস্থ্য পরীক্ষা পর্ষদ কর্তৃক চিহ্নিত অন্যান্য কারণ।

অনলাইনে ভর্তি আবেদনের শেষ সময়

০৭ জানুয়ারী ২০২৫ তারিখ রাত ১২.০০ ঘটিকা পর্যন্ত www.mcsk.edu.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

অনলাইনে আবেদন করার অত্যাবশ্যকীয় কাগজপত্র

১। পাসপোর্ট সাইজের ছবি (সাইজ-৩০০ ৩০০ পিক্সেল এবং সর্বোচ্চ ১০০ কিলোবাইট - JPEG)। ২। পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষর (সাইজ-৩০০ ১০০ পিক্সেল এবং সবোর্চ্চ ৭০ কিলোবাইট - JPEG)।
৩। জন্ম নিবন্ধন সনদপত্র (সর্বোচ্চ ৪০০ কিলোবাইট - JPEG)।
৪। প্রধান শিক্ষক কর্তৃক ৬ষ্ঠ অথবা সমমানের (যেকোনো মাধ্যম) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সাল এবং রোল নম্বর উল্লেখপূর্বক সনদপত্র। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত না হয়ে থাকলে প্রধান শিক্ষক কর্তৃক এই মর্মে সনদ প্রদান করতে হবে যে, '(নাম............... রোল নং......... অত্র স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণি/সমমানের বার্ষিক পরীক্ষায় (বাংলা/ইংরেজি) .... মাধ্যম/ভার্সন-এ অংশগ্রহণ করেছে এবং পরীক্ষায় কৃতকার্য হবে)' (সর্বোচ্চ ৪০০ কিলোবাইট - JPEG)।

ভর্তি পরীক্ষার ফি প্রদানের পদ্ধতি

অনলাইনে আবেদনকারীকে সকল মোবাইল ব্যাংকিং, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড এবং ওয়ালেটের মাধ্যমে **২৫০০ (দুই হাজার পাঁচশত)** টাকা ফি জমাদান নিশ্চিত করে অনলাইনের আবেদন ফরম নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হবে। আবেদনপত্র ফি ২৫০০/- সঠিকভাবে জমা দেওয়ার পরেই আবেদনটি গৃহীত হবে। সঠিকভাবে আবেদন ফি জমা না হলে আবেদন ফরম পূরণ ও প্রবেশপত্র প্রিন্ট করা যাবে না।

অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

প্রবেশপত্র সংগ্রহ

সফলভাবে আবেদন সম্পন্ন হওয়ার পর ০৭ জানুয়ারী ২০২৫ থেকে ১১ জানুয়ারী ২০২৫ পর্যন্ত প্রবেশপত্র প্রিন্ট/ডাউনলোড করতে পারবেন। **Tracking** এবং প্রদত্ত **Mobile Number** এর মাধ্যমে **Submit** বাটনে ক্লিক করে প্রবেশপত্র **(Admit Card)** প্রিন্ট/ডাউনলোড করতে পারবেন।

E-booth Outlet এর মাধ্যমে আবেদন

প্রার্থী এবং অভিভাবকবৃন্দের সুবিধার্থে অনলাইনে আবেদন ফর্ম পূরণের জন্য এমসিএসকের ১ নং গেটে একটি **"E- booth Outlet"** থাকবে। **"E- booth Outlet"** - এ আবেদন করা, ফি জমা দেয়া এবং প্রবেশপত্র প্রিন্টের ব্যবস্থা থাকবে। **"E- booth Outlet"** ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখ হতে ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিন (শুক্রবার ও সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত) সকাল ৮.৩০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ অনিবার্য কারণবশত উল্লিখিত লিখিত পরীক্ষার তারিখ পুনঃনির্ধারিত হলে, সকলকে SMS এবং Website এর মাধ্যমে অবগত করা হবে।

ভর্তি সংক্রান্ত যোগাযোগ ঃ ০১৭৬৯৫৬৪০৮০, ০১৭৬৯৫৬৪০৮১। যোগাযোগের নম্বর ১১ জানুয়ারী ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত (সরকারী ছুটির দিন ব্যতীত) সকাল ৮.৩০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত সচল থাকবে।

ইন্টারনেট সেবার মান | দেশের বহু জায়গায় ইন্টারনেট পৌঁছে গেলেও সেটির দাম এবং সেবার মান নিয়ে আছে নানা অভিযোগ।

স্বল্প সময়ে বাস্তবায়নযোগ্য যে উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে

তথ্যপ্রযুক্তি খাত

ডিজিটাল রূপান্তরকে মাথায় রেখে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা যেমন করা যায়, তেমনি আবার স্বল্প মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য কিছু পরিকল্পনাও আগ্রাধিকার ভিত্তিতে নেওয়া যেতে পারে। সেই ধরনের কিছু পরিকল্পনা নিয়ে লিখেছেন **বি এম মইনুল হোসেন**

সারা পৃথিবীর মতো বাংলাদেশেও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার প্রতিনিয়ত বেড়েই চলছে। সঙ্গে সঙ্গে চলছে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষাদীক্ষা থেকে শুরু করে দৈনন্দিন নানা কর্মকাণ্ডের ডিজিটাল রূপান্তর। দেশে এ মুহূর্তে রয়েছে প্রায় ৭ কোটি ৭৩ লাখ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী, ১৮ কোটি ৮৬ লাখ মোবাইল সংযোগ এবং ৫ কোটি ২৯ লাখ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারী। দেশের ৩৭ দশমিক ৭ ভাগ মানুষের কোনো না কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অ্যাকাউন্ট আছে। অপর দিকে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে মাত্র শূন্য দশমিক ৬ ভাগ মানুষ (ডেটা রিপোর্টাল, ২০২৪)।

এ পরিসংখ্যানে কিছুটা এদিক-সেদিক হলেও এটি নিশ্চিত যে আন্তর্জাতিক বা আন্তসীমানা লেনদেনের ক্ষেত্রে নাগরিকদের নির্ভর করতে হয় সময়সাপেক্ষ ব্যাংকিং চ্যানেল বা ব্যয়বহুল অন্য কোনো মাধ্যমের ওপর। ক্রেডিট কার্ডে লেনদেনের ক্ষেত্রেও আছে নানা শর্ত ও সীমাবদ্ধতা। কিন্তু বর্তমান পৃথিবীতে একটি ই-মেইল আদান-প্রদানের জন্য যে সময় প্রয়োজন, অর্থ আদান-প্রদানের ক্ষেত্রেও গ্রাহকেরা তার চেয়ে বেশি সময় ব্যয় করতে নারাজ। ফ্রিল্যান্সিং থেকে শুরু করে ক্রসবর্ডার ই-কমার্স, সব ক্ষেত্রেই এটি একটি বড় ধরনের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অন্যান্য দেশে এর সহজ সমাধান পেপ্যাল বা সমজাতীয় পরিষেবাগুলো। বিশ্বের দুই শর বেশি দেশে পেপ্যালের কার্যক্রম চালু থাকলেও বাংলাদেশে এখনো কার্যক্রম শুরু করেনি এই প্রতিষ্ঠানটি। তথ্যপ্রযুক্তি খাত-সংশ্লিষ্ট মানুষ বহু বছর ধরে এই পেপ্যালের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে আসছে। কিন্তু কোনো সমাধান হয়নি, পেপ্যাল বাংলাদেশে ব্যবসা শুরু করতে না পারার কারণও অস্পষ্ট। এ মুহূর্তে সরকারের পক্ষ থেকে ছোট একটি দল করে পেপ্যালের সঙ্গে আলোচনার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। ব্যবসা পরিচালনায় পেপ্যালের সমস্যাগুলো কী, সেটি নিরসনের উদ্যোগও নেওয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে কূটনৈতিক মাধ্যমও ব্যবহার করা যেতে পারে।

কোনো দেশে ১০ শতাংশ ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট বাড়লে জিডিপি বেড়ে যায় ১ দশমিক ৩৮ শতাংশ (বিশ্বব্যাংক) এবং গ্রামীণ এলাকায় ১০ শতাংশ ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট বাড়লে কৃষি খাতে উৎপাদন বেড়ে যায় ২ থেকে ৩ শতাংশ (আইটিইউ)। এদিকে ২০২৩ সালের শেষ নাগাদ অনলাইন শিক্ষার প্ল্যাটফর্ম কোর্সে রাতে সম্পৃক্ত হয়েছে ১৪ কোটির বেশি শিক্ষার্থী। ওদিকে ২০২৪ সালের মধ্যে বিশ্বে ই-কমার্স বাজার হবে ৬ দশমিক ৩ ট্রিলিয়ন ডলারের।

এই সব কার্যক্রমের মূল চালিকা শক্তি হলো উচ্চগতির ইন্টারনেট। দেশের বহু জায়গায় ইন্টারনেট পৌঁছে গেলেও সেটির দাম এবং সেবার মান নিয়ে আছে নানা অভিযোগ। ইন্টারনেটের মোবাইল প্যাকেজ নিয়েও আছে বিভিন্ন ধরনের আপত্তি। যেখানে মোবাইল ডিভাইসের মাধ্যমে সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করে থাকেন দেশের ৯৮ দশমিক ৫ শতাংশ ব্যবহারকারী (ডেটা রিপোর্টাল)। গতি ও দামের বিবেচনায় আমরা উন্নত দেশ তো দূরে থাক, দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশ থেকেও পিছিয়ে।

কীভাবে আমরা উচ্চগতির ইন্টারনেট দুর্গম জায়গায় নিয়ে যেতে পারি, সেটিকে কীভাবে আরও সহজলভ্য করে সাধারণ মানুষের ক্রয়সীমার ভেতরে নিয়ে আসতে পারি, সেটি নিয়ে কাজ করা যেতে পারে।

তৈরি পোশাক খাতের দিকে খেয়াল করলে দেখা যায়, সেখানে কয়েক লাখ মানুষ কাজ করছেন। তাঁরা উচ্চ ডিগ্রিধারী নন, কিন্তু হাতে-কলমে কাজটা শিখে দক্ষতা অর্জন করেছেন। আমাদের মতো জনবহুল দেশের জনসংখ্যাকে সেখানে কাজে লাগানো গেছে। তথ্যপ্রযুক্তি খাতের কোথাও যদি আমরা এই বিপুল জনসংখ্যাকে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নিতে পারি, তাহলে এই খাতেও তৈরি পোশাক খাতের মতো বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব। উচ্চদক্ষতা সম্পন্ন ২ জন যেমন অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারে, মধ্যম বা মোটামুটি দক্ষতার ২ জন না হোক, ২০ জনের তো অন্তত সেই অবদান রাখতে পারা উচিত। তথ্যপ্রযুক্তিতে অনেকসংখ্যক মানুষকে সম্পৃক্ত করার সেই খাত হতে পারে বিপিও (বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং) বা সেবা (সার্ভিস) খাত। এর মধ্যে গ্রাহকসেবা, প্রযুক্তিগত সহায়তা, টেলিমার্কেটিং, ছবি সম্পাদনা, হিসাবরক্ষণ, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ইত্যাদিসহ নানা কার্যক্রম রয়েছে, যেগুলো স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শুরু করা যায়।

আমাদের কারিগরি ও ভিত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে যদি আমরা এই ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য কার্যকরভাবে প্রস্তুত করতে পারি, তাহলে সারা দেশের লাখ লাখ শিক্ষার্থী এই কার্যক্রমে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে হয়তো এ ধরনের কার্যক্রমের পরিকল্পনা ইতিমধ্যে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেগুলো কতটুকু কার্যকর, সেই প্রশ্ন থেকেই যায়। সব মনোযোগ উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে না দিয়ে সরকারের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে মনোযোগ দিতে হবে এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে। স্বল্প সময়েই এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব।

● **ড. বি এম মইনুল হোসেন** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যপ্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ও পরিচালক

যদি নিজের বা পরিচিত কারোর প্রতিভার উপর থাকে অগাধ বিশ্বাস, তাহলে স্টেলার ওম্যান সিজন ২ জেতার সুযোগ লুফে নিন:

উদ্যোক্তা	ইন্টেরিয়র ও ল্যান্ডস্কেপিং আর্কিটেক্ট	মার্কেটিং প্রফেশনাল
৩১ অক্টোবর ২০২৪	৩০ নভেম্বর ২০২৪	৩১ ডিসেম্বর ২০২৪

ভিজিট করতে স্ক্যান করুন

A JOINT INITIATIVE BY
bti building technology & ideas ltd. since 1984 in pursuit of excellence... & The Daily Star

ছড়িয়ে দিন নিজের প্রেরণার দীপ্তি!

স্তন ক্যানসার প্রতিরোধে যা করতে হবে

ভালো থাকুন

অধ্যাপক ডা. মো. সেতাবুর রহমান
ব্রেস্ট, খাদ্যনালি ও কলোরেক্টাল সার্জন, সার্জিক্যাল অনকোলজি বিভাগ, ল্যাবএইড ক্যানসার স্পেশালিস্ট হাসপাতাল, ঢাকা

দেশে স্তন ক্যানসার বিষয়ে সচেতনতার অভাব রয়েছে। স্তন ক্যানসার সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণা এবং সামাজিক স্টিগ্মা, ট্যাবু ইত্যাদি দূর করে এর লক্ষণ, শনাক্তকরণ এবং চিকিৎসা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে হবে। সামাজিক রক্ষণশীলতার কারণে বাংলাদেশে নারী বা পুরুষ যে কেউই প্রকাশ্যে স্তনবিষয়ক কোনো আলোচনা করতে অস্বস্তি বোধ করে। একইভাবে নারীদের স্তনে কোনো পরিবর্তন বা প্রাথমিক লক্ষণ দেখা দিলেও তাঁরা তা গোপন রাখেন। ফলে অনেক দেরিতে রোগটি শনাক্ত হয়।

তাই স্তন ক্যানসারকে লজ্জা পাওয়া বা গোপন রোগ হিসেবে চিন্তা করার অবকাশ নেই। জীবনের দামে লজ্জার দাম পরিশোধ করা কোনোভাবেই সমীচীন নয়। স্তন ক্যানসার শনাক্তকরণে সমাজের সবাই সচেতন হলে স্তন ক্যানসার প্রাথমিক পর্যায়েই শনাক্ত করা সম্ভব। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, প্রাথমিক পর্যায়ে দ্রুত শনাক্ত করা গেলে এই রোগ ক্ষেত্রবিশেষে পুরোপুরি নিরাময়যোগ্য এবং এর মাধ্যমে স্তন ক্যানসারজনিত মৃত্যুহার কমিয়ে আনা সম্ভব।

স্তন ক্যানসার শনাক্তকরণে সমাজের সবাই সচেতন হলে স্তন ক্যানসার প্রাথমিক পর্যায়েই শনাক্ত করা সম্ভব।

শনাক্তকরণের উপায়

- স্তনের স্ব-পরীক্ষা : চিকিৎসকেরা ২০ বছর বয়স থেকে বাড়িতে বসে নিজেই নিজের স্তন পরীক্ষা করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এর মাধ্যমে স্তনে কোনো ধরনের অস্বাভাবিকতা বা পরিবর্তন থাকলে তা বোঝা যায়।
- চিকিৎসকের সাহায্য : একজন চিকিৎসক বা অন্য কোনো পেশাদার স্বাস্থ্যসেবীর মাধ্যমে স্তনের পরীক্ষা করানো উচিত। রক্তচাপ মাপার মতোই এই পরীক্ষাকে একটি রুটিন পরীক্ষায় পরিণত করা উচিত।
- ম্যামোগ্রাফি : ম্যামোগ্রাফি হলো স্তনের একধরনের কম মাত্রার এক্স-রে। ম্যামোগ্রাফি স্তন টিস্যুর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভর বা মাইক্রোক্যালসিফিকেশন পরীক্ষা করে স্তন ক্যানসারের প্রাথমিক শনাক্তকরণ নিশ্চিত করা হয়। ঝুঁকির মাত্রার ওপর নির্ভর করে ম্যামোগ্রামের সঙ্গে স্তনের এমআরআইও করা যেতে পারে।

রোডম্যাপ কেমন হওয়া উচিত

- ২৯ থেকে ৩৯ বছর বয়সী নারীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার অংশ হিসেবে পেশাদার স্বাস্থ্যকর্মীর কাছে প্রতি ১-৩ বছর অন্তর একটি ক্লিনিক্যাল স্তন পরীক্ষা করানো।
- ৪০ বছর বয়সের পর নারীদের প্রতিবছর একজন পেশাদার স্বাস্থ্যকর্মীর মাধ্যমে স্তন পরীক্ষা করানো।
- ২০ বছরের বেশি বয়সী নারীরা প্রতি মাসে একবার নিয়মিতভাবে স্তনের স্ব-পরীক্ষা (সেলফ ব্রেস্ট এক্সামিনেশন) করতে পারেন। এই পদ্ধতি কারও কাছে শিখে নিতে পারেন বা ইউটিউবে দেখে নিতে পারেন।
- ৪০ বছর বা তার বেশি বয়সী নারীদের প্রতিবছর একটি ম্যামোগ্রাম করা উচিত। যত দিন তাঁরা সুস্থ থাকেন, তত দিন এই রুটিন চালিয়ে যাওয়া উচিত। তবে স্তনের স্ব-পরীক্ষা করার সময় একজন স্বাস্থ্যকর্মীকে দিয়ে দেখিয়ে নেবেন, তাঁদের স্ব-পরীক্ষার কৌশল সঠিক কি না। স্তন ক্যানসারের জন্য উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা নারীদের প্রতিবছর একটি এমআরআই এবং ম্যামোগ্রাম করা উচিত।

» **আগামীকাল পড়ুন :**
অল্প বয়সে কি পারকিনসন্স হয়

৩০ সেকেন্ডে পরচুলায় বসালেন ৯৭টি ক্লিপ

বিচিত্র

প্রথম আলো ডেস্ক

মাত্র ৩০ সেকেন্ড সময়। এর মধ্যেই মাথায় একে একে ৯৭টি ক্লিপ পরালেন তিনি। আর তাতেই অনন্য একটি নজির গড়লেন। সবচেয়ে কম সময়ে এতগুলো ক্লিপ পরানোর বিশ্ব রেকর্ড করে ফেললেন।

গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের ওয়েবসাইটে এক খবরে বলা হয়, আফ্রিকার দেশ নাইজেরিয়ার নারী হেলেন ইউলিয়ামস গড়লেন এই রেকর্ড। দেশটির লাগোস শহরে পরচুলার ব্যবসা করেন তিনি। এ কাজে ভাগ্য বদলেছে তাঁর। একে একে চারটি বিশ্ব রেকর্ডের মালিক বনেছেন তিনি। সবই পরচুলা ঘিরে।

প্রথম বিশ্ব রেকর্ডটি হয় ২০২৩ সালের জুলাইয়ে। ওই সময় ৩৫১ দশমিক ২৮ মিটার বা ১ হাজার ১৫২ ফুট ৫ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের একটি পরচুলা বানান হেলেন। গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, এটা বিশ্বের বুকে হাতে বানানো সবচেয়ে লম্বা পরচুলা।

এরপর চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে হেলেন আরেকটি বড়সড় পরচুলা বানান। সেটি চওড়ায় ৩ দশমিক ৬৫ মিটার বা ১১ ফুট ১১ ইঞ্চি। এটা সবচেয়ে চওড়া পরচুলার স্বীকৃতি পায়।

এরপর আর বসে থাকেননি হেলেন। একটি পরচুলা পরা মাথায় মাত্র ৩০ সেকেন্ডে ৯৪টি চুলের ক্লিপ পরিয়ে নতুন আরেকটি বিশ্ব রেকর্ড গড়েন তিনি। গত জুলাইয়ে এর স্বীকৃতিও পান। আগস্টে সেই রেকর্ডও ভেঙে দেন হেলেন। এবার পরচুলা পরা মাথায় ৩০ সেকেন্ডে ক্লিপ পরান ৯৭টি।

লাগোসে হেলেন ও তাঁর দল প্রতিদিন প্রায়

নিজের বানানো উইগসহ হেলেন উইলিয়ামস।
ছবি : গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের সৌজন্যে

৫০টি পরচুলা বানান। তবে সবই যে রেকর্ড ভাঙা, তেমনটা নয়। তবে হেলেন বেশ পরিশ্রমী হিসেবে পরিচিত। সবচেয়ে লম্বা পরচুলা বানানোর সময় তিনি টানা ১১ দিন কাজ করেছিলেন।

জীবনের কঠিন সময় পাশে থাকা ও সমর্থন দেওয়ার জন্য পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের ধন্যবাদ জানান হেলেন। বিশ্বের সবচেয়ে বড় পরচুলা বানানোর প্রতিষ্ঠান গড়ার স্বপ্ন দেখেন তিনি। তবে সেটা দীর্ঘ মেয়াদে। স্বল্প মেয়াদে হেলেনের লক্ষ্য হলো বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু পরচুলা বানানো। আর সেই কাজে হয়তো তিনি আরেকটি বিশ্ব রেকর্ড গড়ে ফেলতে পারেন।

একটু থামুন

বাসার ভাই • লেখা : আদনান মুকিত, আঁকা : আরাফাত করিম

১৪৮৭

স্বাস্থ্যবটিকা • ব্রন স্মিথ

বুকে ব্যথা মানেই কি হৃদ্‌রোগ?

নিজেই কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না দয়া করে!

বুকে ব্যথা হলে প্রথমে হৃদ্‌রোগের কথাই মনে পড়ে। এই ভয় অমূলক নয়। প্রাপ্তবয়স্ক যে কারও বুকে ব্যথা হলে হৃদ্‌রোগ আছে কি না, নিশ্চিত হওয়া জরুরি। তবে বিশ্বজুড়ে যত মানুষ হৃদ্‌রোগজনিত বুকে ব্যথা নিয়ে চিকিৎসকের কাছে যায়, তার চার গুণ যায় অন্যান্য কারণে বুকে ব্যথার চিকিৎসা নিতে।

'স্বাস্থ্যবটিকা'র লক্ষ্য রোগনির্ণয় গোছের কিছু নয়

শব্দভেদ

১		২		৩		৪	৫
		৬	৭		৮		
	৯				১০	১১	
১২			১৩	১৪			
	১৫	১৬		১৭			
১৮		১৯					
২০				২১	২২		২৩
		২৪			২৫		

বাঁ থেকে ডানে
১. ছাঁকার উপকরণ। ৪. করতল।
৬. করঞ্জা ফল। ৯. অবরুদ্ধ। ১০. জিব।
১২. উষ্ণতা। ১৩. বিযুক্ত। ১৫. নতুন।
১৭. পরিবর্তন করা। ১৯. মমতা।
২০. পরীক্ষা। ২১. কবজিতে পরার অলংকার।
২৪. ঘোল। ২৫. ভাগী।

ওপর থেকে নিচে
১. কাঠামো। ২. কাছাকাছি। ৩. বাসস্থান।
৫. গড়িমসি। ৭. জমির পরিমাণ।
৮. ৪ সংখ্যা বা সংখ্যক। ৯. নিজ, আত্মীয়।
১১. কথোপকথন। ১৪. প্রতিপত্তি।
১৬. বিশ্রী। ১৮. সময় কাটানো।
২২. শব। ২৩. শুঁয়া।

গত সমস্যার সমাধান

ভূ	র্জ		রো	জ		দি	ঠি
মি		আ		বা	দ	ন	
সা	ড়া	শ	ব্দ		খ		বাঁ
ৎ		ঙ্কি		দি	ল	খু	শ
	হ	ত	বা	ক		শ	
ক্লা	ন্ত		নী		কো	কি	ল
	দ	ফা		ঝো	প		হ
ক্ষা	ন্ত		ঝি	ল		জা	মা

রিপলি'স বিলিভ ইট অর নট! • জন গ্র্যাজিয়ানো

কথা অমৃত

শিশুরা আমাদের যে কারও থেকে বেশি স্মার্ট। কীভাবে জানলাম? আমি একটা শিশুকেও দেখিনি, যার পূর্ণকালীন চাকরি আছে, আবার শিশুসন্তানও আছে।

বিল হিকস
মার্কিন কমেডিয়ান (১৯৬১-১৯৯৪)

সুডোকু

	2	8						
				2		7	5	
6	5				8		3	
9			8				2	
		2		3		4		
	4				9			3
	1		7				4	5
	8	6		5				
						1	9	

সমাধানের নিয়ম : এমনভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে, যেন প্রতিটি সারি ও প্রতিটি কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে এবং প্রতিটি ৩x৩ বাক্সেও যেন ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

গত সমস্যার সমাধান

4	7	1	3	9	8	6	2	5
2	6	9	1	5	4	8	7	3
8	3	5	7	2	6	1	9	4
3	2	6	5	7	1	4	8	9
7	5	8	4	6	9	2	3	1
1	9	4	8	3	2	7	5	6
5	8	2	6	1	3	9	4	7
6	4	3	9	8	7	5	1	2
9	1	7	2	4	5	3	6	8

কৌতুক

বিল্টু বলল, 'মা, আমার জন্মদিনে ইতিহাস স্যারকেও দাওয়াত কোরো।' মা বললেন, 'ইতিহাস স্যার কি তোর খুব প্রিয়?' বিল্টু বলল, 'না, আমার জন্মদিনটা স্যারকে জানানো দরকার। উনি প্রতিদিন আমার জন্মের আগে কী কী ঘটেছিল, এসব প্রশ্ন করেন!' ছেলের কথায় ইতিহাস স্যারকে দাওয়াত দিলেন মা। দাওয়াত পেয়ে ইতিহাস স্যার এলেনও। খাওয়াদাওয়া শেষে বিল্টুর বাবা স্যারকে বললেন, 'তা আমাদের বিল্টু ইতিহাসে কেমন করছে? আমি আবার ইতিহাসে খুব কাঁচা ছিলাম।' ইতিহাস স্যার হেসে বললেন, 'তাহলে ওই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে!'

পিনাটস • চার্লস শুলজ

উচ্ছেদ অভিযান | ঢাকার নবাবগঞ্জে ঢাকা-নবাবগঞ্জ সড়কের দুই পাশে গড়ে ওঠা ফুটপাত উচ্ছেদ করেছে উপজেলা প্রশাসন। প্রতিনিধি, নবাবগঞ্জ, ঢাকা

সংক্ষেপে

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

স্থায়ীভাবে চাকরিচ্যুত করার দাবিতে বিক্ষোভ

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে প্রথম শহীদ আবু সাঈদকে সন্ত্রাসী অ্যাখ্যা দেওয়ায় ম্যাজিস্ট্রেট তাপসী তাবাসসুমকে (উর্মি) স্থায়ীভাবে চাকরিচ্যুত ও শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। গতকাল সোমবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন প্রশাসনিক ভবনের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন শিক্ষার্থীরা। মিছিলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে কলা ও মানবিকী অনুষদ ভবনের সামনে গিয়ে শেষ হয়। এরপর সেখান সমাবেশ করেন তাঁরা। বক্তারা বলেন, অভিযুক্ত ম্যাজিস্ট্রেট তাপসী তাবাসসুমের এমন মন্তব্য স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে শহীদদের জন্য চরম অবমাননাকর। এ ছাড়া তাপসী তাবাসসুমকে স্থায়ীভাবে চাকরিচ্যুত করার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় আইনে যথাযথ শাস্তির দাবি জানান তাঁরা। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দাবি মানা না হলে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধের ঘোষণাও দেন বক্তারা।
প্রতিনিধি, *জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়*

পাট রপ্তানির জন্য এই পাট নিয়ে যাওয়া হবে চট্টগ্রাম বন্দরে। ১৮০ কেজি ওজনের পাটের এই বেল্টগুলো ট্রলার থেকে ট্রাকে তুলছেন শ্রমিকেরা। গতকাল নারায়ণগঞ্জের ৫ নম্বর ঘাট এলাকায়। ছবি : প্রথম আলো

দুই পক্ষের সংঘর্ষে দুই নেতা গুলিবিদ্ধসহ আহত ৩

গাজীপুর মহানগর বিএনপি

গুলিবিদ্ধ হয়েছেন মহানগর যুবদলের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক শফিকুল ইসলাম ও ২৭ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির উপদেষ্টা সাবেদ তালুকদার।

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

গাজীপুর জেলা শহরের কৃপাময়ী কেন্দ্রীয় কালীমন্দিরে আলোচনা সভা ও উপহার বিতরণী অনুষ্ঠানে গতকাল সোমবার দুপুরে বিএনপির দুই পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, সংঘর্ষ ও গুলির ঘটনা ঘটেছে। এতে বিএনপির দুই নেতা গুলিবিদ্ধসহ তিনজন আহত হয়েছেন।

গুলিবিদ্ধ হয়েছেন মহানগর যুবদলের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম এবং ২৭ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির উপদেষ্টা সাবেদ তালুকদার। তাঁদের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ছাড়া চাপাতির কোপে গুরুতর আহত হয়েছেন যুবদল নেতা অলিউল্লাহ তুহিন। তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

বিএনপির কয়েকজন নেতা-কর্মী বলেন, দুর্গাপূজা উপলক্ষে গাজীপুর মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এম মঞ্জুরুল করিম ওরফে রনির পক্ষ থেকে ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মঞ্জুরুল করিম বর্তমানে দেশের বাইরে থাকায় তাঁর অনুপস্থিতিতে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহানগর সদর থানার সভাপতি মেহেদী হাসান, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, বিএনপি নেতা জি এস সুরুজ আহমেদ, সিটির ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর ও মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক হান্নান মিয়া এবং মহানগর কালীমন্দিরের সদস্যসচিব বাপ্পি দে। বেলা সোয়া একটার দিকে অনুষ্ঠান শেষ হলে অতিথিরা চলে যান।

পরে কালীমন্দিরের বাইরে রেলক্রসিং এলাকায় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী নেতা-কর্মীদের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার ও পূর্বশত্রুতার জেরে বাগ্‌বিতণ্ডা সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে মন্দিরের সামনে সদর থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুলের অনুসারী যুবদল নেতা অলিউল্লাহ তুহিনের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন মহানগর বিএনপির নেতা মোফাজ্জল হোসেনের অনুসারী স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা খন্দকার রুবেল ও রাজু সাহা। এ সময় দুই পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, সংঘর্ষ ও গুলির ঘটনা ঘটে। এতে চাপাতির কোপে আহত হন অলিউল্লাহ তুহিন এবং গুলিবিদ্ধ হন শফিকুল ইসলাম ও সাবেদ তালুকদার।

এ ব্যাপারে সাইফুল ইসলাম বলেন, 'আমরা চলে যাওয়ার পর কিছু হয়েছে। সেটা আমার জানা নেই। পরে সংঘর্ষের কথা শুনেছি।' তবে মহানগর বিএনপির নেতা মোফাজ্জল হোসেন বলেন, সংঘর্ষের বিষয়ে তাঁর জানা নেই।

ঘোষণা

বিদ্রোহে-বিপ্লবে

ছাত্র-জনতার অভূতপূর্ব অভ্যুত্থানে গর্জে উঠেছিল বাংলাদেশ। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল নারায়ণগঞ্জেও। এই জেলার অভ্যুত্থানের বিভিন্ন দিক নিয়ে কাল প্রকাশিত হচ্ছে ৪ পৃষ্ঠার বিশেষ ক্রোড়পত্র।

সমুদ্রপথে হজযাত্রী পাঠানোর প্রস্তাবে সৌদি সরকারের সম্মতি

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাংলাদেশ থেকে সমুদ্রপথে হজযাত্রী পাঠানোর প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছে সৌদি সরকার। গত রোববার জেদ্দায় বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের ধর্ম উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেনের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে সৌদি হজ ও ওমরাহবিষয়ক মন্ত্রী তাওফিক ফাউযান আল রাবিয়া এ সম্মতির কথা জানান। গতকাল সোমবার ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই কথা জানানো হয়।

আগামী হজ মৌসুমে পরীক্ষামূলকভাবে জাহাজে করে দুই-তিন হাজার হজযাত্রী পাঠানোর ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকার চিন্তাভাবনা করছে।

সমুদ্রপথে হজযাত্রী পাঠানোর প্রস্তাবে সৌদি হজ ও ওমরাহবিষয়ক মন্ত্রী জানায়, সমুদ্রপথে বাংলাদেশ থেকে হজযাত্রী পাঠানোর বিষয়ে সৌদি সরকারের কোনো আপত্তি নেই। তবে বন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন আছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারকেও জাহাজ কোম্পানির সঙ্গে আলোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সৌদি হজ ও ওমরাহবিষয়ক মন্ত্রী হজযাত্রীদের জন্য বায়োমেট্রিক পদ্ধতিকে আপগ্রেড করার ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেন। হজ এজেন্সির মালিক অথবা তাঁদের প্রতিনিধির অনুকূলে মুনাজ্জেম (মাল্টিপল) ভিসা ইস্যুর ব্যাপারেও ধর্ম উপদেষ্টাকে তিনি আশ্বস্ত করেন।

সিন্দুকে বৃদ্ধার লাশ, ছেলের বউসহ দুজন গ্রেপ্তার

মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর

ছেলের বউ রুনা পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়েছেন, এমন অভিযোগ নিয়ে শাশুড়ির সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়া হতো রুনার।

প্রতিনিধি, *মানিকগঞ্জ*

মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর পৌর এলাকায় হায়াতুন নেছা (৬২) নামের এক নারীর লাশ পাওয়া গেছে সিন্দুকে। গত রোববার রাতে সিঙ্গাইর পৌর এলাকার নয়াডাঙ্গী গ্রামের একটি বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় জড়িত অভিযোগে করা মামলায় নিহত নারীর ছেলের বউ ও বেয়াইনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

নিহত হায়াতুন নেছা নয়াডাঙ্গী গ্রামের মাহমুদ কাজীর স্ত্রী। গ্রেপ্তার দুই নারী হলেন নয়াডাঙ্গী গ্রামের সৌদি আরবপ্রবাসী আবদুল খালেকের স্ত্রী রুনা আক্তার (২৮) ও রুনার মা রেণুকা বেগম (৫০)।

সিঙ্গাইর থানা-পুলিশ, নিহত ব্যক্তির স্বজন ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, হায়াতুনের ছেলে খালেক সৌদি আরবে থাকেন। গ্রামের বাড়িতে তাঁর মা ও স্ত্রী থাকেন। ছেলের বউ রুনা পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়েছেন, এমন অভিযোগ নিয়ে শাশুড়ির সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়া হতো রুনার। এ নিয়ে গত শনিবার সন্ধ্যায় বউ ও শাশুড়ির ঝগড়া হয়। গত রোববার সকালে রুনা বাড়ি থেকে চলে যান। পরে সন্ধ্যার দিকে মা রেণুকা বেগমকে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে আসেন রুনা।

হায়াতুন নেছার কোনো খোঁজ না পাওয়ায় রুনাকে দেখে আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীরা তাঁর সম্পর্কে জানতে চান। একপর্যায়ে রুনা বলেন, ঘরের ভেতরের স্টিলের সিন্দুকে তাঁর শাশুড়ির লাশ আছে। পরে সিন্দুকের তালা ভেঙে লাশ দেখতে পান প্রতিবেশীরা। এ সময় রুনা ও তাঁর মাকে আটক করেন এলাকাবাসী। রাত আটটার দিকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ। আটক দুজনকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেন এলাকাবাসী।

এ ঘটনায় গতকাল সোমবার সকালে নিহত হায়াতুন নেছার এক স্বজন বাদী হয়ে রুনা ও তাঁর মাসহ তিনজনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতনামা কয়েকজনকে আসামি করে থানায় হত্যা মামলা করেন। ওই মামলায় তাঁদের দুজনকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

সিঙ্গাইর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. মোশারফ হোসেন বলেন, 'পরকীয়া সম্পর্কে' বাধা দেওয়ায় ছেলের বউ তাঁর শাশুড়িকে শ্বাসরোধে হত্যার পর লাশ সিন্দুকে রেখে দেন বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে। নিহত নারীর লাশ ময়নাতদন্তের জন্য কর্নেল মালেক মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে। গতকাল দুপুরে গ্রেপ্তার দুই আসামিকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

কেরানীগঞ্জে সড়কের পাশে গ্যাস সিলিন্ডার না রাখার দাবি

প্রতিনিধি, *কেরানীগঞ্জ, ঢাকা*

ঢাকার কেরানীগঞ্জে নবকলি পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় সড়কের পাশে রাখা ঘরোয়া হোটেলের গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে নিহত তিনজনের রুহের মাগফিরাত কামনা এবং কেরানীগঞ্জে সড়কের পাশে খাবারের দোকানের গ্যাস সিলিন্ডার ও গ্যাসের চুলা না রাখার দাবিতে মানববন্ধন করেছেন এলাকাবাসী।

গতকাল সোমবার দুপুরে কেরানীগঞ্জের রামেরকান্দা বোর্ডিং মার্কেট এলাকায় এ মানববন্ধন হয়। এতে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ শতাধিক এলাকাবাসী অংশ নেন।

মানববন্ধনে সালাম হোসেন বলেন, সড়কের পাশে গ্যাস সিলিন্ডার রাখার কারণে বিস্ফোরণ ঘটে অকালে তিনটি প্রাণ চলে গেল। কোনো কিছুর বিনিময়ে এই প্রাণগুলো আর ফিরে আসবে না। তিনি আরও বলেন, খাবার দোকানের কর্তৃপক্ষ সড়কের পাশে গ্যাসের চুলা, গ্যাস সিলিন্ডার রেখে খাবার তৈরি করে। এতে জনসাধারণের চলাচল করতে অসুবিধা হয়। তবে এ ব্যাপারে তারা উদাসীন। শিগগিরই তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

নারায়ণগঞ্জে আগুনে পুড়ল ৪০টি দোকান

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

নারায়ণগঞ্জ শহরের কালীরবাজারে মসলাপট্টি পাইকারি মার্কেটে আগুনে ছোট-বড় ৪০টি দোকান পুড়ে গেছে। আগুনের খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট সাড়ে তিন ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

আগুন নেভাতে গিয়ে ফায়ার সার্ভিসের এক কর্মীসহ পাঁচজন আহত হয়েছেন। গত রোববার রাত সাড়ে ১০টার দিকে আগুন লাগলে দিবাগত রাত দেড়টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

এদিকে আগুন লাগার কারণে কালীরবাজারে দোকানপাট বন্ধ রেখেছেন ব্যবসায়ীরা।

INDEPENDENT UNIVERSITY, BANGLADESH (IUB)
VACANCY ANNOUNCEMENT

Senior Office Manager
School of Law

Application Deadline
Monday, October 21, 2024

For detailed information and to apply, please visit: http://iub.ac.bd/news-and-events/jobs-at-iub or scan the QR code

mgi — Meghna Group of Industries
WE ARE HIRING

PRIVATE SECRETARY
to the Chairman & Managing Director (CMD)

Job Responsibilities
Manage and coordinate schedules | File management and documentation | Meeting arrangement and minutes preparation | Travel arrangements | Maintain confidential records | Communication with internal and external stakeholders | Event management | Logistics support | Prepare reports/presentation

Requirements
Master's degree in any discipline | 10 years' experience in a similar role | Proficient in both English and Bangla | Strong command in MS Office and Modern Office Equipment

Salary and Benefits
Negotiable

Application Instructions
Candidates are requested to send their updated resume, along with a photograph to Human Resources Department, Meghna Group of Industries, Head Office, Fresh Villa, House No-15, Road No-34, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh or E-mail: career@mgi.org, by October 25, 2024.
www.mgi.org

সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস মহাপরিদপ্তর
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা সেনানিবাস

জরুরি দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

১। সশস্ত্র বাহিনীর জন্য দেশীয় মুদ্রায় ছকে উল্লেখিত ঔষধসমূহ ক্রয়ার্থে প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তরের তালিকাভুক্ত ব্যবসায়ী/প্রস্তুতকারী/আমদানীকারক/ইন্ডেন্টিং প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে সীল মোহরকৃত খামে দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে।

২। দরপত্রের সিডিউল নিম্নের ছকে উল্লেখিত তারিখ ও সময় মোতাবেক সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস মহাপরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস থেকে নগদ মূল্যে (অফেরৎযোগ্য) সংগ্রহ করা যাবে এবং সীল মোহরযুক্ত খামে অত্র মহাপরিদপ্তরে রক্ষিত টেন্ডার বক্সে আগামী ২৩ অক্টোবর ২০২৪ তারিখের মধ্যে যে কোন কার্যদিবসে ০৯০০ হতে ১২০০ ঘটিকা পর্যন্ত দাখিল করা যাবে। ২৩ অক্টোবর ২০২৪ তারিখ বেলা ১৩০০ ঘটিকায় দরদাতাদের উপস্থিতিতে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) দাখিলকৃত দরপত্রসমূহ উম্মুক্ত করা হবে।

ক্রমিক নং	দ্রব্যের বিবরণ	দরপত্র বিক্রয়ের তারিখ		দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র নম্বর
		হইতে	পর্যন্ত		
ক।	মেডিসিন	০৯-১০-২০২৪	২৩-১০-২০২৪ ১২০০ ঘটিকা	২৩-১০-২০২৪ ১৩০০ ঘটিকা	56/2024-2025/ Corres/Open

৩। দরপত্রের সাথে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/নথিপত্র সংযুক্ত করতে হবে ঃ
ক। প্রিন্সিপাল এর নিকট থেকে স্থানীয় এজেন্সি সনদপত্র।
খ। প্রস্তুতকারক কোম্পানির নাম ও দেশ।
গ। দরপত্রের সাথে আইটেমের নমুনা/ক্যাটালগ।
ঘ। বাংলাদেশ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদানকৃত রেজিস্ট্রেশন নম্বর/এমএ নম্বর/অনাপত্তি সনদ (NOC) এর কপি।
ঙ। দরপত্রের হার্ড কপির সাথে MS Word এ প্রস্তুতকৃত সফট কপির পেন ড্রাইভ।
চ। দরপত্র ক্রয় রশিদ।

৪। কার্যাদেশ প্রাপ্তির ২৮ (আঠাশ) দিনের মধ্যে আইটেম সমূহ রেডি ষ্টক হতে সরবরাহ করতে হবে।

৫। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো ছাড়াই যে কোন দরপত্র বাতিল করার ক্ষমতা রাখেন।

তারিখ ঃ________ অক্টোবর ২০২৪

আই এস পি আর/বিবিধ /২০২৪/৪২৩
৭/১০/২৪

লেফটেন্যান্ট কর্নেল
সহ-মহাপরিচালক (স্টোরস)
সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস মহাপরিদপ্তর
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
প্লট নং#২৩-২৬, রোড নং#৪৬, গুলশান-২, ঢাকা
www.dncc.gov.bd

নং-৪৬.১০.০০০০.০০৪.১২.০৮৫.২০-৪২৩

তারিখ: ২১ আশ্বিন ১৪৩১ / ০৬ অক্টোবর ২০২৪

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

স্থানীয় সরকার বিভাগের বিগত ০৩ জুন ২০২৪ খ্রিঃ তারিখের ৪৬.১০.০০০০.০৭০.১১.০০২.২১-৫৮০ নম্বর স্মারকমূলে প্রাপ্ত ছাড়পত্র অনুযায়ী ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্মচারী চাকরি বিধিমালা, ২০১৯ অনুসারে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত নিম্নবর্ণিত শূন্য পদে ২০১৫ সালের জাতীয় বেতন স্কেলে সরাসরি নিয়োগের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত পদের জন্য বর্ণিত শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স ও শর্তাবলী অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রকৃত নাগরিকদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে :

ক্রম	পদের নাম	পদের সংখ্যা	বয়সসীমা	বেতন স্কেল (২০১৫)	নিয়োগ যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫	৬
১.	ব্যক্তিগত সহকারী (Personal Assistant)	০৮ (আট)টি	৩০ বৎসর	১১০০০-২৬৫৯০/- (১৩ গ্রেড)	(ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; এবং (খ) মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে বাংলা ২০ (বিশ) শব্দ এবং ইংরেজিতে ২০ (বিশ) শব্দের গতিসহ কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা।
২.	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (Office Assistant Cum Computer Typist)	১০০ (একশত) টি	৩০ বৎসর	৯৩০০-২২৪৯০/- (১৬ গ্রেড)	(ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে বাংলা ২০ (বিশ) শব্দ এবং ইংরেজিতে ২০ (বিশ) শব্দের গতিসহ কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা।
৩.	হিসাব সহকারী (Accounts Assistant)	৫০ (পঞ্চাশ) টি	৩০ বৎসর	৯৩০০-২২৪৯০/- (১৬ গ্রেড)	(ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে বাণিজ্য বিভাগে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের সিজিপিএতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার পরিচালনায় দক্ষতা।

আবেদন ফরম পূরণ এবং পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে :

১. ৩১/১০/২০২৪খ্রিঃ তারিখে প্রার্থীর বয়সসীমা ছকে উল্লিখিত বয়সসীমার মধ্যে থাকতে হবে। তবে মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যা এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা অনূর্ধ ৩২ বছর হতে হবে। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয়।

২. সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রার্থীকে অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে আবেদন করতে হবে। মূল অনুমতিপত্র মৌখিক পরীক্ষার সময় প্রদর্শন করতে হবে।

৩. অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও শর্তাবলী:
ক. পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি http://dncc.teletalk.com.bd এই ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন। আবেদনের সময়সীমা নিম্নরূপ:
(i) Online- এ আবেদনপত্র পূরণ ও আবেদন ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময় ১০/১০/২০২৪খ্রিঃ, সকাল ১০.০০ টা।
(ii) Online- এ আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ৩১/১০/২০২৪খ্রিঃ, বিকাল ৫.০০টা।
উক্ত সময়সীমার মধ্যে User ID প্রাপ্ত প্রার্থীগণ Online- এ আবেদনপত্র Submit- এর সময় থেকে পরবর্তী ৭২ (বাহাত্তর) ঘন্টার মধ্যে এসএমএস এ পরীক্ষার ফি জমা দিতে পারবেন।
খ. Online আবেদনপত্রে প্রার্থী তার স্বাক্ষর (দৈর্ঘ্য ৩০০ × প্রস্থ ৮০ Pixel) ও রঙিন ছবি (দৈর্ঘ্য ৩০০ × প্রস্থ ৩০০ Pixel) স্ক্যান করে নির্ধারিত স্থানে Upload করবেন।
গ. Online আবেদনপত্রে পূরণকৃত তথ্যই যেহেতু পরবর্তী সকল কার্যক্রমে ব্যবহৃত হবে, সেহেতু Online- এ আবেদনপত্র Submit করার পূর্বেই পূরণকৃত সকল তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে প্রার্থী নিজে শতভাগ নিশ্চিত হবেন।
ঘ. প্রার্থী Online- এ পূরণকৃত আবেদনপত্রের একটি রঙিন প্রিন্টকপি পরীক্ষা সংক্রান্ত যে কোন প্রয়োজনে সহায়ক হিসেবে সংরক্ষণ করবেন।
ঙ. SMS প্রেরণের নিয়মাবলী ও পরীক্ষার ফি প্রদান: Online- এ আবেদনপত্র (Application Form) যথাযথভাবে পূরণ করে নির্দেশনা মতে ছবি এবং স্বাক্ষর upload করে আবেদন পত্র Submit করা সম্পন্ন হলে কম্পিউটারে ছবিসহ Application Preview দেখা যাবে। নির্ভুলভাবে আবেদনপত্র Submit করা প্রার্থী User ID, ছবি এবং স্বাক্ষরযুক্ত একটি Applicant's Copy পাবেন। উক্ত Applicant's Copy প্রার্থী download পূর্বক রঙিন প্রিন্ট করে সংরক্ষণ করবেন। Applicant's কপিতে User ID নম্বর লেখা থাকবে এবং User ID নম্বর ব্যবহার করে প্রার্থী নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যেকোন Teletalk Pre-Paid Mobile নম্বরের মাধ্যমে ০২ (দুই)টি SMS করে বিজ্ঞপ্তির ২ নং কলামের ১ হতে ৩ নং পদের জন্য পরীক্ষার ফি বাবদ ২০০/- (দুইশত) টাকা এবং সার্ভিস চার্জ ২৩/- (তেইশ) টাকা (ভ্যাটসহ) মোট ২২৩/- (দুইশত তেইশ) টাকা অনধিক ৭২ (বাহাত্তর) ঘন্টার মধ্যে জমা দিবেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, "Online- এ আবেদনপত্রের সকল অংশ পূরণ করে Submit করা হলেও পরীক্ষার ফি জমা না দেওয়া পর্যন্ত Online আবেদনপত্র কোন অবস্থাতেই গৃহীত হবে না"।
প্রথম SMS: DNCC<space>User ID লিখে Send করতে হবে 16222 নম্বরে।
Example: DNCC< space>ABCDEF
Reply: Applicant's Name, Tk- 223 Will be charged as application fee. Your pin is 12345678. To pay fee Type DNCC<space>yes<space> pin and send to 16222.
দ্বিতীয় SMS: DNCC <space>yes<space>PIN লিখে Send করতে হবে 16222 নম্বরে।
Example: DNCC YES 12345678
Reply: Congratulations Applicant's Name, Payment Completed Successfully for DNCC Application for post......................User ID is (ABCDEF) and password (XXXXXXXX).
চ. প্রবেশপত্র প্রাপ্তির বিষয়টি http://dncc.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে এবং প্রার্থীর মোবাইল ফোনে SMS এর মাধ্যমে (শুধুমাত্র যোগ্য প্রার্থীদেরকে) যথাসময়ে জানানো হবে। Online আবেদনপত্রে প্রার্থীর প্রদত্ত মোবাইল ফোনে পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় যোগাযোগ সম্পন্ন করা হবে বিধায় উক্ত নম্বরটি সার্বক্ষণিক সচল রাখা, SMS পড়া এবং প্রাপ্ত নির্দেশনা তাৎক্ষণিকভাবে অনুসরণ করা বাঞ্চনীয়।
ছ. SMS- এ প্রেরিত User ID এবং Password ব্যবহার করে পরবর্তীতে রোল নম্বর, পদের নাম, ছবি, পরীক্ষার তারিখ, সময় ও স্থানের/কেন্দ্রের নাম ইত্যাদি তথ্য সম্বলিত প্রবেশপত্র প্রার্থী Download পূর্বক রঙিন প্রিন্ট করে নিবেন। প্রার্থী প্রবেশপত্রটি লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সময়ে এবং উত্তীর্ণ হলে মৌখিক পরীক্ষার সময়ে অবশ্যই প্রদর্শন করবেন;
জ. শুধুমাত্র টেলিটক প্রি-পেইড মোবাইল ফোন থেকে প্রার্থীগণ নিম্নবর্ণিত SMS পদ্ধতি অনুসরণ করে নিজ নিজ User ID এবং Password পুনরুদ্ধার করতে পারবেন।
(i) User ID জানা থাকলে DNCC <space>Help<space>User<space>User ID and Send to 16222.
Example: DNCC Help User ABCDEF & send to 16222
(ii) Pin Number জানা থাকলে DNCC <space> Help <space> PIN <space> PIN No & Send to 16222.
Example: DNCC Help PIN 12345678 & send to 16222
ঝ. Online-এ আবেদন করতে কোন সমস্যা হলে Teletalk নম্বর থেকে ১২১ নম্বরে অথবা vas.query@teletalk.com.bd ই-মেইলে যোগাযোগ করা যাবে।

৪. প্রার্থীর যোগ্যতা যাচাই:
(ক) প্রার্থী কর্তৃক প্রদত্ত কোন তথ্য বা দাখিলকৃত কাগজপত্র জাল, মিথ্যা বা ভুয়া প্রমাণিত হলে কিংবা পরীক্ষায় নকল বা অসদুপায় অবলম্বন করলে বা বিজ্ঞপ্তিতে চাওয়া যোগ্যতার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোন তথ্য প্রদান করলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর প্রার্থীতা নিয়োগের যেকোনো পর্যায়ে বাতিল করা হবে এবং তার বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ভুল তথ্য/জাল কাগজপত্র প্রদর্শিত হলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যেকোন প্রার্থীর প্রার্থীতা বাতিল করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন। মৌখিক পরীক্ষার সময় নিম্নবর্ণিত (ক্রমিক নং ১-৬) পর্যন্ত কাগজপত্রের মূলকপি প্রদর্শনপূর্বক প্রতিটির ০১টি করে সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করতে হবে।
১. প্রার্থীর সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র।
২. প্রার্থী যে ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন এর বাসিন্দা সে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/পৌরসভার মেয়র/কাউন্সিলর/সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/কাউন্সিলর কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিকত্বের সনদপত্র।
৩. কোটা দাবির সমর্থনে প্রার্থীকে যথাযথ কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত সনদ/প্রমাণপত্র।
৪. ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/পৌরসভার মেয়র/কাউন্সিলর/সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/কাউন্সিলর অথবা প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা প্রদত্ত চারিত্রিক সনদপত্র।
৫. জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত অনুলিপি।
৬. Online- এ পূরণকৃত ছবিসহ আবেদনপত্রের কপি (Applicant's copy)

৫. পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ডিএনসিসি'র ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
৬. নিয়োগ পরীক্ষা সংক্রান্ত যেকোন বিষয়ে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
৭. নিয়োগে সরকারের সর্বশেষ বিধি-বিধান ও কোটা নীতি অনুসরণ করা হবে এবং পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানে কোন সংশোধন হলে তা অনুসরণ করা হবে।
৮. কর্তৃপক্ষ পদের সংখ্যা হ্রাস/বৃদ্ধি/বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করেন। নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
৯. আবেদনকারীকে পরীক্ষার ফি বাবদ বিজ্ঞপ্তির ২ নং কলামের ১ হতে ৩ নং পদের জন্য পরীক্ষার ফি ও সার্ভিস চার্জ (ভ্যাটসহ) বাবদ মোট ২২৩/- (দুইশত তেইশ) টাকা Teletalk pre-paid mobile ব্যবহার করে প্রদান করতে হবে।
১০. লিখিত/মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কোন প্রকার টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না।
১১. উপরে উল্লেখ করা হয়নি এমন ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে।

০৬/১০/২৪
মোহাম্মদ মাসুদ আলম ছিদ্দিক
সচিব (যুগ্মসচিব)
ফোন-৮৮৩৪৯৩০
secretary@dncc.gov.bd

সেপ্টেম্বরে সড়ক দুর্ঘটনা ৩৯২ | রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের তথ্যমতে, দেশে এ বছরের সেপ্টেম্বরে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে ৩৯২টি, নিহত ৪২৬ জন। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সংক্ষেপে

ঢাকা

জ্বালানি ও সেতু বিভাগে নতুন সচিব

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং সেতু বিভাগে নতুন সচিব নিয়োগ দিয়েছে সরকার। এ ছাড়া জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের বর্তমান সচিব মো. নুরুল আলমকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা হয়েছে। গতকাল সোমবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে পৃথক প্রজ্ঞাপনে এসব সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নতুন সচিব নিয়োগ পেয়েছেন জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান হিসেবে বদলির আদেশ হওয়া অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। তাঁকে সচিব পদে পদোন্নতি দিয়ে এ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. ফাহিমুল ইসলামকে সচিব পদে পদোন্নতি দিয়ে সেতু বিভাগের সচিব পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দুদক

আনিসুল হকের দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধান শুরু

সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধান শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গতকাল সোমবার তাঁর বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু হয়। দুদকের উপপরিচালক আকতারুল ইসলাম বলেন, আনিসুল হক মন্ত্রী থাকাকালে ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিপুল পরিমাণ অবৈধ সম্পদ অর্জন করেছেন। তিনি নিজ নামে কসবা, ত্রিশাল ও পূর্বাচলে ৬ দশমিক ৮০ একর জমি কিনেছেন। তাঁর সিটিজেন ব্যাংক ও এক্সিম ব্যাংকে ৪০ কোটি ১০ লাখ টাকার শেয়ার আছে। এ ছাড়া সঞ্চয়পত্র, বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে তাঁর মোট জমা ও বিনিয়োগের পরিমাণ ২৩ কোটি ২৬ লাখ ৭৯ হাজার ৮৮৪ টাকা।
নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

মসজিদুল আকসা রক্ষায় ঢাকায় আলোচনা অনুষ্ঠান

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

ইসরায়েলি হামলায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত ফিলিস্তিনের বায়তুল মোকাদ্দিস মসজিদুল আকসা রক্ষায় ঢাকায় 'নুসরতে আকসা' (আকসার সহযোগিতায়) নামে একটি আলোচনা অনুষ্ঠান হয়েছে। 'আল মারকাজুল ইসলামী' নামের একটি সংগঠন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

এতে দেশের কয়েকজন আলেমসহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠানে ফিলিস্তিন, আজাদ কাশ্মীর, ইয়েমেন ও পাকিস্তানের কয়েকজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও ইসলামি গবেষকের ধারণ করা ভিডিও বক্তব্য প্রচার করা হয়।

আবরার ফাহাদের পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকীতে আয়োজিত স্মরণসভায় বক্তব্য দেন তাঁর বাবা বরকত উল্লাহ। গতকাল রাজধানীর পলাশী মোড়ে। ছবি : প্রথম আলো

এখনো হত্যার বিচার পাইনি

বললেন আবরার ফাহাদের বাবা

আবরারের পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকীতে গতকাল স্মরণসভার আয়োজন করে আবরার ফাহাদ স্মৃতি সংসদ নামের একটি সংগঠন।

প্রতিবেদক, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

আবরার ফাহাদ

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদের পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণসভায় অংশ নিয়ে আবরারের বাবা বরকত উল্লাহ বলেছেন, 'আবরার হত্যার রায়ের তিন বছর পার হলেও আমরা এখনো হত্যার বিচার পাইনি।'

আবরারের পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকীতে গতকাল সোমবার বিকেলে রাজধানীর পলাশী মোড়ে এই স্মরণসভার আয়োজন করে আবরার ফাহাদ স্মৃতি সংসদ নামের একটি সংগঠন। সভায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটির নেতারাও বক্তব্য দেন।

সভায় আবরার ফাহাদের বাবা বরকত উল্লাহ বলেন, 'আবরার ফাহাদ এই দেশের জন্য জীবন দিয়েছে। প্রথম দুই বছর হত্যার বিচারের জন্য আমাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়েছে। হত্যা মামলার রায়ের তিন বছর পার হলেও আমরা এখনো হত্যার বিচার পাইনি।'

আবরার ফাহাদ ফেসবুকে যে স্ট্যাটাস দেওয়ার পর হত্যার শিকার হয়েছিলেন, সেই মূল স্পিরিট (চেতনা) এখনো বাস্তবায়িত হয়নি বলে মন্তব্য করেন আবরারের ছোট ভাই ও বুয়েটের শিক্ষার্থী আবরার ফাইয়াজ।

স্মরণসভায় অংশ নিয়ে দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমান রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ের নাম পরিবর্তন করে 'শহীদ আবরার ফাহাদ অ্যাভিনিউ' করার দাবি জানান।

৭ অক্টোবরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে আগ্রাসনবিরোধী দিবস হিসেবে ঘোষণা করার দাবি জানান আবরার ফাহাদ স্মৃতি সংসদের আহ্বায়ক ও জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্যসচিব আখতার হোসেন।

নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, 'আমরা বর্তমান সংবিধান অবিলম্বে বাতিল চাই।'

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক সারজিস আলম বলেন, 'অতীতের অপশাসন, অপরাজনীতি ও অপসংস্কৃতি যেন ফিরে না আসে, সে ব্যাপারে আমাদের সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।'

সমন্বয়ক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, '১৬ বছর ধরে আমাদের ওপর যারা নির্যাতন চালিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে মামলা করতে হবে।'

আরেক সমন্বয়ক আবু বাকের মজুমদার বলেন, 'আবরার ফাহাদ আমাদের সার্বভৌমত্ব ও আগ্রাসন বিরোধিতার প্রতীক।'

সভায় অন্যান্যের মধ্যে এবি পার্টির নেতা আসাদুজ্জামান ফুয়াদ, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের লিয়াজোঁ কমিটির সদস্য আকরাম হুসাইন, সমন্বয়ক আবদুল কাদের, নাগরিক কমিটির সদস্য সালেহউদ্দিন সিফাত, শামসুন নাহার হল সংসদের সাবেক ভিপি শেখ তাসনীম আফরোজ প্রমুখ বক্তব্য দেন।

আগ্রাসনবিরোধী আট স্তম্ভ

আবরার ফাহাদের স্মরণে ২০২০ সালে পলাশীতে আগ্রাসনবিরোধী আট স্তম্ভ নির্মাণ করার পর সেটি ভেঙে ফেলা হয়েছিল। এখন সেটি পুনর্নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে আবরার ফাহাদ স্মৃতি সংসদ। গতকাল বিকেলে স্মরণসভা শেষে এই স্তম্ভের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের ৬ অক্টোবর দিবাগত রাতে বুয়েটের শেরেবাংলা হলে ছাত্রলীগের একদল নেতা-কর্মীর নির্মম নির্যাতনে নিহত হন আবরার ফাহাদ। বুয়েটের তড়িৎ ও ইলেকট্রনিকস প্রকৌশল বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন আবরার। ২০২১ সালের ৮ ডিসেম্বর আবরার হত্যা মামলায় ২০ জনকে মৃত্যুদণ্ড ও ৫ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন আদালত।

আপিল দ্রুত শুনানির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে

আবরার হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ডেথ রেফারেন্স এবং হাইকোর্টে আসামিদের করা আপিলের দ্রুত শুনানির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান গতকাল সাংবাদিকদের এ কথা জানান।

র‍্যাব মহাপরিচালক বলেন

গুম-খুনে জড়াবে না র‍্যাব

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

র‍্যাব গুম-খুনের সঙ্গে কোনোভাবেই জড়াবে না বলে জানিয়েছেন বাহিনীটির মহাপরিচালক এ কে এম শহিদুর রহমান। তিনি বলেন, র‍্যাবে আয়নাঘর বলে কিছু নেই। আর বিচারবহির্ভূত কোনো কিছু হওয়ার সুযোগ নেই। গতকাল সোমবার বিকেলে র‍্যাব সদর দপ্তরে বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (ক্র্যাব) নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এ কথাগুলো বলেন। ক্র্যাব এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়।

র‍্যাব মহাপরিচালক বলেন, বিচারবহির্ভূত কোনো হত্যাকাণ্ডে র‍্যাব জড়াবে না। কাউকে এক স্থান থেকে ধরে অন্য স্থানে নিয়ে আটকে রাখা হবে না। র‍্যাব আইনের মধ্যে থেকে কাজ করবে। তিনি বলেন, বাহিনীর কোনো সদস্য এতে জড়ালে বরদাশত করা হবে না।

শহিদুর রহমান বলেন, শারদীয় দুর্গাপূজা নির্বিঘ্নে করতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অন্যান্য ইউনিটের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করছে র‍্যাব।

শহিদুর রহমান বলেন, জাতিসংঘের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি এরই মধ্যে র‍্যাবের সঙ্গে যোগাযোগ ও পরিদর্শন করেছে। তাদের যাবতীয় তথ্য দেওয়া হয়েছে। চাহিদামতো আরও তথ্য দেওয়া হবে।

পুলিশের ৩০ কর্মকর্তাকে বদলি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

পুলিশের ১ জন উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি), ৯ জন অতিরিক্ত উপমহাপরিদর্শকসহ ৩০ জনকে বদলি করা হয়েছে। গত রোববার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়। বদলির তালিকায় পুলিশ সুপার (এসপি) ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপাররা রয়েছেন।

প্রজ্ঞাপনে দেখা যায়, পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) উপমহাপরিদর্শক মোল্যা নজরুল ইসলামকে রাজশাহীর সারদাতে অবস্থিত বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমিতে সংযুক্ত করা হয়েছে। নৌ পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক আসাদ উল্লাহ চৌধুরীকে বিশেষ শাখায় (এসবি), পুলিশ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপমহাপরিদর্শক আলমগীর কবিরকে সারদা পুলিশ একাডেমি ও শিল্পাঞ্চল পুলিশের অতিরিক্ত উপমহাপরিদর্শক এম এ মাসুদকে খুলনার পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারে বদলি করা হয়েছে।

এ ছাড়া রাজশাহী রেঞ্জের অতিরিক্ত উপমহাপরিদর্শক মুহাম্মদ সাইফুল ইসলামকে পুলিশ অধিদপ্তরে, অপরাধ তদন্ত বিভাগের অতিরিক্ত উপমহাপরিদর্শক মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেনকে রংপুরে রেঞ্জ ডিআইজি কার্যালয়ে, পুলিশ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপমহাপরিদর্শক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলামকে ময়মনসিংহ রেঞ্জ ডিআইজি কার্যালয়ে, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) অতিরিক্ত উপমহাপরিদর্শক নাবিদ কামাল শৈবালকে রাজশাহী রেঞ্জ ডিআইজি কার্যালয়ে, ডিএমপির অতিরিক্ত উপমহাপরিদর্শক জিয়াউল আহসান তালুকদারকে ট্যুরিস্ট পুলিশে এবং অপরাধ তদন্ত বিভাগের অতিরিক্ত উপমহাপরিদর্শক শামিমা ইয়াছমিনকে পুলিশ অধিদপ্তরে বদলি করা হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে। গত ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে পুলিশে পদোন্নতির পাশাপাশি বদলি ও পদায়ন করা হচ্ছে।

দলবাজ ও দুর্নীতিবাজ বিচারপতিদের পদত্যাগ দাবিতে মানববন্ধন

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দলবাজ ও দুর্নীতিবাজ বিচারপতিদের পদত্যাগের দাবিতে মানববন্ধন করেছে আইনজীবীদের একাংশ। সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি ভবনের সামনে গতকাল সোমবার দুপুরে 'সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীবৃন্দ' ব্যানারে এই মানববন্ধন কর্মসূচির আয়োজন করেন তাঁরা।

'হাইকোর্ট বিভাগের চরম দুর্নীতিবাজ, দলকানা-দলবাজ বিচারপতিদের পদত্যাগ/অপসারণের দাবিতে মানববন্ধন এবং প্রধান বিচারপতির কাছে চার্টার অব ডিমান্ড উত্থাপন'—লেখা ব্যানারে ওই মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়।

মানববন্ধনে আইনজীবীরা বলেন, দুর্নীতিবাজ ও দলবাজ যেসব বিচারক শুধু দলীয় বিবেচনায় বিচারপতি হয়েছেন, দক্ষতা-যোগ্যতা দেখাতে পারেননি। তাঁদের দেশের মানুষ বিচারকের আসনে দেখতে চায় না। বিপ্লব সফল করতে হলে অবশ্যই দলবাজ-দুর্নীতিবাজ বিচারপতিদের সরে যেতে হবে। হাইকোর্ট বিভাগের দলবাজ ও দুর্নীতিবাজ বিচারপতিকে পদত্যাগ করতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মোহাম্মদ মহসিন রশিদ বলেন, 'এখান থেকে কমপক্ষে ৩০ জনকে বিদায় নিতে হবে। আইন উপদেষ্টাকে বলি, আপনার কাছে সব নাম আছে। আপনি দয়া করে দুই, তিন-চার দিনের মধ্যে এই এলাকাকে পরিষ্কার করুন ও তাঁদের বিদায় দেন।'

কিছুদিন আগে ৩০ জন বিচারপতির নাম দেওয়া হয়েছিল বলে মানববন্ধনে উল্লেখ করেন আইনজীবী সৈয়দ মামুন মাহবুব।

সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক মামলা পর্যবেক্ষণে কমিটি গঠন

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক মামলা পর্যবেক্ষণে আট সদস্যের কমিটি করেছে সরকার। এই কমিটির কাজ হবে গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন হয়রানিমূলক মামলা পর্যবেক্ষণ করা ও সময়ে সময়ে মামলার বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা। গতকাল সোমবার তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হওয়ার পর বিভিন্ন হত্যা মামলায় অনেক সাংবাদিককেও আসামি করা হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, দেখা যাচ্ছে, গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন হয়রানিমূলক মামলা করা হচ্ছে। এসব মামলা পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে 'গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক মামলা পর্যবেক্ষণ-সংক্রান্ত কমিটি' গঠন করা হয়েছে।

কমিটির সভাপতি হিসেবে আছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রচার)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০।
আইন শাখা
www.probashi.gov.bd

স্মারক নং-৪৯.০০.০০০০.০৫৭.২২.৩১৭.২৪-৩২০

তারিখ : ২১ আশ্বিন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
০৬ অক্টোবর ২০২৪ খ্রি.

বেসরকারি প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ, জজকোর্ট, সিএমএম কোর্ট, শ্রম আদালত/শ্রম আপিল আদালত এবং প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল/প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালে সরকারি স্বার্থ রক্ষার্থে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের পক্ষে মামলা পরিচালনার জন্য বেসরকারিভাবে প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত যোগ্যতাসম্পন্ন আগ্রহী আইনজীবীগণের নিকট হতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে :

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা :

(ক) সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে মামলা পরিচালনায় কমপক্ষে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;
(খ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল/প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালে প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনালে মামলা পরিচালনায় কমপক্ষে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;
(গ) কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কমপক্ষে এলএলবি ডিগ্রি থাকতে হবে। 'বার এ্যাড ল' ডিগ্রিধারী আইনজীবীগণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে;
(ঘ) আবেদনকারীর বয়স ৬০ (ষাট) বছরের মধ্যে হতে হবে;
(ঙ) শারীরিকভাবে সক্ষম হতে হবে এবং কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনে ও নির্দেশনা অনুযায়ী আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ/পরিদর্শনের জন্য ঢাকার বাইরে মামলা পরিচালনার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

অন্যান্য শর্তাবলী

১. আগ্রহী প্রার্থীদের সাদা কাগজে লিখিত আবেদনপত্রে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি উল্লেখ করা হবে :
(ক) নাম; (খ) পিতা/স্বামীর নাম; (গ) মাতার নাম; (ঘ) বর্তমান ঠিকানা (মোবাইল নম্বরসহ); (ঙ) ব্যক্তিগত চেম্বারের ঠিকানা; (চ) জন্মতারিখ; (ছ) আবেদনের তারিখে বয়স; (জ) স্থায়ী ঠিকানা; (ঝ) এনআইডি; (ঞ) টিআইএন নম্বর (সর্বশেষ অর্থবছরের আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রত্যয়নপত্রসহ); (ট) শিক্ষাগত যোগ্যতা; (ঠ) অভিজ্ঞতা;
২. আবেদনপত্রের সঙ্গে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র অবশ্যই সংযুক্ত করতে হবে :
(ক) সম্প্রতি তোলা ০৩ (তিন) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত রঙিন ছবি; (খ) শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত সকল সনদপত্রের সত্যায়িত কপি; (গ) হালনাগাদ বার কাউন্সিলের এনরোলমেন্ট সনদপত্রের সত্যায়িত কপি;
৩. প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল/প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালের প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের জন্য আলাদা আবেদন করতে হবে;
৪. প্যানেল আইনজীবী হিসেবে নিয়োগের পর বিভিন্ন আদালতে মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হার/ফি অনুযায়ী প্রাপ্য বিল পরিশোধ করা হবে;
৫. এ নিয়োগের মেয়াদ ০২ (দুই) বছর;
৬. প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থভান মন্ত্রণালয়ের স্বার্থ আছে এমন কোন মামলায় মন্ত্রণালয়ের বিপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না;
৭. অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে আইনজীবী হিসেবে নিয়োজিত থাকলে তা উল্লেখ করতে হবে;
৮. আবেদনপত্র ২৪/১০/২৪ তারিখ বিকাল ৫.০০ ঘটিকার মধ্যে সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ভবন ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০ বরাবর পৌছাতে হবে। আবেদনপত্র সরাসরি জমাদানের ক্ষেত্রে অত্র দপ্তরের গ্রহণ শাখায় (ভবনের নিচে) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা প্রদান করা যাবে।
৯. ত্রুটিপূর্ণ, অসম্পূর্ণ বা নির্ধারিত সময়ের পরে প্রাপ্ত আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে;
১০. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণের জন্য কোন টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না;
১১. কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ যে কোন আবেদন অথবা সকল আবেদনপত্র গ্রহণ বা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে। প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

সহকারী সচিব (আইন)
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
ফোন : ০২-৫৫১৩৮১৩৬

CREDENCE
for the inspired lifestyles
OFFERING LAVISH AND CONTEMPORARY APARTMENTS IN THE FOLLOWING LOCATIONS
3 BED & 4 BED APARTMENTS
Gulshan (Lake View) Road-13, Block-SW(D)
Dhanmondi R/A Road-9/A, Road-12, Road-16
Banani Road-17A
Lalmatia Block-B, C & D (Ready & Ongoing)
Kalabagan Bashiruddin Road, Lake Circus North Dhanmondi (Ongoing)
Mohammadpur Iqbal Road, Humayun Road, Babor Road
Elephant Road
Khilgaon Shahid Baki Road
Uttara Sector-6 & 7 (Ready & Ongoing)
Badda Lake Road (Lake Facing)
Adabor Dhaka Housing
Apartment Size : 1078-2878 SFT. (1SFT.= 0.0929 SQM.)
Call for Details 16769
Web: www.credencehousingltd.com, E-mail: credencehousingltd@gmail.com
Cell/WhatsApp: 01877772200, 01877772244, 01877772211
Planning Center: House-15B, Road-16 (Old-27), Dhanmondi, Dhaka

Quality comes first, Profit is its logical sequence

Your new BUSINESS ADDRESS @ New Eskaton
READY COMMERCIAL SPACE SALE
SHOP (164-492) sft.
OFFICE (1414-2789) sft.
A House of Total Quality, Trust & Faith
The Structural Engineers Ltd.
sel.com.bd | please call for details: 09666773344

নেপালের ছাত্রসংগঠনগুলো তাদের মাতৃ রাজনৈতিক দলের নিখুঁত প্রতিবিম্ব

নেপালের একটি ছাত্রসংগঠনের সম্মেলনে গন্ডগোলের ঘটনায় *কাঠমান্ডু পোস্ট*-এর সম্পাদকীয় মন্তব্য

সম্পাদকীয়

ব্যবসায়ীদের উদ্বেগ

ব্যবসার পরিবেশ উন্নতিতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিন

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার দুই মাস হলেও দেশে ব্যবসার পরিবেশ স্বাভাবিক না হওয়ার বিষয়টি উদ্বেগজনক। গত ৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর শিল্পাঞ্চলে অসন্তোষ ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। অগ্নিসংযোগ, লুটপাটের মতোও ঘটনা ঘটেছে। এ কারণে অনেক ব্যবসায়ী ও শিল্পমালিক কারখানায় যেতে ভয় পাচ্ছেন। এ রকম ভীতিকর পরিবেশ ব্যবসা ও অর্থনীতির জন্য মোটেই স্বস্তিদায়ক নয়।

গত শনিবার (৫ অক্টোবর) ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত সেমিনারে দেশের বিভিন্ন খাতের ব্যবসায়ী নেতারা দ্রুত সময়ের মধ্যে ব্যবসার পরিবেশ উন্নতি করার যে দাবি জানিয়েছেন, সেটা সমাধানে অন্তর্বর্তী সরকারকে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন। কেননা, শুধু প্রবাসী আয় ও দাতাদের ঋণসহায়তায় দেশের অর্থনীতি সচল থাকবে না, বাড়বে না কর্মসংস্থান ও প্রবৃদ্ধি।

বাংলাদেশে ব্যবসার পরিবেশ নিরাপদ ও উন্নত না করতে পারার পেছনে বাধা কোথায় এবং ব্যবসার পরিবেশ কীভাবে উন্নত করা যায়, তা নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ তুলে ধরেছেন ব্যবসায়ী নেতারা। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় দেশি ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার জরিপে বাংলাদেশে ব্যবসার পরিবেশের ক্রমাগতভাবে অবনতি হওয়ার তথ্য উঠে আসছিল। এ রকম পরিবেশ সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ বা এফডিআই আসার জন্য অনুকূল নয়।

আমলাতান্ত্রিকতা, রাজনৈতিক প্রভাব ও ঘুষ-দুর্নীতি থেকে মুক্ত করে দেশের ব্যবসার পরিবেশ সহজ ও উন্নত করার দাবি দেশের সৎ-নিষ্ঠাবান ব্যবসায়ীদের দীর্ঘদিনের। বিগত হাসিনা সরকারের আমলে সরকারের যে নীতি ছিল, সেখানে সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মুষ্টিমেয় কিছু গোষ্ঠী রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে সীমাহীন সুবিধা পেয়েছে। এই গোষ্ঠীস্বার্থের কারণে দেশের ব্যবসায়ীরা, যাঁরা প্রতিযোগিতামূলক শিল্প উৎপাদন ও ব্যবসার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান রাখতে চান, তাঁরা কোণঠাসা ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান বাংলাদেশের শিল্প খাত ও ব্যবসা-বাণিজ্যে গোষ্ঠীতন্ত্রের অচলায়তন ভাঙার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে।

দীর্ঘ স্বৈরশাসনে যেভাবে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ভেঙে পড়েছে, তাতে জঞ্জাল সরিয়ে সবকিছুকে ঠিকমতো সচল করা অন্তর্বর্তী সরকারের সামনে কঠিন এক যাত্রা। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ব্যবসায়ী ও শিল্প উদ্যোক্তারা অন্তর্বর্তী সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন। ফলে ব্যবসা ও শিল্প-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যবসায়ীদের অন্তর্ভুক্ত করা এবং তাঁদের কথা শোনার কোনো বিকল্প নেই।

সেমিনারে ব্যবসায়ী নেতারা জানিয়েছেন, উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও ব্যাংকঋণের উচ্চ সুদহারের কারণে তাঁরা দুভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। সরবরাহ ব্যবস্থায় অস্থিতিশীলতা ও গ্যাস-সংকটের কারণে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শ্রমিক অসন্তোষের ব্যাপারে উদ্বেগ জানিয়ে তাঁরা শিল্পাঞ্চলে স্থিতিশীল পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন।

ডিসেম্বর তৈরি পোশাকশিল্পের ভরা মৌসুম, কিন্তু শিল্পাঞ্চলের অস্থিতিশীলতার কারণে ক্রেতারা ইতিমধ্যে ক্রয়াদেশ কমিয়ে দিয়েছেন। উদ্বেগজনক এই বাস্তবতার কারণে যেকোনো মূল্যে শিল্পাঞ্চলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা প্রয়োজন। তৈরি পোশাকশিল্প ঘিরে কোনো ষড়যন্ত্র আছে কি না, সেটাও বের করা জরুরি। তবে মজুরি, সুযোগ-সুবিধা ও কাজের পরিবেশ নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ দীর্ঘদিনের। শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের জীবনমানের উন্নয়নে স্বল্পমূল্যে আবাসন, শিক্ষা ও চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতে সরকারি-বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়ার যে দাবি জানিয়েছেন, সেটাকে আমরা ইতিবাচক বলে মনে করি।

অন্তর্বর্তী সরকার ব্যাংক খাত সংস্কারে যেসব উদ্যোগ নিয়েছে, সেটাকে স্বাগত জানিয়ে রাজস্ব খাতে সংস্কারের নজর দেওয়ার কথা ব্যবসায়ীরা বলেছেন। তাঁদের অভিযোগ, কাস্টম হাউসগুলোর দুর্নীতির কারণে ব্যবসায়ীরা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে 'ঠিক জায়গায় ঠিক লোককে বসালে ভালো ফল দেয়'—বলে দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর যে মন্তব্য করেছেন, সেটা তাৎপর্যপূর্ণ। ব্যবসার পরিবেশ উন্নত করার ব্যাপারে অন্তর্বর্তী সরকারকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।

ঢাকা উত্তর সিটির পরিষেবা

জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধন দ্রুত নিশ্চিত করুন

জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধন অতি গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক সেবা। নাগরিকের নানান সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার সঙ্গে এই পরিষেবা সম্পৃক্ত। তবে সম্প্রতি ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) বিভিন্ন ওয়ার্ডে নিবন্ধনকাজ বন্ধ থাকায় নাগরিকদের ভোগান্তি চরমে পৌঁছেছে।

বিশেষত গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে অনেকগুলো ওয়ার্ড কাউন্সিলর কার্যালয়ে নিবন্ধন কার্যক্রম বন্ধ। এ পরিষেবা বন্ধের পেছনে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ওয়ার্ড কাউন্সিলর কার্যালয়গুলোর ওপর হামলা, ভাঙচুর ও দাপ্তরিক যন্ত্রপাতি লুটপাটের ঘটনা কাজ করছে।

এ কারণে দুই মাস ধরে নাগরিকেরা জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধন করতে পারছেন না। এটি তাঁদের অন্যান্য সেবা পাওয়ার প্রক্রিয়াকে মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত করছে। যেসব সেবাপ্রাপ্তি জন্মনিবন্ধন সনদের ওপর নির্ভরশীল, সেসব সেবা নাগরিকেরা পাচ্ছেন না। পাসপোর্ট, শিক্ষাবৃত্তি, সামাজিক নিরাপত্তা ভাতাসহ কমপক্ষে ২২টি সরকারি পরিষেবা জন্মনিবন্ধন সনদের ওপর নির্ভর করে। জন্মনিবন্ধন সনদ ছাড়া এই সুবিধাগুলো পাওয়া যায় না।

কাজেই এই নিবন্ধনসেবা বন্ধ থাকায় নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবন ও প্রশাসনিক কাজকর্ম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। অবশ্য ডিএনসিসির রেজিস্ট্রার জেনারেল মো. যাহিদ হোসেন জানান, নিবন্ধনকাজ বন্ধ না থাকার জন্য বিকল্প ব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং ৮০ জন কর্মকর্তাকে নিবন্ধনের পাসওয়ার্ড সরবরাহ করা হয়েছে।

তবে বাস্তবতা হলো, এই ব্যবস্থাগুলো তেমন কার্যকর হয়নি এবং যথাযথ প্রচারণার অভাবে অনেক নাগরিক জানেন না, তাঁরা নিবন্ধনসেবা কোথায় পাবেন। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রথমত, সংশ্লিষ্ট সব কর্মকর্তার মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে দিতে হবে এবং নাগরিকদের সঠিক তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। আন্দোলনকারীদের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত কার্যালয়গুলোর সামনে তথ্যবহুল ব্যানার টাঙানোর মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করা যেতে পারে, যাতে তাঁরা বিকল্প সেবাকেন্দ্রের সন্ধান পান। দ্বিতীয়ত, নিবন্ধনসেবার ক্ষেত্রে অনলাইনভিত্তিক ব্যবস্থার উন্নয়ন করে নাগরিকেরা ঘরে বসে নিবন্ধনের আবেদন করতে পারবেন—এমন ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এতে সরাসরি কার্যালয়ে উপস্থিত না হয়েও সেবা গ্রহণের সুযোগ থাকবে।

যেহেতু জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধনের সেবা অচল রেখে নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করা অসম্ভব, সেহেতু বিষয়টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে দ্রুত এই সমস্যা সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সচেষ্ট হওয়া শুধু বিধেয় নয়, জরুরিও।

চিঠিপত্র

র‍্যাগিং

দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় পরিচয়পর্বের নামে র‍্যাগিং চলে। পরিচয়পর্বের নামে নবীন শিক্ষার্থীদের মানসিক শাস্তি দেওয়া হয়। নবীন শিক্ষার্থীরা নতুন ক্যাম্পাসে আসে অনেক স্বপ্ন ও আশা নিয়ে; কিন্তু প্রথম ক্লাসের পর থেকে তাদের সঙ্গে পরিচয়পর্বের নাম করে হলে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়ে রেখে নেওয়া হয় পরিচয়, শোনাতে হয় গান, নাচ ইত্যাদি। যেগুলো নবীন শিক্ষার্থীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয়ে থাকে। এতে করে নবীন শিক্ষার্থীদের মনে ভার্সিটি নিয়ে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হয়। নবীন শিক্ষার্থীদের বিভিন্নভাবে মানসিক চাপ দেওয়া হয়। ইচ্ছার বিরুদ্ধে ফেসবুকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট দেওয়া, দেখা হলে সালাম না দিয়ে চলে গেলে পরবর্তী সময় তাকে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা, নারী শিক্ষার্থীদের পোশাক নিয়ে কটূক্তি ছাড়াও বিভিন্নভাবে মানসিক চাপ দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এ বিষয়ে যথেষ্ট পদক্ষেপ নিলেও কার্যকর হয় না। প্রশাসনের অবহেলার কারণে এই ধরনের র‍্যাগিং চলছে।

এ অবস্থায় পরিচয়পর্বের নামে র‍্যাগিং বন্ধের জন্য প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মো. নূরউদ্দিন হুসাইন
শিক্ষার্থী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

পাঠকের প্রতি

আপনার চারপাশের সমস্যা-অসংগতি কিংবা অন্যান্য বিষয় নিয়ে অনধিক ২০০ শব্দে চিঠিপত্র বিভাগে লিখতে পারেন। লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদকীয় বিভাগ, প্রথম আলো, প্রগতি ইনস্যুরেন্স ভবন, ২০-২১, কারওয়ান বাজার, ঢাকা। editorial@prothomalo.com

সংস্কার

গোয়েন্দা সংস্থার সংস্কার দরকার অর্থনীতির স্বার্থে

বিরূপাক্ষ পাল

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের গভীরে ছিল অর্থনীতির দুই পাপ—বেকারত্ব ও মূল্যস্ফীতি। এর পেছনের মনস্তাত্ত্বিক কারণগুলোর মধ্যে প্রথমেই ছিল বাক্‌স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক অধিকারের দাবি। এই দাবির দমন কাজে সবচেয়ে অন্যায্যভাবে ব্যবহৃত হয়েছে বিগত সরকারের গোয়েন্দা বিভাগগুলো। এরা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী। জনগণের অর্থে লালিত হয়েও কাজ করেছে ক্ষমতাসীন পার্টির দলীয় ক্যাডার বাহিনীর মতো। এটি অসাংবিধানিক। এটি গোয়েন্দা বিভাগগুলো পুষে রাখার যে রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য, তার সঙ্গেও সাংঘর্ষিক। গোয়েন্দাবৃত্তির এই অসংগত ব্যবহার থেকেই কখনো 'আয়নাঘর' কিংবা কখনো 'ভাতের হোটেল' জনতাকে চমকে দিয়ে বাংলা সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে।

অন্তর্বর্তী সরকার ছয়টি ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য কমিটি গঠন করেছে। কিন্তু এর মধ্যে কেন জানি 'গোয়েন্দা বিভাগগুলোর সংস্কার'-এর বিষয়টি অনুচ্চারিত রয়ে গেল। অথচ এটিই হওয়া উচিত ছিল এক নম্বর সংস্কারের বিষয়বস্তু। কয়েক দিন আগে বর্তমান সরকার যে পাঁচটি বিষয়ের সংস্কারকল্পে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করেছে, সেগুলো হলো—১. জনপ্রশাসন, ২. দুর্নীতি দমন, ৩. নির্বাচন কমিশন, ৪. বিচার বিভাগ ও ৫. পুলিশ সংস্কার। এই সবগুলোর মাথায় বসে থাকা ডান্ডাওয়ালা গুরুর নামই তো হচ্ছে গোয়েন্দা বিভাগ।

আওয়ামী লীগের মতো তৃণমূল থেকে উঠে আসা একটি দল শেষকালে আমলা, ব্যবসায়ী ও গোয়েন্দাদের ত্রিবেণি সংগমে নিজেদের ভাসিয়ে দিয়েছিল। 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' নামক যে বিদ্যা নিখুঁত রাজনীতি মানুষকে শেখায়, তা আর অবশিষ্ট ছিল না বলেই আওয়ামী লীগের এই দুর্ভাগ্যজনক বিদায় ঘটেছিল। এর মূলে গোয়েন্দা বিভাগগুলোর ব্যর্থতাও দায়ী। কারণ, এরা ক্ষমতার অপব্যবহার, অপেশাদারি ও রাজনৈতিক দলীয়বৃত্তিতে জড়িয়ে পড়েছিল। তাই এই বিভাগগুলোর সংস্কার প্রয়োজন। এগুলোকে সংস্কারের বাইরে রেখে আর সব সংস্কার দিনান্তে অর্থহীন হয়ে পড়বে। কারণ, এই সংস্থাগুলোর বিচরণ সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

তাই পরবর্তী সরকারের মনভোলানোর কাজ গোয়েন্দারা করবে। কদিন বাদে নির্বাচিত সরকারও ভাববে, এদের সাহায্য নিয়ে বিরোধী দল বা ভিন্নমতাবলম্বীকে চিপাগলিতে ফেলে ঠ্যাঙালে ক্ষতি কী? তখন আয়নাঘরের বদলে আসবে 'চিরুনিঘর' আর ভাতের হোটেলের জায়গায় চালু হবে 'ক্যাফে বিরিয়ানি'।

নব্বইয়ের দশকের শুরুতে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোতে ব্যাপক পরিবর্তনের দাবি শুরু হয়। কারণ, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর স্নায়ুযুদ্ধের অবসানে পৃথিবী বদলে যায়। মার্কিন কংগ্রেসে গোয়েন্দাদের কাজের পুনঃসংজ্ঞায়ন শুরু হয়। সিনেটর ড্যানিয়েল মইনিহ্যান বলেছিলেন যে সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি বা সিআইএ-কে এখন কাজ খুঁজতে হবে। বিগত স্নায়ুযুদ্ধের ক্যাডারদের এখন অবসর নেওয়ার সময় হয়েছে। আসলে এই কথা বলে তিনি বুঝিয়েছিলেন যে সিআইএ সেই সময় থেকে মনোযোগ দেবে অর্থনীতি ও প্রযুক্তির যুদ্ধে। তখনো চীন এতটা তাজা হয়ে ওঠেনি। রাশিয়া ছিল কোমরভাঙা সৈনিকের মতো। তাই কংগ্রেসে প্রস্তাব এল যে মূলত তিনটি বিষয়ে শীর্ষ গোয়েন্দা সংস্থা নজর দেবে, ১. অর্থনৈতিক গুপ্তচরবৃত্তি ২. পরিবেশগত হুমকির মোকাবিলা ও ৩. অর্থ পাচার ঠেকানো।

ওই সময় মার্কিন গোয়েন্দাবৃত্তির সংস্কারের লক্ষ্যে একটি সিনেট কমিটি গঠিত হয়। এর চেয়ারম্যান ডেনিস ডিকনসিনি তখন যুক্তি উত্থাপন করেন যে পরিবর্তিত বিশ্বে সামরিক যুদ্ধের চেয়েও বড় যুদ্ধের নাম হচ্ছে অর্থনীতি ও প্রযুক্তির প্রতিযোগিতা। এ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রকে সর্বাগ্রে এক ধাপ এগিয়ে রাখাই হোক মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কাজ। কংগ্রেসে সে প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর থেকে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কর্মবৃত্তান্ত ও ওয়েবসাইট পাল্টে গেল। এদের ওয়েবসাইট দেখলে মনে হবে এরা বাংলাদেশ ব্যাংক বা বিআইডিএসের মতো কোনো গবেষণাপ্রতিষ্ঠান। আন্তর্দেশীয় এক গবেষণাকর্মের সময় আমি যেন সিআইএর দেওয়া তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যবহার করি, সে রকম উপদেশও দিয়েছিলেন আমার একজন আমেরিকান সুপারভাইজার।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ১৮টি গোয়েন্দা সংস্থা থাকলেও মূলত সিআইএ, ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি বা এনএসএ, ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি বা ডিআইএ ও ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন বা এফবিআই—এদের কথাই বেশি শোনা যায়। সংখ্যাটি একটু বেশি শোনালেও বুঝতে হবে যে এখানে প্রত্যেকের কাজ আলাদা করে সীমারেখা দেওয়া আছে। বাংলাদেশে ভাতের হোটেল কিংবা আয়নাঘর যে রকম একই প্রকৃতির রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করে, মার্কিন মুলুকে তা নয়। অ্যাডাম স্মিথের শ্রমবিভাজন মান্য করা হয়। যেমন সিআইএ মানুষ সম্পর্কিত আর এনএসএ সংকেত বার্তা-সম্পর্কিত বা ইলেকট্রনিক গোয়েন্দাগিরিতে লিপ্ত, যদিও দিন শেষে এরা দুটোই রাষ্ট্রকে নিরাপদ রাখার লক্ষ্যে কাজ করে। কোনো রাজনৈতিক দলের শাসন দীর্ঘায়িত করার ব্রত গ্রহণ করে না।

সিআইএ সর্বোচ্চ সংস্থা হলেও এর কাজ বিদেশি নাগরিক নিয়ে। মার্কিন কোনো নাগরিক নিয়ে এর নাক গলানোর অধিকার নেই। কাউকে গ্রেপ্তার করার অধিকার এফবিআইয়ের রয়েছে, কিন্তু সিআইএর নেই। সিআইএ শুধু যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা-সম্পর্কিত তথ্য ও গুপ্ত খবর প্রদান করে। কৌশলবিদ, বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, উপাত্ত বিশ্লেষক, হিসাববিদ ও গবেষকদের সমন্বয়ে সিআইএকে বলা হয় পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ জ্ঞানভিত্তিক প্রতিষ্ঠান।

বাংলাদেশে ডিজিএফআই, ডিবি, এসবিসহ প্রায় সব গোয়েন্দা সংস্থার মধ্যে যেন এক অলিখিত প্রতিযোগিতা চলতে থাকে, কে কার আগে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের স্বার্থ হাসিল করবে। এটি প্রমাণের অগ্নিপরীক্ষা হচ্ছে কে কার আগে কত বেশি তথাকথিত শত্রুপক্ষের পেটে ঢুকতে পারবে। পারলে শয়নকক্ষের কথাবার্তাও রেকর্ড করা হয়। এতটা ব্যক্তিজীবনে সরকার ঢুকতে পারে না। এটি অপরুচির পরিচায়ক।

ব্যক্তিগত গোপনীয়তা মানবাধিকারের অঙ্গ। বিভাগীয় শিক্ষক হওয়ার সমুদয় যোগ্যতা যার রয়েছে, সে রকম আমার এক প্রিয় ছাত্র আমাকে দুঃখ করে বলেছিল যে ভাইভার আগের রাতে গোয়েন্দা বিভাগ থেকে তাকে ফোন করে মানসিক যন্ত্রণা দেওয়া হয়েছে। তার রাজনৈতিক বিশ্বাস নিয়ে খোঁচানো হয়েছে। এটা কি উত্তর কোরিয়া না রাশিয়া? স্বাধীন বাংলাদেশে খোদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে স্বাধীনতার মূল্য কী থাকে? পাকিস্তান আমলেও এটি হতো কি না সন্দেহ।

এখানেই থেমে নেই। চট্টলার বিখ্যাত ব্যাংকখেকোকে সহায়তা দিয়ে কীভাবে আরও ব্যাংক গ্রাসের সহায়তা করা যায়, সেখানেও তৎপর গোয়েন্দা। কাকে টক শোতে নেওয়া যাবে, কাকে যাবে না, সেখানেও গোয়েন্দা। কী খবর ছাপব, কী ছাপব না, সেখানেও ওরা। সাবেক প্রধান বিচারপতিকে কীভাবে প্রচ্ছন্ন চাপ দিয়ে দেশছাড়া করতে হবে, সেখানেও ওরা। এভাবে চলতে দিলে কিছুদিন বাদে ওরাই ঠিক করত কার সঙ্গে কার বিয়ে বা বিচ্ছেদ হবে।

এই অশনিসংকেত বোঝায় যে ক্ষমতার দীর্ঘায়নলিপ্সু সরকারি দলের চাপে পড়ে গোয়েন্দা বিভাগগুলো রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যে বর্ণিত সেই 'পথভোলা পথিক' হয়ে পড়েছে। সংস্কারের লক্ষ্য হবে এই বিভাগগুলোর কাজের সুনির্দিষ্ট সীমারেখা তৈরি করে এদের মধ্যে পেশাদারি বাড়ানো। উন্নত দেশের উত্তম চর্চাগুলো অনুসরণ করে এরা যেন জ্ঞান ও গবেষণা দিয়ে দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন নিশ্চিত করে রাষ্ট্রস্বার্থ রক্ষায় ব্রতী হতে পারে। মানুষের মৌলিক অধিকার ও ব্যক্তিজীবনের ভদ্রোচিত গোপনীয়তা রক্ষা এবং রাষ্ট্রের সামরিক, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত নিরাপত্তা বাড়ানোই গোয়েন্দা বিভাগগুলোর সংস্কারের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

■ **ড. বিরূপাক্ষ পাল** যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্ক অ্যাট কোর্টল্যান্ড-এ অর্থনীতির অধ্যাপক

গাজা যুদ্ধের এক বছর

ফিলিস্তিনি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে যা যা হারিয়েছি

আরওয়া মাহদাওয়ি

এ বছরটি হৃদয় ভাঙার বছর। ভয়ের বছর। দোজখের মতো বছর। 'এটি আমার জীবনের সবচেয়ে খারাপ বছর'—এ কথা যখন বলি, তখন আমি বুঝতে পারি, এটি শুধু আমার একার কথা নয়।

এই বছরে আমি বন্ধু হারিয়েছি। রুটিরুজির সুযোগ হারিয়েছি। সবচেয়ে বেশি মূল্যবান যেটি হারিয়েছি, তা হলো মানবতার ওপর বিশ্বাস। কিন্তু আমার সব কথা বলার আগে নিজেকে একজন ভালো প্রবাসী ফিলিস্তিনি (যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়া) প্রমাণ করতে আমাকে বাধ্যতামূলকভাবে যে মন্ত্রটি পড়তে হয়, সেটি আগে পড়ে নিতে দিন, 'আমি হামাসকে নিন্দা করি, আমি হামাসকে নিন্দা করি, আমি হামাসকে নিন্দা করি।'

আপনারা খেয়াল করলে দেখবেন, যতক্ষণ না কেউ আমাদের সহিংসতার নিন্দা জানাতে; বিশেষ করে হামাসের নিন্দা জানাতে বলে, ততক্ষণ সাধারণত আমাদের, অর্থাৎ ফিলিস্তিনিদের মুখ খোলার অনুমতি নেই। সেই একই ব্যক্তি যখন আমাদের ভাইয়ের হত্যার খবরে উল্লাস প্রকাশ করেন এবং অবিশ্বাস্যভাবে হত্যাকে উদ্‌যাপন করেন, তখন আমাদের মুখ বন্ধ রাখতে বলা হয়। তখন আমাদের একেবারে নীরব থাকতে বলা হয়।

কোনো ইসরায়েলি যদি হত্যা করে, তাহলে সেটি হলো আত্মরক্ষামূলক কাজ। আর একজন আরব যদি কাউকে হত্যা করে, তাহলে তা হবে সন্ত্রাসী কাজ। এটাই এখানে নিয়ম। এটিই আমাদের মেনে নিতে হয়। এমনিতে যুক্তরাষ্ট্র কখনোই আরবদের প্রতি তার ঘৃণা নিয়ে খুব একটা লুকোছাপা করেনি। কিন্তু ৭ অক্টোবরের পর থেকে এই ঘৃণা এমন ভয়াবহ মাত্রায় পৌঁছেছে যে আমি এই দেশে এখন আর নিরাপদ বোধ করতে পারি না।

আমি এ দেশে জীবন এবং পরিবার গড়ে না তুললে এখান থেকে চলে যেতাম। কেন আমি এমন একটি দেশে থাকতে চাইব, যেখানে ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে এতটাই অমানবিক আচরণ করা হয় যে সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম গাজায় (যেখানকার জনগণের অর্ধেকই শিশু) পারমাণবিক বোমা ফেলা উচিত বলে মন্তব্য করতে পারেন এবং এই ভয়ানক মন্তব্যের পরও তাঁকে অর্থবহ সমালোচনার মুখেও পড়তে হয় না? আমি এমন দেশে কেন থাকতে চাইব, যেখানে আমার সিনেটর জন ফেটারম্যান ফিলিস্তিনপন্থী প্রতিবাদকারীদের প্রকাশ্যে উপহাস করেন এবং আমাদের দুর্দশা দেখে উল্লাস প্রকাশ করেন?

তারপর আরও কথা আছে। আমি আমার রোজগারের অর্থ থেকে যে ট্যাক্স দিচ্ছি, তা আমারই ভাইবোনদের হত্যা করার ও তাদের না খাইয়ে মেরে ফেলার কাজে ব্যয় করা হচ্ছে। তাহলে আমি নিজেও কি পরোক্ষভাবে এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞে যুক্ত হচ্ছি না?

আমি ক্রমেই এমন একটি দেশে বসবাস করার যুক্তি হারিয়ে ফেলছি, যেখানে আমাদের ট্যাক্সের একটি বড় অংশ যুদ্ধের তহবিল গঠনে ব্যয় হচ্ছে এবং যাঁদের পেছনে আমাদের রক্ত পানি করা ডলার খরচ করা হচ্ছে, তাঁদের কমলা হ্যারিস সারা মুখে আনন্দের ঝিলিক ছড়িয়ে 'বিশ্বের সবচেয়ে মারাত্মক যোদ্ধা বাহিনী' বলে বর্ণনা করেছেন।

৭ অক্টোবরের অনেক আগে থেকেই আমি এই ঘৃণার শিকার হয়েছি। বহুবার এখানকার মানুষ আমাকে বলেছে যে আমি ফিলিস্তিনি হতেই পারি না, কারণ ফিলিস্তিনিদের আদৌ নাকি অস্তিত্বই নেই। আমরা এখানে কতটা অমানবিক আচরণের শিকার হই, যা ভাবলে আমার দেহ অসাড় হয়ে আসে। কিছু মানুষের রক্তপিপাসা আমাকে স্তম্ভিত করে দেয়।

হামাসের আক্রমণের সময় আমি *গার্ডিয়ান*-এ কলাম লেখা থেকে বিরতি নিয়েছিলাম। ওই সময় আমি একটি বড় বিজ্ঞাপনী সংস্থার সঙ্গে একটি করপোরেট কপিরাইটিংয়ের কাজ করছিলাম। ইসরায়েল হামলা শুরু করার পর এজেন্সিটির অভ্যন্তরীণ পরিসর গাজায়

এক বছরে ইসরায়েলি হামলায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে গাজা। ছবি : এএফপি

বোমাবর্ষণ সমর্থনকারীদের উল্লাসে ভরে যাচ্ছিল।

এজেন্সির কর্মকর্তাদের কাছে এ নিয়ে কিছু বলার মতো অবস্থায় আমি ছিলাম না। আমি স্বীকার করছি, আমি রীতিমতো ভয় পাচ্ছিলাম। কারণ, একজন ফ্রিল্যান্স লেখক হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করা কঠিন এবং আমি সাধারণত প্রতিবছর কয়েকটি করপোরেট কাজের ওপর নির্ভর করি। ভবিষ্যতে সুযোগ হারানোর ভয়ে আমি চুপ করে ছিলাম এবং বোমাবর্ষণ বন্ধ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

কিন্তু না। বোমাবর্ষণ আর বন্ধ হয়নি। নিহত ফিলিস্তিনির সংখ্যা ১০ হাজার ছাড়াল; এরপর ২০ হাজার ছাড়াল; এরপর ৩০ হাজার ছাড়াল; এরপর ৪০ হাজার ছাড়াল। এরপরও ইসরায়েলকে সন্তুষ্ট করার মতো মৃত ফিলিস্তিনির কোনো সংখ্যা সামনে এল না। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিবিদদের মধ্যে এখনো কাউকে পাওয়া গেল না, যিনি বলবেন, 'যথেষ্ট হয়েছে, এবার থামো।'

একসময় আমি বোকার মতো ভাবতাম, কমলা হ্যারিসের উত্থান একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। কিন্তু পরে দেখলাম, তিনিও সেই একই গোয়ালের গরু। তিনি ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ইসরায়েলকে নিঃশর্তভাবে অস্ত্র সরবরাহের নীতি থেকে সরবেন না। তিনি খোলাখুলিভাবেই আন্তর্জাতিক আইনকে স্বীকার করতে অস্বীকার করেছেন।

গত আগস্টে যখন কমলার মাথায় ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর মুকুট পরিয়ে দেওয়া হয়, তখন দলটির নেতারা এক মিনিটের জন্যও কোনো ফিলিস্তিনি-আমেরিকানকে মূল মঞ্চে ডাকেননি।

গাজায় মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছেই। এখন লেবাননের মানবিক পরিস্থিতি ভয়ানক হয়ে উঠেছে। এসব নারকীয় হত্যাকাণ্ড দেখে যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান ও ডেমোক্রেটিক উভয় শিবিরের রাজনীতিবিদেরা বলে চলেছেন, আমাদের আজকের দুর্দশার জন্য নাকি আমরাই দায়ী।

আসুন মনে করে দেখি, আজকের এই পরিস্থিতির শুরুটা কোথায় ছিল : ৭ অক্টোবর। ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বিতর্কে কমলা হ্যারিস এই লাইনটি উল্লেখ করেছিলেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী টিম ওয়ালজ ও তাঁর প্রতিপক্ষ জেডি ভ্যান্সের সঙ্গে বিতর্কে এই লাইনটি বারবার বলা হয়েছে।

কিন্তু লাইনটি একটি মিথ্যা বয়ান তৈরি করছে। কারণ, ইতিহাস ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর শুরু হয়নি। এই তারিখটি যদিও ইসরায়েলের জন্য একটি বিপর্যয়কে চিহ্নিত করতে পারে, তবে আসল সত্য হলো, ৭৬ বছর ধরে প্রতিটি দিনই ফিলিস্তিনিদের ওপর কিছু না কিছু বিপর্যয় নিয়ে এসেছে।

ইতিহাস ৭ অক্টোবর থেকে শুরু হয়নি। কিন্তু বিশ্ব যখন দিনটিকে স্মরণ করার জন্য থমকে যায়, তখন বোঝা যায়, বিশ্বের কাছে কাদের জীবনের মূল্য আছে, আর কাদের জীবন মূল্যহীন।

■ **আরওয়া মাহদাওয়ি** *গার্ডিয়ান*-এর একজন কলামিস্ট

দ্য গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া, অনুবাদ : **সারফুদ্দিন আহমেদ**

চাকরির বাজার

তরুণদের কতটুকু প্রস্তুত করতে পারছে বিশ্ববিদ্যালয়

তারিক মনজুর

সরকারি চাকরিতে আবেদনের বয়স ৩৫ বছর করার আন্দোলন চলছে। আন্দোলনকারীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে কিছু প্রশ্ন এসে যায়। তাঁরা দাবি করছেন, মেধা ও যোগ্যতা প্রমাণের ক্ষেত্রে বয়স কোনো বাধা হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন, আদৌ কি আমাদের নিয়োগ পরীক্ষাগুলোতে মেধা ও যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ আছে? কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কি তরুণদের চাকরির বাজারের উপযোগী করে তৈরি করতে পারছে?

যাঁরা সবে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করেছেন, তাঁদের একটি বড় অংশ চাকরির আবেদনের বয়স বাড়াতে আগ্রহী নন। তাঁরা মনে করেন, অধিক বয়সী প্রার্থীরা দীর্ঘদিন ধরে প্রস্তুতি নেওয়ার কারণে চাকরির পরীক্ষায় যথেষ্ট এগিয়ে থাকেন। তাই তাঁদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা কঠিন। অথচ গত কয়েকটি বিসিএস পর্যালোচনা করে দেখা যায়, নিয়োগপ্রাপ্তদের প্রায় ৪০ শতাংশের বয়স ২৩ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। আর ২৭ বছর বা তার চেয়ে বেশি বয়সী প্রার্থী শতকরা ১৫ ভাগের মতো। এর মধ্যে ২৯ বছরের বেশি বয়সী প্রার্থী মাত্র ১ থেকে ২ শতাংশ। ফলে চাকরির বয়স বাড়ানো হলে 'ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েট'দের জন্য ক্ষতির কারণ হয়তো ঘটবে না। কিন্তু সমস্যা রয়ে যাচ্ছে অন্য জায়গায়।

যেমন চাকরির আবেদনের বয়স ৩৫ করা মানে এই নয় যে ওই বয়সেই তিনি চাকরি শুরু করবেন। আবেদন করার পরে বিপুলসংখ্যক আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই করার জন্য পিএসসিকে সময় নিতে হয়। এরপর প্রিলিমিনারি, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্ন করতে হয়। সব মিলিয়ে অন্তত দেড়-দুই বছর পার হয়ে যায়। এরপর আছে চূড়ান্ত নির্বাচিত প্রার্থীদের গোপন তথ্য যাচাই ও প্রশিক্ষণের কাজ। এর ফলে শেষ পর্যন্ত ৩৫ বছর বয়সী তরুণকে আসলে ৩৭ থেকে ৩৮ বছর বয়সে চাকরি শুরু করতে হবে। পর্যালোচনা কমিটিকে এটিও বিবেচনায় নিতে হবে।

আবার গড় আয়ু বেড়েছে বলে চাকরির বয়সও বাড়াতে হবে, এটা ভালো যুক্তি হতে পারে না। দেশের উচ্চশিক্ষিত তরুণদের একটি বড় অংশকে কেবল নিয়োগ পরীক্ষায় ব্যস্ত রাখলে তা দেশের অর্থনীতি ও উৎপাদনের জন্য সুফল বয়ে আনবে না। এটা ঠিক, পৃথিবীর অনেক দেশেই সিভিল সার্ভিসে যোগদানের ন্যূনতম বয়স ৩৫ বা তার বেশি। কিন্তু খেয়াল রাখা দরকার, সেখানে আবেদন করারও সীমা রয়েছে। সেটি ৫ থেকে ৭ বারের বেশি নয়। তা ছাড়া আমাদের মতো উচ্চ বেকারত্বের দেশে চাকরির 'মুলা ঝুলিয়ে' তরুণদের এভাবে বসিয়ে রেখে বেকারত্ব কমানোর আশা করা যায় না।

> সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থার সংস্কার হয়েছে। সেখানে মেধার সুযোগ অনেক বেড়েছে। এখন নিয়োগপ্রক্রিয়া অধিক স্বচ্ছ করার উপায় নিয়েও কাজ করা যায়। তবে সবকিছুর আগে দরকার প্রশ্নপদ্ধতির পরিবর্তন আনা

প্রশ্ন আরও আছে। বছরের পর বছর ধরে প্রস্তুতি নিয়ে বিসিএস বা সরকারি চাকরিতে যোগদানের জন্য তরুণদের মধ্যে এই দুর্দমনীয় আগ্রহ তৈরি হলো কেন? সহজ উত্তর— ক্ষমতা ও বিত্তের অধিকারী হয়ে ওঠার জন্য এর চেয়ে 'শর্টকাট' রাস্তা বুঝি আর নেই। ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি বা অন্য কোনো পেশাগত জায়গা থেকে পাস করা প্রার্থীদেরও তাই বিসিএসের প্রস্তুতি নিতে দেখা যায়।

পর্যালোচনা কমিটি পিএসসির নিয়োগ পরীক্ষাগুলোকে নিয়মিত করার সুপারিশ করতে পারে। ইতিমধ্যে সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থার সংস্কার হয়েছে। সেখানে মেধার সুযোগ অনেক বেড়েছে। এখন নিয়োগপ্রক্রিয়া অধিক স্বচ্ছ করার উপায় নিয়েও কাজ করা যায়। তবে সবকিছুর আগে দরকার প্রশ্নপদ্ধতির পরিবর্তন আনা। উন্নত দেশের নিয়োগ পরীক্ষাগুলোতে ভাষিক যোগাযোগ, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত ক্ষমতা, সমস্যার সমাধান, দলগত কাজের দক্ষতা ইত্যাদি বিষয় গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়।

অন্যদিকে আমাদের দেশের নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নগুলো হয় প্রায় ক্ষেত্রেই মুখস্থনির্ভর। বহুনির্বাচনী প্রশ্নের মধ্য দিয়েও যে প্রার্থীকে বহুমাত্রিকভাবে যাচাই করা সম্ভব, সেটি আমাদের প্রশ্নকর্তাদের বিবেচনায় থাকে না। মুখস্থ বিদ্যা চাকরির বাজারের প্রধান যোগ্যতা হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার বছরখানেকের মধ্যে শিক্ষার্থীরা গাইড পড়া শুরু করেন। যে ধরনের প্রশ্নে পরীক্ষা হয়, সেগুলোর মাধ্যমে কি 'উচ্চশিক্ষিত' তরুণদের আলাদা করা সম্ভব? এইচএসসি পাস করা শিক্ষার্থীরাও এই প্রশ্নে পরীক্ষা দিয়ে 'বাজিমাত' করে দেখাতে পারবেন!

মোদ্দাকথা, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম ও পড়াশোনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তরুণদের চাকরির বাজারের উপযুক্ত করে তৈরি করতে পারছে না। এখন আমাদের চিন্তা করা দরকার, উচ্চশিক্ষায় সব শিক্ষার্থীকে সুযোগ দেওয়ার প্রয়োজন আছে কি না।

■ **তারিক মনজুর** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক

প্রথম আলো রেজি. নং ডিএ ১৮৮০

সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান
মিডিয়াস্টার লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক কর্তৃক গুলশান টাওয়ার (ষষ্ঠ তলা), প্লট ৩১, রোড ৫৩, গুলশান নর্থ বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত

নির্বাহী সম্পাদক : সাজ্জাদ শরিফ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : আনিসুল হক

ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ১২০৮, ১২-১৩ কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা চট্টগ্রাম ৪২০৮ এবং ফুলদীঘি, বগুড়া ৫৮০০ থেকে মুদ্রিত

প্রধান কার্যালয় : প্রথম আলো ভবন
১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬

বার্তা বিভাগ ফ্যাক্স : ৫৫০১২২০০, ৫৫০১২২১১
ই-মেইল : news@prothomalo.com
সম্পাদকীয় ই-মেইল : editorial@prothomalo.com

বিজ্ঞাপন : ৫৫০১২২১২
ই-মেইল : ad@prothomalo.com

“ গত ১৫ বছরই ধরি, আমরা তো শুধু দলাদলি শিখেছি, বিভক্তি শিখেছি, দূরত্বই শিখেছি।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস, প্রধান উপদেষ্টা, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, *প্রথম আলোর* সঙ্গে সাক্ষাৎকারে

সংস্কারের জন্য সবাই ঐক্যবদ্ধ হোন, এই সুযোগ আর আসবে না

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নেতৃবৃন্দ ছিলেন, তাঁদের ব্যাপারে তো আলোচনা বা দাবি এসেছে...
ড. ইউনূস : সে জন্য তাঁদের যেখানে পাওয়া যাচ্ছে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, জেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সবকিছু হচ্ছে। বিচার করছি না কিন্তু। বিচারটা আগে ঠিক করেন, কীভাবে বিচারপ্রক্রিয়া হবে। সেই বিচারপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিচার করবেন।

প্রথম আলো : এই গ্রেপ্তারগুলো নিয়ে বা মামলা দেওয়ার বিষয়ে বেশ সমালোচনা হচ্ছে। কতটুকু সত্য বা কতটুকু অভিযোগ প্রমাণ করা যাবে। বা মামলা করে এই বিচারকে কতটুকু এগিয়ে নেওয়া যাবে। এসব প্রশ্ন মানুষের মনে আছে। সন্দেহ দাঁড়িয়ে গেছে। অনেকে বলতে চায় যে, অতীতের মতোই মামলাগুলো হচ্ছে, গায়েবি মামলা। এ দায় তো আপনাদের ওপর এসে পড়ছে, যদিও সরকার মামলা করছে না। এ দায় তো আপনি এড়াতে পারছেন না।
ড. ইউনূস : সে জন্যই জুডিশিয়ারির সংস্কার দরকার। আমি একা বলে দিলে তো হবে না। এটা তো তাহলে বিচার হলো না। এটা আইনের ভেতর দিয়ে আইনমতো হচ্ছে। কিন্তু আইনটা ভালো না। এ আইনগুলো পাল্টানো দরকার। কাজেই সেভাবেই আসতে হবে। আমরা এককভাবে একটা ঘোষণা দিয়ে দিলাম, তাহলে তো আবার আমরা একনায়কতন্ত্রের দিকে চলে গেলাম। আমরা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আসতে চাচ্ছি। ধীরে আসতে চাচ্ছি। বিচারপ্রক্রিয়া এমন জিনিস, এখানে যে ভুল হচ্ছে না, তা না। ভুল হচ্ছে। ভুলটা ধরিয়ে দিলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করার চেষ্টা করছি। আবার বলছেন আপনারা সিদ্ধান্ত পাল্টান। এ জন্যই আমাদের ভুল ধরিয়ে দিলে আমরা সিদ্ধান্ত পাল্টাই।

প্রথম আলো : এর মধ্যে সমাজে হানাহানি-বিদ্বেষ এগুলো খুব দেখা যায়। ‘মব জাস্টিস’ বলে একটা জিনিস চালু হয়ে গেছে। বেশ কিছু মানুষ মারা গেছেন। সমাজের মধ্যে একটা অস্থিরতা এসে গেছে। এটাকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন?
ড. ইউনূস : ওই যে, ল অ্যান্ড অর্ডার এস্টাবলিশ করা। এগুলো হলো ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশনের বিষয়। এখানে কোনো রাজনৈতিক বিষয় নেই। এখানে যে হত্যাকাণ্ড, মব জাস্টিস হচ্ছে, এগুলো হচ্ছে ল অ্যান্ড অর্ডারের বিষয়। ল অ্যান্ড অর্ডার শক্ত করতে পারলে এ জিনিসগুলো হবে না। সামাজিক তৎপরতা যদি বাড়াই, মানুষ মানুষের প্রতি যত্ন নেয়, তাহলে এগুলো হবে না। সরকার গিয়ে মারামারি থামাতে পারবে না। মারামারি করলে শাস্তি হবে, এটুকু আমরা বলতে পারি। আমরা বারবার বলছি, আমরা একটি পরিবার। আমাদের মতের ভিন্নতা থাকতে পারে। এ জন্য কেউ কারও শত্রু নই। এ জিনিসটা যেন আমরা পরিষ্কার রাখি।

প্রথম আলো : আরেকটা বড় দাবি এসে যাচ্ছে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করা, বেআইনি করা হোক। তাদের রাজনৈতিক তৎপরতা করতে দেওয়া না হোক; সে যাতে নির্বাচনে যোগ দিতে না পারে। এ বিষয়ে কী বলবেন?
ড. ইউনূস : এটাও আমাদের কোনো সিদ্ধান্তের বিষয় নয়। কাজেই যখন রাজনৈতিক দলগুলো বসবে, তারা সিদ্ধান্ত নেবে। যত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত আছে, সেগুলো আমরা রাজনীতিবিদদের কাছে নিয়ে যাব। তাঁরা যেভাবে সিদ্ধান্ত দেন।

প্রথম আলো : কিন্তু আপনাদের একটা অবস্থান তো থাকবে। সেটা তাহলে কমিশনের মাধ্যমে আসবে?
ড. ইউনূস : কমিশন যদি মনে করে যে দেশের জন্য মঙ্গলজনক হবে, যখন নির্বাচনের বিষয় আসবে, সেখানে আলাপ হবে। অতএব ওটাও আবার রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে যাবে। ওটা খসড়া করবে তারা। কমিশন করলেই যে সেটা চূড়ান্ত হয়ে গেল, তা কিন্তু নয়। কমিশনের সুপারিশ রাজনৈতিক দলের কাছে যাবে। রাজনৈতিক দল নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করে, আলাপ-আলোচনা করে এটার সিদ্ধান্ত দেবে, কোন দিকে আমরা অগ্রসর হব।

প্রথম আলো : মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বহুল আলোচিত বিষয়। বিগত সরকারের আমলে এবং এর আগেও এটা নানাভাবে ব্যাহত হয়েছে। আমরা নানাভাবে নির্যাতনের মুখোমুখি হয়েছি। আপনি আমাদের কীভাবে আশ্বস্ত করবেন যে আগামীতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সত্য বলা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা অব্যাহত থাকবে?
ড. ইউনূস : আপনি ১৫ বছর পর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ঢুকতে পেরেছেন। এই ১৫ বছরে আপনাকে ঢোকার সুযোগ আগের সরকার দেয়নি। এই যে সরকারের কাছে যেতে পারাটা, এটা হিমালয় পর্বত অতিক্রমের মতো। এখন অতিক্রম হয়ে গেছে। এখন তো কোনো বাধা আপনার জন্য নেই। আপনি কখন আসবেন, কখন যাবেন, কখন চাইবেন, সেটা আপনার ওপর নির্ভর করবে। আমাদের এটার ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। *প্রথম আলো* পত্রিকা কার কাছে যেতে পারবে, কার কাছে যেতে পারবে না, সেই নির্দেশ দেওয়ার মালিক তো আমি নই। কারা বিজ্ঞাপন পাবেন, আর কারা বিজ্ঞাপন পাবেন না, সেটা বলার কোনো ক্ষমতা আমার নেই। আমরা এই ক্ষমতা চাই না। কেন আমরা সেই ক্ষমতা নিতে যাব। আপনারা মন খুলে লেখেন। সমালোচনা করেন। না লিখলে আমরা জানব কী করে যে কী হচ্ছে আর কী হচ্ছে না। আমরা তো ফেরেশতা নই যে সবকিছু ঠিকমতো হয়ে যাচ্ছে। কাজেই আপনারা বললে আমরা একটু সতর্ক হই।

প্রথম আলো : তারপরও তো কতগুলো আইনকানুনের ব্যাপার আছে। বিধিমালা-নীতিমালা রয়েছে। পুরোনো আইন আছে, যেগুলো ক্ষতিকর মতপ্রকাশের স্বাধীনতার জন্য।
ড. ইউনূস : সে জন্য আমরা মিডিয়া কমিশনের কথা বলেছি। মিডিয়া কমিশন আমাদের ধরিয়ে দেবে, হয় আইনগুলো পাল্টানো দরকার, না হলে বাতিল করে দেওয়া দরকার। আমরা এখানে কোনো আইনের জন্য লড়াই করছি না। আমাদের তো কোনো স্বার্থ নেই; যাতে পরবর্তী সময়ে কোনো প্রজন্ম এই অভিযোগ আমাদের দিতে না পারে যে এরা বাধার সৃষ্টি করে গেছে।

প্রথম আলো : একটা প্রশ্ন আছে, আপনারা কত দিন দায়িত্বে থাকবেন? নির্বাচন কবে দেবেন? কথা এসেছে দেড় বছর, দুই বছর। অনেকে আবার বলেন তিন বছর। এমন কোনো সময়সীমা নির্ধারণের সুযোগ আপনার হয়েছে?
ড. ইউনূস : আমরা নিজেদের মধ্যে এ বিষয়ে আলাপ করি। আমাদের কাছে কাজটা তো পরিষ্কার। এ কাজটা হলো নির্বাচনের প্রস্তুতি। এই কাজটা আমাদের শুরু করে দিতে হবে। কাজেই নির্বাচনের প্রস্তুতির একটা স্ট্রিম চলতে থাকবে। তার সঙ্গে সংস্কারের কাজ। দুটি একসঙ্গে যাবে। এটি কোনো আলাদা জিনিস নয়। একটা শেষ করে আরেকটা ধরব। নির্বাচনের প্রস্তুতি দিয়ে নির্বাচন চলবে। কখন, কোথায় কী করা যায়, কত দূর যাব। আবার সংস্কার। কারণ, সংস্কার হলো আমাদের কেন্দ্রবিন্দু। এই নির্বাচনটা হচ্ছে সংস্কারকে এস্টাবলিশ করার জন্য। কাজেই যখন দেখা যাবে নির্বাচনের প্রস্তুতিও হয়ে গেছে, সংস্কারের কাজ গোছানো হয়ে গেছে। এক্সিকিউট করা হয়নি। তখন প্রশ্ন উঠবে, সংস্কারটা করে যাবেন নাকি নির্বাচনে চলে যাবেন। এটা আপনাদের বিষয়। আমরা প্রস্তুতিটা চালিয়ে যাব। আপনারা দেখবেন আমরা কোনটাতে কত দিন খাটাচ্ছি। এটা আপনাদের দৃষ্টিতে থাকবে। কাজেই সময় বেঁধে দিলাম এর মধ্যে দেব। এর মধ্যে যা পান দিয়ে যান, এ রকম তো বিষয়টা না। বিষয়টা হলো দুটি প্রস্তুতি থাকবে। যদি বলেন যে নির্বাচন দিন। নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত তো আমরা আছি। আগে নির্বাচন হলে সেটা ভুল কাজ হবে। আরেকটা হতে পারে আগে সংস্কারটা করে দেন। নির্বাচনটা পেছনে রেখে এসেছি, যাতে আমরা সময়টা পাই। আমরা নির্বাচন এবং সংস্কার একই গতিতে যাব। এক জায়গাতে গিয়ে নির্বাচনের কাজ সমাপ্ত হয়ে যাবে। যেকোনো তারিখ ঘোষণা করলে নির্বাচন হয়ে যাবে। বলব যে আমরা কি নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করব নাকি আরেকটু এগিয়ে যাব। সেভাবেই সময় নির্ধারণ হবে।

প্রথম আলো : তার মানে নির্বাচনের সময়সীমার বিষয়টি সংস্কারের ওপর নির্ভর করছে?
ড. ইউনূস : অনেকটা নির্ভর করে। পুরো জিনিসটা হচ্ছে আপনারা কী চান, সেটার ওপর নির্ভর করছে। তারিখ ঘোষণা করে আমার কী লাভ। যদি কেউ মনে করে ওদের একটা অভিসন্ধি আছে। বহুদিন ধরে থাকতে চায়। আপনি তাঁদের (উপদেষ্টাদের) চেহারাগুলো দেখেন। সব বন্দীর মতো রয়েছে, আমাদের ছেড়ে দিন আমরা যাই। কেউ কেউ বলে যে আমি তো ছেলেমেয়ে নিয়ে বাঁচতে পারব না। আমাকে যে বেতন দেন, আমি একটা ছেলেকে বিদেশে পাঠাই। খরচ দিতে হয়, আমি কোথা থেকে দেব। তাড়াতাড়ি শেষ করে দেই আমরা—এই হলো আমাদের অবস্থা। আমরা কেউ থাকার দিকে নই। আমরা চাই বিষয়গুলো যেন সঠিক হয়। সেটাই আমাদের লক্ষ্য। বারবার যে কথাটা বলছি, এ জাতির জীবনে এই সুযোগ আর আসবে না। এই সুযোগ তো এখন আছে। সুযোগটা পুরোপুরি ব্যবহার করুন। আমাদের উপলক্ষ করে কাজটা আপনারা করেন। যেন আমরা সবাই মিলে বলতে পারি আমাদের সুযোগ এসেছিল, আমরা সেই সুযোগটা গ্রহণ করেছিলাম। কেউ যেন না বলে সুযোগ এসেছিল, আমরা সেই সুযোগ গ্রহণ করিনি। তোমরা পারোনি।

প্রথম আলো : সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব—এটাই আমাদের পররাষ্ট্রনীতি। এবং এই নীতি নিয়েই আমরা চলি। আমাদের দেশের ভৌগোলিক এবং ভূরাজনৈতিক কারণে নানা দেশের সঙ্গে নানা অবস্থান আমাদের নিতে হয়। ভারত আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। অতি সম্প্রতি দুই দেশের সম্পর্কে কিছুটা উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। কথায়, আচরণে, ব্যবহারে তার প্রকাশ ঘটছে। এই অবস্থার পরিবর্তন, দুই দেশের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক হয় এবং তা যেন ভারসাম্যমূলক হয়, এ জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?
ড. ইউনূস : আমাদের দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হতে হবে। এর কোনো ব্যত্যয় নেই। এটা তাদেরও দরকার, আমাদেরও দরকার। এটা অর্থনীতি, নিরাপত্তা, পানির প্রবাহ—যে দিক থেকেই চিন্তা করুন না কেন। একে অপরকে ছাড়া চলা তো আমাদের জন্য মুশকিল হয়ে যাবে। কাজেই এটা স্বাভাবিক যে আমাদের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ হতে হবে, সুসম্পর্ক হতে হবে সবকিছুতেই। কারও মনে যাতে এমন ধারণা না হয় যে কেউ কারও ওপর কিছু চাপিয়ে দিচ্ছে। সার্বভৌম দুটি দেশের মধ্যে যে ধরনের সুসম্পর্ক হয়, সে ধরনের সম্পর্ক এটা। এটা আমরা সব সময় চেষ্টা করে যাব। হয়তো ভারত মনঃক্ষুণ্ন হয়েছে যে সমস্ত ঘটনা বাংলাদেশে ঘটেছে তাতে। তারা এই পরিবর্তনগুলো পছন্দ করেনি। এটা তাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে, সারা পৃথিবী যখন আমাদের গ্রহণ করছে, তারা আমাদের গ্রহণ না করে কোথায় যাবে। যেহেতু তাকে সুসম্পর্কে আসতে হবে এটা এমন নয় যে আমরা তাকে বাধ্য করছি। এটা তার নিজের কারণেই প্রয়োজন। আমাদের প্রয়োজনে যেমন তাদের দরকার, তেমনি তাদের প্রয়োজনে আমাদের দরকার। কাজেই সাময়িক বিষয়গুলো আমাদের ভুলে যেতে হবে। কে কার সম্পর্কে কী বলল, কটু মন্তব্য করল, এগুলো বলে লাভ নেই। এগুলো কথার ফুলঝুরি। মূল জিনিসটা হলো আমাদের সুসম্পর্ক করতে হবে। সেজন্য যা কিছু দরকার, সেটা নিয়ে আমাদের অগ্রসর হতে হবে।

আমি বারে বারে সার্কের কথা বলে এসেছি। এবারও বলেছি। উৎসাহ ছিল। সার্কের সরকারপ্রধানেরা আমার সঙ্গে বৈঠক করেছেন। কিন্তু শুধু ভারতের সঙ্গে আমার বৈঠকটা হলো না। না হলে সবার সঙ্গে আমার বৈঠক হয়েছে। শ্রীলঙ্কা আসতে পারেনি। কারণ, মাত্র সে প্রেসিডেন্ট হয়েছে। আসলে তার সঙ্গেও বৈঠক হতো। কাজেই আমরা চেষ্টা করছি অন্তত আনুষ্ঠানিকতার খাতিরে হলেও সার্কের দেশগুলো দাঁড়িয়ে একটা ছবি তুললাম, এই সার্কের সঙ্গে আমরা একত্রে আছি।

প্রথম আলো : তার মানে আপনারা পররাষ্ট্রনীতিতে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কটাকে ভারসাম্য করার ওপর প্রাধান্য দিচ্ছেন?
ড. ইউনূস : সম্পর্কটাকে অত্যন্ত মজবুত করা এবং একই সঙ্গে সার্ককে জোরদার করা।

প্রথম আলো : সার্ককে আপনি অনেকটা সামনে নিয়ে এসেছেন। এক দশক ধরে সার্কের কার্যকারিতা নেই।
ড. ইউনূস : সার্কের জন্ম থেকে আমি এটার পেছনে আছি। আমি মনে করি যে এটাই আমাদের ভবিষ্যৎ। ইউরোপীয় ইউনিয়ন যদি এত ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব-বিভেদ থাকা সত্ত্বেও জোট করে ঘনিষ্ঠভাবে চলতে পারে, আমাদের তো ওই রকম দ্বন্দ্বের কোনো ইতিহাস নেই। আমরা কেন পারব না? একত্রে হলে আমাদের কত সুযোগ-সুবিধা বেড়ে যেত। সার্কে আমাদের ঘুরেফিরে আসতে হবে, সেটা আমরা সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি। আমার সঙ্গে যাদের দেখা হয়েছে, তারা সবাই বলেছে আমরা সার্ক চাই।

প্রথম আলো : কিন্তু প্রধান সমস্যা তো ভারত আর পাকিস্তানের সম্পর্কটা?
ড. ইউনূস : ওটা তো সমাধান করা যায়। সমস্যা হলেই যে রাখতে হবে বলে তো কথা নেই। এটার সমাধান আছে তো। আমি সার্ক রাখব এবং এই সমস্যা জিইয়ে রাখব, ওটা তো হবে না। সমস্যার যে শেষ সমাধান হতে হবে, তা না। একটা মোটামুটি সমাধান সার্ক চলার মতো আমরা করতে পারি। যে সমস্ত বিষয় আপনি স্থগিত রাখতে চান, পাকিস্তানের সঙ্গে সেগুলো রেখেও তো এগোনো যায়। কাজেই এটা আমার একটা বড় নীতি থাকবে, আমি চেষ্টা করব।

আরেকটা হলো আসিয়ান। আসিয়ানের সদস্যপদ আমরা যেন পাই। তাহলে সার্ক একদিকে আর আসিয়ান একদিকে, মাঝখানে বাংলাদেশ। দুই জোটের সঙ্গে একত্রে থাকলাম। তাহলে আমরা একটা বৃহত্তর অবস্থানে থাকলাম।

প্রথম আলো : আসিয়ানে যোগ দেওয়ার বিষয়ের সঙ্গে কি অর্থনৈতিক, ব্যবসায়িক, কূটনৈতিক নাকি অন্য কোন দিক আছে?
ড. ইউনূস : মূলত অর্থনৈতিক। বিরাট বাজার, এই বাজারের সঙ্গে আমরা সংযুক্ত হলাম। ইন্দোনেশিয়া বলে যে একটা দেশ আছে, বাংলাদেশের মানুষ তো খবরই রাখে না। বিশাল এক দেশ আসিয়ানের অন্তর্ভুক্ত। এখন আমরা তাকে অবহেলা করে ফেলে রেখেছি। অথচ আমাদের দরকার ছিল তাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা। তাদের সুযোগ-সুবিধা আমাদের গ্রহণ করা। আমাদের জগৎটাকে বৃহত্তর পরিমণ্ডলে নিয়ে আসা।

প্রথম আলো : আপনার একটা বিখ্যাত বক্তৃতা শুনেছিলাম অনেক বছর আগে, গ্রোয়িং আপ উইথ টু জায়ান্টস, ইন্ডিয়া অ্যান্ড চায়না? ভারতের পর চীনের সঙ্গে সম্পর্কটাকে আপনি কীভাবে দেখেন?
ড. ইউনূস : বহু বছর আগে আমি বলেছিলাম এটা আমাদের একটা বড় সুবিধা। আমরা যে দুই বিশাল অর্থনীতির মাঝখানে আছি, এটা আমাদের দুর্বলতা নয়, সবলতা। দুই দেশের কাছ থেকে আমরা শিখব। দুই দেশ আমাদের বাজার হবে। দুই দেশই আমাদের কাছে আসবে। এই দুই দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই আমাদের চলতে হবে। এটা আমাদের সুযোগ।

প্রথম আলো : এরই মধ্যে তো চীনের সঙ্গে আমাদের একটা বড় ধরনের অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তাদের কাছ থেকে এখন কী আশা করেন?
ড. ইউনূস : চীনের শক্তি আর সামর্থ্য তো ক্রমাগতভাবে বাড়ছে। ক্রমাগতভাবে দেশটিতে সায়েন্টিফিক ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। কাজেই তার সঙ্গে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে বহু সুযোগ আছে। বহু জিনিস তার দরকার নেই, সেগুলো আমরা নিয়ে নিতে পারি। আমাদের দেশে সেগুলো আসতে পারে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাত একটি বিষয়। আমি চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছি, তিনিও সম্মতি দিয়েছেন। এ সমস্ত জিনিস তাদের লাগছে না। তাদের বাজার সংকুচিত হয়ে গেছে, আমেরিকানরা তাদের জিনিস কিনবে না। নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। কাজেই আমি বললাম যে তোমাদের ওই শিল্পগুলো এখানে রিলোকেট করো। এখানে দাও। আমরা উৎপাদন করে সারা দুনিয়ায় বিক্রি করি। সোলার এনার্জির সুযোগ তো ক্রমাগত বাড়বে, কমবে না। কাজেই আমরা সেই সুযোগটা গ্রহণ করি। এবার জাতিসংঘে গিয়ে সবার কাছে বলেছি, নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে আমরা এক নম্বর হতে চাই। কে কত রিনিউয়েবল এনার্জি দেবে, কোন কোন সূত্রে দেবে...নেপালের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার সময় তিনি বললেন, আপনার যত হাইড্রো এনার্জি দরকার নিয়ে যান। আপনার যত বিদ্যুৎ দরকার আমরা দেব। টাকারও অসুবিধা নেই। শুধু বিষয়টি হচ্ছে ভারতের মাঝখান দিয়ে ট্রান্সমিশন লাইনটা। এটা আমরা ভারতের সঙ্গে আলাপ করে করব।

প্রথম আলো : আপনি যে ভারতের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার কথা বলছেন, এখানে তো মাঝে মাঝে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।
ড. ইউনূস : অন্তত হাইড্রো ইলেকট্রিসিটি আনা বা সোলার এনার্জি করার ব্যাপারে চীনের সঙ্গে ভারতের দ্বন্দ্ব হবে বলে মনে হয় না। এটা তো কারও বিপক্ষে যাচ্ছে না।
প্রথম আলো : বাংলাদেশের তো একটা স্ট্র্যাটেজিক লোকেশন আছে। ভূরাজনীতির একটা বিষয় তো আছেই। সেখানে তারা একে অন্যকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। এ জায়গায় নিজেদের প্রভাববলয়টা রাখতে চায়।
ড. ইউনূস : চিন্তাগুলো পরিষ্কার করতে হবে, নতুনভাবে চিন্তা করতে হবে। সেখানেও সংস্কার দরকার। আগের মতো করে একই ভঙ্গিতে চিন্তা করলে তো হবে না। আমরা ভারত থেকে বিদ্যুৎ আনছি না! তাহলে নেপাল থেকে আনলে সমস্যা কোথায়! এবং সেটা হাইড্রো। যেটার জন্য আমাদের পৃথিবী সর্বনাশ হয়ে যাবে!

আমি বারবার বলে যাচ্ছি, আমাদের তিন শূন্যের পৃথিবী গড়তে হবে। তিন শূন্যের পৃথিবী হলো সমাধান, এর আগে-পরে কোনো সমাধান নেই। জিরো নেট কার্বন এমিশন, জিরো ওয়েলথ কনজাম্পশন, জিরো আনএমপ্লয়মেন্ট। এই তিনটাকে সামনে রেখে আমাদের সব চিন্তাভাবনাকে সামনে আনতে হবে। আমাদের শুধু উন্নয়নের পেছনে ঘুরলে তো হবে না। আমাদের এটাকে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য করে ফেলতে হবে। এটা উন্নয়নের মহাসড়ক নয়, এটা সামাজিক সমঝোতার মহাসড়ক। এই সামাজিক সমঝোতা এবং আবহাওয়ার সমঝোতা না হওয়া পর্যন্ত হবে না। এ জন্য নেট কার্বন এমিশন নাম্বার ওয়ানে। তারপর হবে জিরো ওয়েলথ কনজাম্পশন। সম্পদের সদ্ব্যবহার।

প্রথম আলো : জো বাইডেন প্রথার বাইরে গিয়ে আপনার সঙ্গে বৈঠক করলেন। তারপর ব্লিঙ্কেনের সঙ্গে আপনার আলোচনা হলো। তাঁদের সঙ্গে তো আপনার অনেক কথা হলো। যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে কী বার্তা পেলেন আপনি?
ড. ইউনূস : বার্তা হচ্ছে, তারা খুশি। আমি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে গিয়েছি। নতুন যে বাংলাদেশ হবে, সে ব্যাপারে তারা আনন্দিত। দুর্নীতিমুক্ত একটা দেশ হবে। সামাজিক দিক থেকে উন্নত একটা দেশ হবে। আমরা বলে এসেছি যে পরিবর্তন হবে, সংস্কার হবে। এই বার্তাগুলো তারা গ্রহণ করেছে। তারা বলেছে, তোমাদের যা যা সাহায্য করতে পারি, আমরা করব। কাজেই এটা একটা আশ্বাস পাওয়া গেছে। এবং দেখলাম যে এ ব্যাপারে তারা আগ্রহী। এটা এমন নয় যে কথাবার্তা বলে, দেওয়ার বেলায় কিছু পাইনি। আমরা দুটো বিষয়ে এমফেসাইজ করেছি জাতিসংঘে। শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয়, জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কানাডা—যাদের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে, তাদের সবার সঙ্গেই। আমাদের বাংলাদেশের সঙ্গে আগে যেভাবে লেনদেন হতো, সেটার চিন্তা থেকে বের হয়ে যেতে হবে। এখন আমরা বড় আকারে যেতে চাই, বড় চিন্তার মধ্যে যেতে চাই। আমাদের আদান-প্রদান সেই প্ল্যাটফর্মের ওপর হতে হবে। প্রথমত চিন্তাটা ভিন্ন করতে হবে। অতীতের চিন্তা, অতীতের ক্রমধারায় করলে হবে না। দ্বিতীয়ত দ্রুত করতে হবে। আমরা অন্তর্বর্তী সরকার যদি কাজ দেখাতে না পারি, তাহলে মানুষ উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে। কাজেই তুমি যদি দিতে দিতে এমন সময় লাগালে অন্তর্বর্তী সরকার চলে গেল, আরেকটা সরকার এসে কয়েক বছর কাটিয়ে গেল, তারপর এটা দেওয়া শুরু হলো। তখন এটা হয়তো কাজে লাগবে না। অতীত হয়ে গেছে। কাজেই মানুষের মাঝে উৎসাহ থাকতে থাকতে টাকাটা দাও। যাতে করে আমরা কাজগুলো করতে পারি। বর্তমানে আমাদের অর্থনীতির অবস্থা ভালো না। কাজেই এটাকে সবল করতে হলে তোমাদের সাহায্য দরকার। কাজেই যে অর্থনীতি আছে, এটা ভাঙাচোরা আর লুটপাট করা অর্থনীতি। এই লুটপাট করা অর্থনীতিকে সোজা করতে হলে আমাদের সাহায্য দরকার। সেই জিনিসগুলো আমরা বারবার বলেছি।

প্রথম আলো : আপনি বৈঠকের পর তো বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলসহ সবার কাছ থেকে সহযোগিতার নতুন নতুন আশ্বাসও পেয়েছেন।
ড. ইউনূস : সবার কাছ থেকে। বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকসহ সবাই।

প্রথম আলো : সবকিছু নিশ্চয় আপনাকে নতুন করে আশাবাদী করে তুলেছে?
ড. ইউনূস : নিশ্চয়। জাতিসংঘে যে রকম উৎসাহ আমি দেখেছি, শুধু বড় রাষ্ট্রই নয়, ছোট রাষ্ট্র; আমাদের সার্কভুক্ত রাষ্ট্রগুলো প্রত্যেকের উৎসাহ। প্রত্যেকে বলেছে, আমরা আছি। কী করতে হবে আমাদের বলেন। ইতালির প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বললাম, কানাডার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বললাম, সবাই উৎসাহী। ইতালির প্রধানমন্ত্রী বললেন, তোমরা তো বাংলাদেশের মানুষ যথেষ্ট আসো, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। আমরা লিগাল ওয়েতে কীভাবে আনতে পারি, সেটার জন্য চেষ্টা করি। ইতালির রাষ্ট্রদূত আজ আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনিও বিষয়টি কীভাবে লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্কে নিয়ে আসা যায়, সে বিষয়ে কথা বলেছেন।

প্রথম আলো : আপনি সব সময় জাতীয় ঐক্য, জাতীয় সমঝোতার কথা বলেন। এটাও ঠিক যে আমাদের দেশে রাষ্ট্রের যে মূলনীতিগুলো, সেখানে যদি ঐকমত্য তৈরি করতে না পারি, তাহলে চলা খুব মুশকিলের। আমরা চারপাশে বিভক্তি দেখি। দলাদলি দেখি। এ থেকে বের হবেন কী করে? সেখানে আমাদের সম্মিলিত প্রয়াসটা কী হওয়া উচিত?
ড. ইউনূস : শুধু যদি গত ১৫ বছরই ধরি, আমরা তো শুধু দলাদলি শিখেছি, বিভক্তি শিখেছি, দূরত্বই শিখেছি। কে কাকে মারবে, কাটবে, কেড়ে নেবে, কাকে কত দূরে সরাবে, কাজেই সে সংস্কৃতি থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে।

মিডিয়ার অধিকার রক্ষা করতে বলছেন, একইভাবে মানুষের অধিকার রক্ষার কথা বলব। মানুষ যেন কথা বলতে পারে। বলার অধিকার তার কাছ থেকে কে কেড়ে নেবে? মত ভিন্ন হতে পারে। ওই যে বললাম, আমরা একটি পরিবার। আমাদের মতের বিভেদ থাকতে পারে, আমরা কেউ কারও শত্রু নই। এই কথাটা যদি আমরা মনে রাখি, আমরা শত্রু নই।

আমরা যেকোনো উপলক্ষ বানিয়ে শত্রু বানিয়ে ফেলি। কীভাবে শত্রু বানাতে হয়, শত্রু বানানোর প্রক্রিয়াটাকে আমাদের আগের সরকার ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছে। আপনাকে শত্রু বানিয়েছে, আমাকে শত্রু বানিয়েছে, এখানে কতজনকে শত্রু বানিয়েছে, আপনি দেখেন। খালি শত্রু, শত্রু যে কঠিন শত্রু। এমন যে সে দেশের শত্রু, শুধু আমার শত্রু না। ওই ভঙ্গিতে নিয়ে গেছে। কাজেই ওই সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসতে হবে। আজকে সংস্কারের জন্য আমরা গলা ফাটাচ্ছি কেন? সেই সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসতে হবে।

প্রথম আলো : আপনি যে কথাটি বললেন, স্বপ্নের কথাটা। একটা জাতীয় ঐক্য। এ ধরনের কোনো উদ্যোগ নেওয়ার বাস্তবতা কি আছে?
ড. ইউনূস : আপনারা বলেন, আপনারা পত্রিকায় লেখেন। শুরু করেন, কথা বলেন। যদি এটা কাজে লাগে, একত্র করা, সবাই একমত হওয়া। একমত হওয়ার কাজে। একমত হতে হবে না, একত্র হতে হবে। মত যার যার হতে পারে। নানা মত থাকবে। বাপে ছেলের মতে বা মেয়ের মতে একমত হয় না, দেশের একমত কেমনে হবে? মত থাকবে কিন্তু আমরা একমত হব।

প্রথম আলো : আপনি যে কমিশনগুলো করলেন, সে কমিশনগুলোর মধ্য দিয়েও তো আলোচনা আসতে পারে।
ড. ইউনূস : আসতে পারে। আপনারা তাদের উৎসাহিত করুন।

প্রথম আলো : শেষ পর্যন্ত আমরা সংস্কার করি, নির্বাচন করি, সরকার করি, ভবিষ্যতে যদি এগোয় সেখানে যদি সমঝোতা না হয়, তাহলে তো এগুলো অগ্রসর করে নেওয়া কঠিন। তো সেখানে আমি মনে করি আপনার একটা বড় ভূমিকা নেওয়ার জায়গা আছে, উপদেষ্টামণ্ডলীর প্রধান হিসেবে, ব্যক্তি হিসেবে। আমাদের জন্য বর্তমানে এই ঐক্য সমঝোতাটা খুবই জরুরি হয়ে গেছে।
ড. ইউনূস : ঐক্যের জন্য একটা বিষয় লাগে। কী নিয়ে ঐক্যটা সৃষ্টি হবে, সবাই যাতে মানে এ জন্য আসে। অন্তর্বর্তী সরকারের ঐক্যটা আসলো সংস্কার থেকে। সংস্কার বিষয়ে যদি একমত হই, সেটা কিন্তু একটা মস্ত বড় ঐক্য। যে যত মত আছে, আমরা সংস্কারে একমত।

প্রথম আলো : সংস্কার মানে পরিবর্তন?
ড. ইউনূস : পরিবর্তন, আমরা অতীতে ফিরে যেতে চাই না, এটার চেয়ে বড় ঐক্য আর হতে পারে না। আমরা যদি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারি, দেখবেন বাকি কাজটা সহজ হয়ে যাবে। ঠুনকো সংস্কার না, লোকদেখানো সংস্কার না, একদম ফান্ডামেন্টাল সংস্কার। এটা এমনভাবে করব আর কেউ পাল্টাতে পারবে না।

প্রথম আলো : আর এই ঐক্যটা তো আমরা দেখলাম জুলাই-আগস্টে।...
ড. ইউনূস : কী সুন্দর একটা ঐক্য হঠাৎ করে জমেছিল! পাথরের মতো সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ করে সব চুরমার হয়ে গেল। বলে যে আমরা এক।

প্রথম আলো : তার অর্থ হলো, ঐক্য সম্ভব।
ড. ইউনূস : অসম্ভব নয় তো! গত দুই মাস আগের ঘটনা তো। ঐক্য হলো তো। সারা দেশ এক হয়ে গেল। কোনো বিভেদ ছিল না। যে যত কথা বলে, ধর্মীয় পার্টি বলেন, বাম বলেন, ডান বলেন, মাঝ বলেন—সব এক। একটা ব্যাপারে একমত, আমরা এটা চাই না, পুরোনো অতীত শেষ।

প্রথম আলো : শিশু, কিশোর, তরুণ...
ড. ইউনূস : সব, কেউই বাদ যায়নি। এই শক্তিটা যেন আমরা ভুলে না যাই। আমরা নানা কথার মধ্যে এগুলো ভুলে যাই। এই দুই মাসের মধ্যে আমরা ভুলে যেতে আরম্ভ করেছি। এটা যেন না হয়। এই সময়টাকে আমরা যেন রক্ষা করতে পারি। এই পিরিয়ডের ঐক্যটা এমনভাবে করব, যাতে তা স্থায়ী হয়ে যায়। যাতে করে ওই সংস্কারগুলোর মাধ্যমে একটা কাঠামোর রূপ আমরা দিতে পারি।

প্রথম আলো : কী বার্তা দেবেন দেশের মানুষের জন্য?
ড. ইউনূস : আমার একটাই কথা—সংস্কার, সংস্কার, সংস্কার। সংস্কারের জন্য সবাই ঐক্যবদ্ধ হোন। এই সুযোগ আর আসবে না। প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান মুহূর্ত। কাজেই এটা নিয়ে দ্বন্দ্বের মধ্যে যাবেন না। সংস্কারে কী কী বিষয় হবে, সেটা নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা করেন। কিন্তু সংস্কার, এটা করে যেতে হবে। দুই দিন পর যদি বলেন সংস্কার বাদ দেন, আমরা নির্বাচন করে চলে যাই, ওটা যেন না হয়। সংস্কার না করে যেন নির্বাচন না করি। এটা আপনাদের সবার কাছে আমার আবেদন। এই সুযোগ হারাবেন না।

প্রথম আলো : আপনাকে ধন্যবাদ।
ড. ইউনূস : আপনাকেও ধন্যবাদ।

(ঈষৎ সংক্ষেপিত)
(শেষ)

প্রথম আলোর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের এক পর্যায়ে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। গত বুধবার প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে। ছবি : প্রথম আলো

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ শ্যামলী পার্কের দক্ষিণ পশ্চিম কর্নার, বাবর রোডে, পার্কিং, লিফট জেনারেটর+স্বল্প ব্যবহৃত, ১৬১০ ব.ফু., ৫ম তলার দক্ষিণমুখী ফ্ল্যাট। # ০১৬২৮৮৮৬৬৬৮। সি-৬০০৭৭৮

✱ লালমাটিয়া বি-ব্লক মসজিদ সংলগ্ন ১৬০০ বর্গফুটের রেডি ফ্ল্যাট। ম্যাজিক ব্রিকস হোল্ডিংস লি.। মোবা : ০১৭০৪১৭০০৭৮, ০১৭০৪১৭০০৭৭। মো.বু-৬০০৭৬৪

✱ পশ্চিম ধানমন্ডি শংকরে ১৩৪০ বর্গফুটের নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট। ম্যাজিক ব্রিকস হোল্ডিংস লি.। ০১৭০৪১৭০০৭৭, ০১৭০৪১৭০০৭৮। মো.বু-৬০০৭৬৫

✱ বারিধারা ডিপ্লোমেটিক জোনে জাতিসংঘ সড়কে মনোরম পরিবেশে তিন বেডের ৪৩৮১ বর্গফুটের আকর্ষণীয় ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : ০১৮৪৪৬০০৩৫৩, ০১৮৪৪৬০০৩৫১। সি-৬০০৮৬২

✱ শ্যামলী রিং রোড-সংলগ্ন মোহাম্মদপুর এবং আদাবরে নিরিবিলি পরিবেশে ৮৯০-১৮২০ ব.ফুটের দক্ষিণমুখী প্রায় রেডি/নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৮১০০৩২৫১২, ০১৮১০০৩২৫১৪। মো.বু-৬০০৭৬৬

✱ ধানমন্ডি ৫নং সড়কে ৩০০০, ২৩২৮ বর্গফুট এবং ১২ এ সড়কে ২২০০, ৪৪০০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : ০১৮৪৪৬০০৩৫১, ০১৮৪৪৬০০৩৫৩। সি-৬০০৮৬১

✱ রেডি ফ্ল্যাট : উত্তরা ১৬৭০, সাভার ডিওএইচএস ১৩৯০, গেন্ডারিয়ায় ৭৮৫, ৯৮৫, কাকরাইল ১৬৫০ ও ওয়ারীতে ৯৮৫ বর্গফুট ফ্ল্যাট বিক্রয়। ফোন : ০১৮২৯-৪৩১০৩৯, ০১৭৩৪২০৯৯৯৮। সি-৬০০৮৫৪

✱ দক্ষিণমুখী প্রায় রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়-পূর্ব রামপুরা পোস্ট অফিসের গলিতে ১৫৩২ ও ১৩০৮ ব.ফু.। ০১৭১৩১৭৮৬০৪, ০১৭১৩১৭৮৬০৬। টিবু-৬০০৮৬৯

✱ বসুন্ধরা এফ-ব্লকের প্রাইম লোকেশনে নির্মাণাধীন ১৮০০ বর্গফুটের নির্মাণাধীন দক্ষিণমুখী সিঙ্গেল ইউনিট ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭১৩৩৭৭৮৮৫, ০১৭১৩৩৭৭৮৮৬। টিবু-৬০০৮৭৮

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ বসুন্ধরা বারিধারা আ/এ, আই-ব্লকে ওয়ালটন অফিসের সন্নিকটে ১৭০০-২৩৫০ ব.ফুটের নির্মাণাধীন বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রয় হইবে। ০১৭১২০০৫৬৩৩। টিবু-৬০০৮৭৭

✱ বসুন্ধরা, আফতাবনগর, সাভার ডিওএইচএস-এর আকর্ষণীয় লোকেশনে প্রায় রেডি ১১৭৫-২১০০ ব.ফু. ফ্ল্যাট বিক্রয়। (এনপিএল)-০১৩২৯৭০৭৭২৬, ০১৯৬৬৬১১৮৫৩। সি-৬০০১১৩

✱ জলসিঁড়ি আবাসনে আর্মি হাউজিং ১৬নং সেক্টরে সেন্ট্রাল পার্ক, শপিংমল, মসজিদের পাশে ফেয়ার ফেইসড ২৮০০ ব.ফু. নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট। ০১৭১১০১৭৮৪৬। সি-৬০০৮৮৩

✱ মগবাজারে রেডি দক্ষিণমুখী ৮৩৪ এবং ১১৬৩ বর্গফুটের ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবা : ০১৭৪৮৫১৭৪৪৪, ০১৭৪১২২০০৯১। সি-৬০০৮৬৩

✱ বিশেষ ছাড়ে বসুন্ধরা আই-ব্লকে প্লেপেন স্কুলের কাছে ১৮০৯ ব.ফু. রেডি ও বনশ্রী, নবিনবাগ তিতাস রোডে ১২৩৪ ব.ফু. ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৮৯৪৪৪২৯৯৯, ০১৮৫৫৯১১১১১। মহাবু-৬০০৯০৪

✱ এয়ারপোর্ট টার্মিনাল-৩ ও ল্যা-ম্যারিডিয়ান হোটেল সংলগ্ন ৩/৪ বেডের রেডি/নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৫৫৫১১০২৬, ০১৭৫৫৫১১০২০। ডি-৬০০৯৩৮

পাত্র চাই

✱ ঢাকায় সেটেল্ড শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের মেধাবী কন্যা, এমবিবিএস ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ইন্টার্নিরত) (২৪-৫´-৩´´) সুন্দরী নামাজি পাত্রীর উপযুক্ত পাত্র। ০১৭৩২২৩১৩০৭। ডি-৬০০৮৭৪

✱ বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা ও/এলেভেল অস্ট্রেলিয়া হতে গ্র্যাজুয়েশন (২৬-৫´-৩´´) পাত্রীর পাত্র চাই। মোবাইল : ০১৬১৮-৮৭০৬৮৬/ ০১৬১৮-৮৭১০৪৫। ডি-৬০০৯৩৩

✱ শিল্পপতি পরিবারের বিবিএ (৫´-৪´´+২৪), ব্যারিস্টার (৫´-৫´´+২৭) সুন্দরীদ্বয়ের সরকারী/ বেসরকারী/ মাল্টিন্যাশনালে চাকুরীজীবি/ব্যবসায়ী পাত্র চাই। অনুসন্ধান : ০১৭১১৫৩২৫৭৬, ০১৭১২৮৩৪৭২৫। মহাবু-৬০০৯০৩

প্লট বিক্রয়

✱ পূর্বাচল সংলগ্ন ও আর্মি হাউজিং (জলসিঁড়ি) প্রকল্পের গা ঘেঁষেই ১০০% রেডি প্লট কাঠা নিম্ন ৫ লক্ষ টাকা। ০১৮৯৪৮০১৯২১। টিবু-৬০০৮৭৬

✱ ঢাকা-মাওয়া ৪০০´ ফিট এক্সপ্রেসওয়ে-সংলগ্ন, বাউন্ডারিকৃত হস্তান্তরযোগ্য রেডি প্লট বিক্রয় চলছে। ০১৩২৯৭১১৫৪৫। টিবু-৬০০৮৭৫

✱ পূর্বাচল ২৭নং সেক্টরের সাথে বালিভরাট চলমান, কাঠাপ্রতি মূল্য সর্বনিম্ন ২.৭৫ লক্ষ টাকা। ০১৮৪৪২৪৩৮৫৭। টিবু-৬০০৮৬৮

✱ পূর্বাচল আর্মি হাউজিং জলসিঁড়ি, আফতাবনগর, বনশ্রী সংলগ্ন ভরাটকৃত প্লট কাঠাপ্রতি ১৫ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা। মোবাইল : ০১৭০৮-৪৩৩৯২১। সি-৬০০৮৮১

✱ বারিধারা বসুন্ধরা পি-এক্সটেনশন ব্লকে প্লট ৩৮৯৫ রেজিস্ট্রেশন মিউটেশন করা ৪ কাঠা দক্ষিণ-পশ্চিম কর্নার। মোবাইল : ০১৭৩৭৫১২১৪৬, ০১৭১১২২৪১০২। যাবু-৬০০৯১৮

জমি বিক্রয়

✱ ঢাকার জুরাইন মৌজায় দেয়ালঘেরা সেমিপাকা বিল্ডিংসহ ৮.৫০ কাঠা জমি অতি সত্বর বিক্রয় হবে। মোবাইল : ০১৮৪৩৯৯৮৩৬৮। সি-৬০০৮৬৫

✱ জমির শেয়ার : মধুসিটি আ/এ, মোঃপুর-বসিলা ১০০´ সংযোগ রোডেই ১০ কাঠার কর্নার রেডি প্লটের শেয়ার। মূল্য : ১০,০০,০০০/- ব্যাংকারদের প্রজেক্ট # ০১৭১৪৯৭৩০৮৮, ০১৭০৭০০৯৭০৯। মহাবু-৬০০৯০২

ভাড়া হবে

✱ **অফিস :** গ্রীনরোডে ২য় ও ৩য় তলায় ১০৫০ বর্গফুট লিফট সুবিধাসহ (বীমা, এনজিও ও কর্পোরেট অফিস) ভাড়া হবে। মোবাইল : ০১৭১৫২৮৪৮৮০। ডি-৬০০৪৩৯

✱ **ভাড়া হবে :** ফ্যাক্টরি শেড/গোডাউন, সাভার হেমায়েতপুর ৭৫০০ বর্গফুট আধুনিক সুবিধাসহ শেড তিন দিকে প্রশস্ত রাস্তা সার্বক্ষণিক আনসার দ্বারা সুরক্ষিত। মোবাইল : ০১৭৯৯৬৬৯৪৪৭। যাবু-৬০০৯১৫

পাত্রী চাই

✱ বিসিএস ডাক্তার (৩২-৫´-৮´´) ম্যাজিস্ট্রেট (৩০-৫´-৯´´) পররাষ্ট্র (৩৪-৫´-৯´´) বুয়েট ইঞ্জিনিয়ার (৩৩-৫´-১০´´) সুদর্শন পাত্রের ম্যাট্রিমনি বাংলাদেশ হোম সার্ভিস। ০১৮৯৬২২৪৫৬৫। ডি-৬০০৯১২

✱ বিএসসি এমএসসি বুয়েট, বাংলাদেশ ব্যাংকের এডি বাবা-মা সরকারি কর্মকর্তা, ঢাকায় বসবাসরত (৩৩-৬´-০´´) সুদর্শন পাত্রের উপযুক্ত পাত্রী। ০১৭৩৩৮৯৪০২০। ডি-৬০০৯১১

✱ কানাডার সিটিজেন পাত্র, ট্রান্সপোর্টেশন ইঞ্জিনিয়ার, পিএইচডি কানাডা, এমএসসি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কানাডা (৩৪-৫´-৯´´) সুদর্শন পাত্রের পাত্রী চাই। যোগাযোগ : +৮৮০১৭৬৮১০৯৫৩৩। ডি-৬০০৯০৮

✱ আমেরিকার ইন্টেলে কর্মরত, (৩৩-৫´-৮´´), লন্ডনের ডাক্তার (৩৪-৫´-৭´´), কানাডার পিএইচডিধারী (৩৫-৫´-১০´´), অস্ট্রেলিয়ার ইঞ্জিনিয়ার (৩৬-৫´-১১´´) পাত্রদের সন্ধানে জহুরুল ভাই মহাখালী ডিওএইচএস। ০১৭১০৮১৩৭১৮। যাবু-৬০০৯১৬

✱ বাবা নেভি অফিসার সার্ভডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার পানি উন্নয়ন বোর্ড বিএসসি এমএসসি বুয়েট অভিজাত এলাকায় সেটেল্ড (৩১-৫´-৭´´) পাত্রের যোগাযোগ : ০১৯৩৯৫০০৭০৯। যাবু-৬০০৯১৭

✱ বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের পুত্র অস্ট্রেলিয়া হতে গ্র্যাজুয়েশন এবং এসিসিএ অধ্যয়নরত (৩১-৫´-৮´´) নিজ কোম্পানির ডিরেক্টর পাত্রের পাত্রী চাই। ০১৯৯২-৪৩৩৩২৮/০১৬১৮-৮৭১০০৩। ডি-৬০০৯৩৪

✱ বুয়েট গ্রাজুয়েট পিএইচডি (ইউএসএ) (৫´-৭´´+২৭), (৫´-৫´´+৩২), সিপিএ (কানাডা) (৫´-১০´´+৩৩), (৫´-৬´´+৩২) সুদর্শন পদস্থ কর্মকর্তাদের। “গুলশান মিডিয়া” # ৫৮৮১৪০৪৪, ০১৫৫৬-৫৯০৮৮৪, www.gulshanmedia.net মহাবু-৬০০৯০১

বাড়ি বিক্রয়

✱ পান্থপথ মেইন রোড সংলগ্ন স্কয়ার হাসপাতালের পাশে ৩ কাঠা জমিসহ ৫ তলা বাড়ি বিক্রি করা হবে। ০১৭১৫৪২৬৩৫৯। ডি-৬০০৮৫৬

পাত্রী চাই

✱ সপরিবার কানাডিয়ান সিটিজেন, বাবা-মা ঢাকা এবং কানাডায় বসবাস করেন, পাত্রের এডুকেশন ওলেভেল এলেভেল ঢাকা, বিএসসি সিএসই টরন্টো ইউনিভার্সিটি আইটি ইঞ্জিনিয়ার (৩২-৫´-৮´´) পাত্রের পাত্রী। ০১৭০৬৩১৯৩৩১। ডি-৬০০৮৭১

✱ ৪১তম বিসিএস অ্যাডমিন ক্যাডার, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, অনার্স মাস্টার্স ঢাবি বাবা সরকারি কর্মকর্তা (৩০-৫´-৮´´) পাত্রের জন্য ঢাকায় সেটেল্ড পরিবারের পাত্রী। ০১৭৯১৬৪৮৫৬৬। ডি-৬০০৮৭২

✱ ৩৮তম বিসিএস রেলওয়েতে কর্মরত। অনার্স মাস্টার্স ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (৩০-৫´-৯´´) জেলা : চিটাগাং। সুদর্শন পাত্রের পাত্রী চাই। যোগাযোগ : +৮৮০১৩৩২৫৬৫৮৭৭ (হোয়াটসঅ্যাপ) ডি-৬০০৮৬৭

✱ ৩৭তম বিসিএস পররাষ্ট্র ক্যাডার। বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার বুয়েট। ঢাকাতে বসবাসরত (৩৩-৫´-৮.৫´´) সুদর্শন পাত্রের পাত্রী চাই। যোগাযোগ : +৮৮০১৯৫৮৪৬১০৬৭। ডি-৬০০৮৬৬

✱ ঢাকায় সেটেল্ড সরকারি কর্মকর্তার জ্যেষ্ঠ পুত্র (৫´-৭´´+৩০) বিবিএ, এমবিএ ফিন্যান্স ঢাবি। সিনিয়র অফিসার জনতা ব্যাংক পাত্রের পাত্রী। ০১৭১৫৪৯৭৮৬৫। ডি-৬০০৯১৩

পাত্র-পাত্রী চাই

✱ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিসিএস ক্যাডার সকল ধরনের পাত্র-পাত্রীর সন্ধানে কাজ করে থাকি। ম্যাট্রিমনি, বাংলাদেশ, উত্তরা, হোম সার্ভিস। ০১৩১৫১৩১৩৫৭। ডি-৬০০৮৬৪

✱ সুপ্রতিষ্ঠিত বুয়েটের ইঞ্জিনিয়ার, বিসিএস ডাক্তার, পররাষ্ট্র, ম্যাজিস্ট্রেট, শিল্পপতি, সিটিজেনশিপ, হিন্দু সম্প্রদায়সহ নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। তামান্না আপা, হোম সার্ভিস। ০১৭৮৭৫১১৭১৭, tamannamediaonline@gmail.com ডি-৬০০৯১৪

✱ দীর্ঘ ১৫ বছর পাত্র-পাত্রী ম্যাচমেকিং-এর ক্ষেত্রে আস্থা, নিষ্ঠা, সততার মাধ্যমে অভিজাত উচ্চশিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত এবং পারিবারিক ধর্মীয় মূল্যবোধ বজায় রেখে কাজ করছে “ম্যারেজ সল্যুশন বিডি” “দৃষ্টি ভঙ্গি বদলান/জীবন বদলে যাবে”# ০১৭৪৫-৫৭৩৩৪৯/ ০১৬১৭০১৪১৪০। ডি-৬০০৯৩৫

পাত্রী চাই

✱ বিসিএস ক্যাডার পাত্রদের পররাষ্ট্র (৫´-৯´´-৩২) নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট (৫´-১০´´-২৯) রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে (৫´-৮´´-৩২) পিডব্লিউডি (২৯+৫´-১১´´) এএসপি (৫´-৯´´-৩০) ইনকামট্যাক্স (৫´-৭´´-২৮) সুদর্শনদের উপযুক্ত। ০১৯১১৬৭৪৯৩৯। ডি-৬০০৮৫৫

✱ অভিজাতে স্থায়ী প্রফেসর পিতা-মাতার পুত্র বিএসসি/ এমএসসি বুয়েট/এমবিএ (ঢা.বি.) গভ. চাকরিরত ঢাকায় পোস্টিং (৩১+৫´-১০´´) সুদর্শনের আর্জেন্ট দেশের/আমেরিকার। মোবা : ০১৬০৩৭৯৫৯৯৫। সি-৬০০৮৯০

✱ সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পরিবার, অভিজাতে স্থায়ী বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার বুয়েট এমএস/পিএইচডি অধ্যয়নরত ইউএসএ (২৯+৫´-৮´´) সুদর্শন, নামাজির আর্জেন্ট উপযুক্ত। ০১৮৮২৮৬৩৯২১। সি-৬০০৮৮৮

✱ অস্ট্রেলিয়ার সিটিজেন ডাক্তার (৩৩+৫´-১০´´) কানাডার সিটিজেন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (৩৩-৫´-৯´´) পাত্রদের উপযুক্ত লগন, গুলশান-১। ০১৭১৫২৫৯৭৮৭, ০১৭১০০৮৪০০৯, lagonmedia71@gmail.com সি-৬০০৮৮০

✱ বিএসসি এমএসসি ইইই বুয়েট, ঢাকা বেইজড আমেরিকান কোম্পানিতে কর্মরত, উচ্চশিক্ষিত পরিবার (৩০-৫´-৯´´) সুদর্শন পাত্রের জন্য পাত্রী। ০১৭৭৯০৬৪৯১১। ডি-৬০০৮৭০

পাত্র চাই

অবিবাহিত মুসলিম ডাক্তার পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। দেশ ও প্রবাসে বেড়ে ওঠা। নিউ ইয়র্কে বসবাসরত। বাংলাদেশ ও আমেরিকান নাগরিক। বাঙালি সংস্কৃতিমনা, ফর্সা, সুশ্রী বয়স ৩৩। ৫´-২´´। পরিবারের ঢাকা, দিনাজপুরে বাড়ি আছে। পাত্রকে ডাক্তার, প্রকৌশলী, ডেন্টিস্ট বা সমমান সম্পন্ন, শিক্ষিত, উদার ভদ্র, শান্ত, মধ্যবিত্ত, অধূমপায়ী হতে হবে।

যোগাযোগ : WhatsApp (347) 536-7571 (বাবা), মোবাইল : 01715285130, Email: jonakiralo60@yahoo.com

স্বাস্থ্যসংক্রান্ত পরীক্ষা

সৌদি বাদশাহ সালমানের ফুসফুসের সংক্রমণসহ স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বেশ কিছু পরীক্ষা রোববার সম্পন্ন হয়েছে। এএফপি

সংক্ষেপে

পাকিস্তান

বিস্ফোরণে চীনের দুই নাগরিকসহ নিহত ৩

পাকিস্তানের করাচিতে জিন্নাহ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে বিস্ফোরণের ঘটনায় কমপক্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দুজন চীনের নাগরিক। গত রোববার রাতে এ বিস্ফোরণের ঘটনায় আরও ১৭ জন আহত হয়েছেন। পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জিয়া উল হাসান লাঞ্জারের সন্দেহ, ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) ব্যবহার করে হামলা চালানো হয়েছে। জিও নিউজকে বিভিন্ন সূত্র বলেছে, করিমাবাদসহ করাচি শহরের বিভিন্ন জায়গায় বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। টেলিভিশন ফুটেজে দেখা গেছে, ঘটনাস্থলে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উড়ছে এবং আগুন জ্বলছে। আহত ব্যক্তিদের সবাইকে জরুরি চিকিৎসার জন্য জিন্নাহ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

জিও নিউজ

মেক্সিকো

দায়িত্বগ্রহণের এক সপ্তাহের মধ্যেই মেয়র খুন

মেক্সিকোতে দায়িত্ব নেওয়ার এক সপ্তাহের কম সময়ে এক মেয়র খুন হয়েছেন। নিহত আলেজান্দ্রো আরকোস মেক্সিকোর দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশ গুয়েরোর চিলপানসিঙ্গো শহরের মেয়র ছিলেন। গত রোববার দেশটির কর্তৃপক্ষ এ তথ্য জানিয়েছে। স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, আরকোসকে গলা কেটে হত্যা করা হয়। গত জুনে বিরোধী জোটভুক্ত দল ইনস্টিটিউশনাল রেভল্যুশনারি পার্টি (পিআরআই) থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। পিআরআইয়ের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্দ্রো মোরিনোর তথ্য অনুযায়ী, আরকোসের কয়েক দিন আগে সেখানকার আরেকটি শহরের কর্মকর্তা ফ্রান্সেসকো তাপিয়া খুন হন। মোরিনো জানান, আরকোস সপ্তাহের কম সময় আগে মেয়রের দায়িত্ব বুঝে নিয়েছিলেন।

এএফপি, *মেক্সিকো*

ইউক্রেন

কিয়েভের পক্ষে যুদ্ধ করা সেই রুশ কর্মী নিহত

ইলদার দাদিন, রাশিয়ার একজন সুপরিচিত সরকারবিরোধী কর্মী। ইউক্রেনে রাশিয়ার সেনাবাহিনী সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু করলে তিনি সরাসরি যুদ্ধ করতে নামেন। ইউক্রেনের পক্ষ নিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন তিনি। যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়েছেন ইলদার। সিভিক কাউন্সিল নামের একটি গোষ্ঠীর হয়ে যুদ্ধ করছিলেন ইলদার। ওই গোষ্ঠীর মুখপাত্র বিবিসিকে বলেন, ইলদার নিহত হয়েছেন। তিনি একজন নায়ক হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। উত্তর-পূর্ব ইউক্রেনের খারকিভ অঞ্চলে রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করছিল ফ্রিডম অব রাশিয়া লিজিওন নামের একটি ব্যাটালিয়ন। এই যোদ্ধা দলে ছিলেন ইলদার। যুদ্ধ করতে গিয়ে রুশ বাহিনীর গোলার আঘাতে নিহত হন তিনি। যদিও এ বিষয়ে বিস্তারিত আর কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। রাশিয়ার সরকারবিরোধী রাজনীতিক ইলিয়া পোনামারেভ এখন নির্বাসিত জীবন কাটাচ্ছেন।

বিবিসি

ইসরায়েলি হামলায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে ঘরবাড়ি। এর মধ্যেই কোনোরকম তাঁবু টানিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন এক ফিলিস্তিনি নারী। গতকাল গাজায়। ছবি : রয়টার্স

এক বছরে গাজার ৪০ হাজার স্থাপনায় হামলা

ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সংঘাত

গত এক বছরে এই যুদ্ধে ৭২৬ জন ইসরায়েলি সেনা নিহত হয়েছেন। গাজায় স্থল অভিযান শুরুর পর মৃত্যু হয়েছে ৩৪৬ সেনার।

রয়টার্স, *জেরুজালেম*

গত এক বছরে হামাসের আটজন ব্রিগেড কমান্ডারকে হত্যা করেছে ইসরায়েল।

গত এক বছরে ইসরায়েলি হামলায় প্রায় ৪২ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

গত এক বছরে ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ৪০ হাজারের বেশি স্থাপনা লক্ষ্য করে বোমা হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। এ সময় ৪ হাজার ৭০০ সুড়ঙ্গের সন্ধান পেয়েছে তারা। এ ছাড়া গাজার বিভিন্ন স্থানে অন্তত ১ হাজার রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র ধ্বংস করার দাবি করেছে ইসরায়েল।

ইসরায়েলে হামাসের হামলার এক বছর পূর্ণ হয়েছে গতকাল। হামাসের হামলার পরপরই গাজায় পাল্টা হামলা চালায় ইসরায়েলি বাহিনী। শুরু হয় সর্বাত্মক যুদ্ধ। এর এক বছর পূর্তিতে গতকাল সোমবার ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী এ তথ্য প্রকাশ করেছে।

অনুমতি সাপেক্ষে গাজা যুদ্ধে নিহত ইসরায়েলি সেনাদের একটি তালিকাও প্রকাশ করেছে দেশটির সামরিক বাহিনী। তালিকা অনুযায়ী, গত এক বছরে এই যুদ্ধে ৭২৬ জন ইসরায়েলি সেনা নিহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৩৮০ জনেরই মৃত্যু হয়েছে ৭ অক্টোবর হামাসের আকস্মিক হামলার সময়। অপর দিকে ২৭ অক্টোবর থেকে গাজায় স্থল অভিযান শুরুর পর মৃত্যু হয়েছে বাকি ৩৪৬ সেনার। এ সময় ৪ হাজার ৫৭৬ সেনা আহত হয়েছেন। অভিযান চালানোর সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ৫৬ জন সেনা নিহত হয়েছেন। তবে তাঁদের মৃত্যু কীভাবে হয়েছে, এ বিষয়ে সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে বিস্তারিত জানানো হয়নি।

৭ অক্টোবরের বর্ষপূর্তিতে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ৩ লাখ রিজার্ভ সেনার তালিকা করেছে তারা। তাঁদের মধ্যে ৮২ শতাংশ পুরুষ ও ১৮ শতাংশ নারী। তাঁদের প্রায় অর্ধেকের বয়স ২০ থেকে ২৯ বছরের মধ্যে।

গাজায় ইসরায়েলের হামলার পর প্রতিশোধ নেওয়ার ঘোষণা দেয় লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ। এ ছাড়া ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীরাও ইসরায়েলকে হুমকি দেয়। ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, যুদ্ধ শুরুর পর গাজা থেকে ইসরায়েলে অন্তত ১৩ হাজার ২০০ রকেট ছোড়া হয়েছে। এ সময় লেবানন থেকে ছোড়া হয়েছে ১২ হাজার ৪০০ রকেট। এ ছাড়া ইরান থেকে ৪০০, ইয়েমেন থেকে ১৮০ ও সিরিয়া থেকে ৬০টি রকেট ছোড়া হয়েছে ইসরায়েলে।

ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, তারা লেবাননের ৮০০-এর বেশি যোদ্ধাকে হত্যা করেছে। এ সময় ৪ হাজার ৯০০টি স্থাপনা লক্ষ্য করে বিমান হামলা ও প্রায় ৬ হাজার স্থাপনায় স্থল হামলা চালানো হয়েছে। এ সময় দখল করা পশ্চিম তীর ও জর্ডান উপত্যকা থেকে ৫ হাজারের বেশি সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে তারা।

গাজা যুদ্ধের বর্ষপূর্তিতে দেওয়া তথ্যে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, গত এক বছরে তারা হামাসের আটজন ব্রিগেড কমান্ডারকে হত্যা করেছে। এ ছাড়া ৩০ জন ব্যাটালিয়ন কমান্ডার ও ১৬৫ জন কোম্পানি কমান্ডারও নিহত হয়েছেন।

গত বছরের ৭ অক্টোবর গাজায় হামলা শুরু করে ইসরায়েলি বাহিনী। এর আগে হামাস ইসরায়েলে হামলা চালিয়ে ১ হাজার ২০০ ইসরায়েলি নাগরিককে হত্যা ও ২৫০ জনকে জিম্মি করে। গত এক বছরে ইসরায়েলি হামলায় প্রায় ৪২ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

দিল্লিতে মোদি-মুইজ্জু বৈঠক

ভারত-মালদ্বীপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষায় গুরুত্বারোপ

প্রতিনিধি, *নয়াদিল্লি*

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মোহামেদ মুইজ্জু উভয়েই একে অন্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। গতকাল সোমবার দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের পর দুজনেই শতাব্দীপ্রাচীন সম্পর্কের গভীরতার কথা উল্লেখ করে বলেন, আগামী দিনেও দুই দেশ ভবিষ্যৎ প্রকল্পে সহযোগিতার হাত বাড়াবে।

প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, ভারত সব সময় মালদ্বীপের পাশে থেকেছে। অর্থনৈতিক বা চিকিৎসা-সংক্রান্ত যেকোনো প্রয়োজনে সবার আগে সাড়া দিয়েছে। এগিয়ে গেছে। কোভিডের সময় ছয় লাখ মানুষকে প্রতিষেধক সরবরাহ করেছে। ভবিষ্যতেও ভারত এই ভূমিকা পালন করবে।

নরেন্দ্র মোদি বলেন, মালদ্বীপ ভারতের বরাবরের বন্ধু। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলকে নিরাপদ রাখায় মালদ্বীপের গুরুত্ব অপরিসীম। ভারতের 'প্রতিবেশী প্রথম নীতি' ও 'সাগর' (সিকিউরিটি অ্যান্ড গ্রোথ ফর অল ইন দ্য রিজিয়ন) দৃষ্টিভঙ্গি কার্যকর করার ক্ষেত্রেও মালদ্বীপের সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ।

হায়দরাবাদ হাউসে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের পর মুইজ্জুও বলেন, ভারত তাদের এক মূল্যবান বন্ধু। আর্থসামাজিক ক্ষেত্র, অবকাঠামো নির্মাণ ছাড়াও সার্বিক উন্নয়নের প্রয়োজনে ভারত সব সময় মালদ্বীপের সঙ্গে থেকেছে। এই সহযোগিতার কারণে মুইজ্জু ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদিকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ দেন।

পাঁচ দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে মুইজ্জু সস্ত্রীক দিল্লি আসেন গত রোববার। সেদিনই ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। দুজনে এক দফা আলোচনাও হয়।

ইমরান ও পিটিআই নেতাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা

দ্য ট্রিবিউন

ইমরান খান

পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের মুক্তির দাবিতে দেশজুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভ করছে তাঁর দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)। এর মধ্যে ইসলামাবাদে বিক্ষোভের কারণে পিটিআই প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ইমরান খান ও দলটির জ্যেষ্ঠ নেতাদের বিরুদ্ধে লাহোর ও রাওয়ালপিন্ডিতে রাষ্ট্রদ্রোহ ও সন্ত্রাসবাদের মামলা করেছে পুলিশ।

পুলিশের এফআইআরে ইমরান খান ছাড়াও পিটিআইয়ের জ্যেষ্ঠ নেতা হাম্মাদ আজহার, সালমান আকরাম রাজা, গুলাম মহিউদ্দিন, এমপিএ শাহবাজ, মুসাররাত জামশেদ চিমা, শেখ ইমতিয়াজ, আলি ইমতিয়াজ, সাব্বির গুজারের নাম রয়েছে।

এফআইআরে বলা হয়েছে, রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা কারাগারে বন্দী ইমরান খানকে অসাধারণ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে। এতে তিনি দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছেন। এফআইআরে দাবি করা হচ্ছে, ইমরান কারাগারে থেকেই দলের নেতা-কর্মীদের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সহিংস হতে উসকে দিচ্ছেন। এর ফলে পিটিআই নেতা-কর্মীরা রাষ্ট্রবিরোধী স্লোগান ও ভাঙচুরের মতো কাজ করছেন। তাঁদের মারধরে পুলিশ কনস্টেবল বিলাল আহত হয়েছেন। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে পিটিআইয়ের ১৬ নেতা-কর্মীকে আটক করেছে। তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

রিমান্ডে ইমরানের দুই বোন

ইমরান খানের দুই বোন আলিমা খান ও উজমা খানকে গত শুক্রবার গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গত রোববার তাঁদের এক দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

শেষ সময়ে জোরেশোরে প্রচার কমলা-ট্রাম্পের

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

উইসকনসিন অঙ্গরাজ্যে ট্রাম্প সমর্থকদের ভোট দিতে আহ্বান জানান, আর কমলা প্রজনন-সংক্রান্ত অধিকার নিয়ে গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন।

এএফপি, *ওয়াশিংটন*

কমলা হ্যারিস ডোনাল্ড ট্রাম্প

দোদুল্যমান ৭ অঙ্গরাজ্যে এখনো ভোটারদের আস্থা অর্জনে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন কমলা-ট্রাম্প।

ভোটারদের আস্থা অর্জনে টেলিভিশন, রেডিও ও পডকাস্টে হাজির হতে শুরু করেছেন কমলা।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বাকি আছে এক মাসের কম সময়। এখনো জনসমর্থনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিস ও রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে। আগামী ৫ নভেম্বরের নির্বাচনের আগে ব্যবধান বাড়িয়ে নিতে দুই প্রার্থীই এখন জোরেশোরে প্রচার শুরু করেছেন। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যগুলো। গত রোববার উইসকনসিন অঙ্গরাজ্যে প্রচারের সময় ট্রাম্প তাঁর সমর্থকদের সবাইকে ভোট দিতে যাওয়ার আহ্বান জানান। একই সময় কমলা হ্যারিস প্রজনন-সংক্রান্ত অধিকার নিয়ে গণমাধ্যমগুলোতে সাক্ষাৎকারে জোর দিচ্ছেন।

সাম্প্রতিক জরিপগুলোতে দেখা গেছে, কমলা ও ট্রাম্পের মধ্যে ব্যবধান খুবই কম। এতে গুরুত্বপূর্ণ সাতটি দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যে এখনো সিদ্ধান্তহীন ভোটারদের আস্থা অর্জনে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন তাঁরা।

এর আগে ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে উইসকনসিনে হেরে গিয়েছিলেন ট্রাম্প। গত আট দিনের মধ্যে এ অঙ্গরাজ্যে তিনি চারবার সফর করেছেন। এক সপ্তাহ আগে এ অঙ্গরাজ্যে প্রচার চালান কমলা। সেখানে তিনি মধ্যপন্থী এবং অসন্তুষ্ট রক্ষণশীলদের কাছে ভোট চান।

ট্রাম্প গত রোববার জুনেও শহরে করা নির্বাচনী সমাবেশে বলেন, 'আমি আপনাদের শুধু একটা কাজ করতে বলব। শুধু বাইরে গিয়ে ভোটটা দিয়ে আসুন।'

গত জুলাই মাসে বাইডেন সরে গিয়ে কমলাকে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী হিসেবে সমর্থন দেন। কিন্তু এর পর থেকে কমলা জাতীয় গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দেওয়া এড়িয়ে গেছেন বলে সমালোচনা রয়েছে। এ নিয়ে ট্রাম্পও তাঁকে খোঁচা দিয়েছেন। ট্রাম্প বলেন, 'প্রশ্ন করলে কমলা উত্তর দিতে পারেন না বলে সাক্ষাৎকার দেন না। তিনি কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন না।'

তবে কমলা হ্যারিস গুরুত্বপূর্ণ ভোটারদের আস্থা অর্জনে টেলিভিশন, রেডিও ও পডকাস্টে হাজির হতে শুরু করেছেন। এর মধ্যে গত রোববার তিনি স্পটিফাইয়ের 'কল হার ড্যাডি' নামের এক পডকাস্টে অংশ নেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র অধিদপ্তর
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
বিটিএমসি ভবন (১০ম তলা)
৭-৯ কাওরানবাজার, ঢাকা-১২১৫
www.dot.gov.bd

স্মারক নম্বর : ২৪.০২.০০০০.০০৩.২২.০০৯.২৩-৩০৫ তারিখ : ০৭-১০-২০২৪ খ্রি.

ইন্টার্নশিপের জন্য দরখাস্ত আহ্বান বিজ্ঞপ্তি

ইন্টার্নশিপ নীতিমালা ২০২৩-এর আওতায় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এর অধীন বস্ত্র অধিদপ্তরে ছয় (০৬) মাস মেয়াদে ০৫ (পাঁচ) জনকে ইন্টার্নশিপ প্রদান করা হবে। ইন্টার্নশিপ গ্রহণের জন্য আগ্রহী প্রার্থীদের নিকট হতে নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে আবেদনপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে।

০১। **এই ইন্টার্নশিপ নিম্নবর্ণিত বিষয় সংশ্লিষ্ট হবে :**
(ক) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি (খ) বস্ত্র নীতি-২০১৭, বস্ত্র আইন-২০১৮ এবং বস্ত্র শিল্প (নিবন্ধন ও ওয়ান স্টপ সার্ভিস কেন্দ্র) বিধিমালা, ২০২১ অনুযায়ী পোষক সংক্রান্ত কার্যক্রম (গ) বস্ত্র অধিদপ্তরাধীন বস্ত্র শিক্ষা সম্পর্কিত কার্যাবলী (ঘ) বস্ত্র অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত বস্ত্র কারখানা পরিদর্শন।

০২। **আবেদনের যোগ্যতা :**
(ক) আবেদনকারীকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে;
(খ) যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক/স্নাতকোত্তর/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অথবা অবতীর্ণ (Appeard) হতে হবে। অবতীর্ণ প্রার্থীগণকে পরীক্ষায় অবতীর্ণ মর্মে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভাগীয় প্রধানের প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে;
(গ) বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।
(ঘ) স্নাতক/স্নাতকোত্তর/সমমান ডিগ্রি অর্জনের দুই (০২) বছরের মধ্যে আবেদন করতে হবে; এবং
(ঙ) ইন্টার্নশিপ নীতিমালা ২০২৩ এর অধীন একজন প্রার্থী শুধু একবার ইন্টার্নশিপ করতে পারবেন।

০৩। কোনো আবেদনকারী অন্য কোনো কর্মে নিয়োজিত থাকলে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি সনদ দাখিল করতে হবে।
০৪। ইন্টার্নশিপ নীতিমালা ২০২৩ এর অনুচ্ছেদ ১২(গ) অনুযায়ী নির্বাচিত প্রার্থীকে একটি ঘোষণাপত্র ও একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করতে হবে।
০৫। ইন্টার্নশিপ চলাকালীন মাসিক ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা হারে 'ইন্টার্নশিপ ভাতা' প্রদান করা হবে। 'ইন্টার্নশিপ ভাতা' ব্যতীত অন্য কোনো ভাতা/সুবিধা প্রদান করা হবে না।
০৬। বস্ত্র অধিদপ্তর নির্ধারিত একজন সুপারভাইজারের অধীন ইন্টার্নশিপ সম্পন্ন করতে হবে।
০৭। ইন্টার্নশিপ নীতিমালা ২০২৩ অনুযায়ী 'ইন্টার্নশিপ ভাতা' প্রাপ্তির জন্য প্রার্থীকে প্রতি মাসে সুপারভাইজারের নিকট থেকে সন্তোষজনক কর্মকালের প্রত্যয়ন দাখিল করতে হবে।
০৮। ইন্টার্নশিপ চলাকালীন ইন্টার্ন 'কর্মে নিয়োজিত রয়েছেন' মর্মে কোনোরূপ প্রত্যয়ন প্রদান করা হবে না। তবে সফলভাবে ইন্টার্নশিপ সম্পন্ন করার পর ইন্টার্নকে সনদ প্রদান করা হবে।
০৯। ইন্টার্নশিপ সনদ কোনোভাবেই কোনো প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী, অস্থায়ী বা অন্য কোনো প্রকার চাকরির ক্ষেত্রে প্রাধিকার/অগ্রাধিকার হিসেবে গণ্য হবে না।
১০। কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মনে করলে প্রাথমিক বাছাইয়ের পর সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত প্রার্থীগণকে লিখিত বা মৌখিক বা উভয় প্রকার পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।
১১। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে লিখিত বা মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময় প্রার্থীর ই-মেইল/ডাকযোগে/মোবাইলে জানানো হবে।
১২। লিখিত বা মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কোনো টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না।
১৩। ইন্টার্নশিপ নীতিমালা ২০২৩ এর শর্তানুযায়ী প্রার্থী ইন্টার্নশিপ সমাপনান্তে বস্ত্র অধিদপ্তর বা এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন কোনো প্রকল্পের বা অন্য কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ প্রাপ্তির দাবি করতে পারবেন না।
১৪। নির্বাচিত প্রার্থীকে ইন্টার্নশিপ নীতিমালা ২০২৩ এর সকল শর্ত, অফিস ব্যবস্থাপনা ও সরকারি গোপনীয়তা সংক্রান্ত দেশে প্রচলিত সকল আইন ও বিধিবিধান প্রতিপালন করে ইন্টার্নশিপ সম্পন্ন করতে হবে।
১৫। ইন্টার্নশিপ গ্রহণে আগ্রহী প্রার্থীগণকে বস্ত্র অধিদপ্তর এর ওয়েবসাইট www.dot.gov.bd থেকে আবেদন ফরম ডাউনলোড করে যথাযথভাবে পূরণকরতঃ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি সংযুক্তপূর্বক আবেদনপত্র **আগামী ২০ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রি.** তারিখ অফিস চলাকালীন সময়ের মধ্যে সরাসরি, ডাকযোগে বা কুরিয়ার সার্ভিসে মহাপরিচালক, বস্ত্র অধিদপ্তর, বিটিএমসি ভবন (১০ম তলা), ৭-৯ কাওরানবাজার, ঢাকা-১২১৫ এর বরাবরে পৌছাতে হবে। নির্ধারিত সময়ের পর প্রাপ্ত আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং
১৬। মৌখিক পরীক্ষার সময় পূরণকৃত আবেদনপত্র ও আবেদনপত্রে উল্লিখিত সকল তথ্যের স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, সর্বশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে সংগ্রহকৃত চারিত্রিক সনদ/প্রশংসাপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্মনিবন্ধন, নাগরিকত্বের সনদ, সাম্প্রতিক তোলা পাসপোর্ট সাইজের তিন কপি রঙিন ছবি ইত্যাদি) মূল কপি প্রদর্শনপূর্বক এক সেট সত্যায়িত ফটোকপি জমা দিতে হবে।

০৭/১০/২৪
মোঃ শহিদুল ইসলাম
মহাপরিচালক
বস্ত্র অধিদপ্তর, ঢাকা।

রূপালী ব্যাংক পিএলসি
মিরপুর কর্পোরেট শাখা, ঢাকা।
যাহার প্রধান কার্যালয় রূপালী ভবন, ৩৪, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, থানা-মতিঝিল, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

বন্ধকী সম্পত্তির নিলাম বিজ্ঞপ্তি
(অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ১২(৩) ধারা মোতাবেক)

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, রূপালী ব্যাংক পিএলসি, মিরপুর কর্পোরেট শাখা, ফয়েজ ম্যানশন, প্লট নং-৬/এ, মেইন রোড নং-১, ব্লক-বি, সেকশন-১, মিরপুর, ঢাকার খেলাপী ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান ক্যালকাটা ড্রাই ক্লিনার্স, স্বত্বাধিকারী-শেখ আব্দুস সালাম, ব্যবসায়িক ঠিকানা-শিল্প প্লট-৪, তাজমহল রোড (রিং রোড), ব্লক-সি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা বরাবরে গৃহীত ঋণের অনুকূলে শেখ আব্দুস সালাম, পিতা-শেখ আব্দুস সামাদ, মাতা-শেখ আনোয়ারা সামাদ, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা-৬/২৬, ব্লক-সি, পূর্ব তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, এর নিজ নামীয় তফসিলভুক্ত ভূ-সম্পত্তি ব্যাংকের নিকট বন্ধক রাখা হইয়াছে এবং উক্ত ঋণের ব্যক্তিগত জামিনদার- বিলকিস সালাম, স্বামী-শেখ আব্দুস সালাম, মাতা-ফাতেমা বেগম, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা-৬/২৬, ব্লক-সি, পূর্ব তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। উক্ত ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের নিকট ২৫/০৯/২০২৪ ইং তারিখ পর্যন্ত আরোপিত এবং অনারোপিত সুদসহ ব্যাংকের অনাদায়ী পাওনা সর্বমোট টাঃ ৪৭,৪৫,১১২.০০ (সাতচল্লিশ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার একশত বারো টাকা মাত্র) এবং আদায়কাল পর্যন্ত আইন ও অন্যান্য খরচসহ সমুদয় পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ১২(৩) ধারার বিধান মোতাবেক মঞ্জুরীপত্রের শর্তানুযায়ী ঋণ খেলাপী হওয়ার কারণে ব্যাংকের অনুকূলে সম্পাদিত ও রেজিস্ট্রিকৃত বন্ধকী দলিল ও আম-মোক্তার নামা দলিল মূলে বিক্রয়ের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে অর্থঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর ১২(৩) ধারা মোতাবেক নিম্ন তফসিলভুক্ত সম্পত্তি প্রকাশ্যে নিলামে বিক্রয়ের জন্য আগ্রহী ক্রেতাদের নিকট হতে নিম্নে বর্ণিত শর্তাদিতে সীলমোহরকৃত দরপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে।

নিলামের শর্তাবলী

১) দরপত্র আগামী ২৩-১০-২০২৪ইং তারিখ বেলা ৩:০০ ঘটিকার মধ্যে রূপালী ব্যাংক পিএলসি, মিরপুর কর্পোরেট শাখা, ঢাকায় রক্ষিত টেন্ডার বাক্সে জমা দিতে হবে অথবা রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অত্র শাখা বরাবর প্রেরণ করা যাবে। ঐ দিন বেলা ৩:৩০ ঘটিকার সময় দরপত্রসমূহ দরদাতাদের সম্মুখে (যদি কেউ উপস্থিত থাকেন) খোলা হবে। অত্র শাখা ব্যতীত অন্যত্র দরপত্র গ্রহণ করা হবে না।
২) প্রত্যেক দরপত্র দাতাকে অত্র বিজ্ঞপ্তি সহকারে তাদের নিজস্ব প্যাডে অথবা সাদা কাগজে দরদাতার পূর্ণ নাম (স্পষ্ট অক্ষরে), পিতার নাম, মাতার নাম, পূর্ণাঙ্গ স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা, মোবাইল নম্বরসহ, টেন্ডার মূল্য অংকে ও কথায় লিখে দরপত্র সীলমোহরকৃত খামে এবং খামের উপর স্পষ্ট অক্ষরে "সম্পত্তি ক্রয়ের দরপত্র" লিখে দাখিল করতে হবে।
৩) প্রস্তাবিত মোট মূল্য উদ্ধৃত করতে হবে। উদ্ধৃত দর অনূর্ধ্ব ১০ লক্ষ টাকা হলে উহার ২০%, উদ্ধৃত দর ১০ লক্ষ টাকা অপেক্ষা অধিক এবং অনূর্ধ্ব ৫০ লক্ষ টাকা হলে উহার ১৫% এবং উদ্ধৃত দর ৫০ লক্ষ টাকা অপেক্ষা অধিক হলে উহার ১০% এর সমপরিমাণ টাকার জামানত স্বরূপ যে কোন তফসিলী ব্যাংক হতে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার রূপালী ব্যাংক পিএলসি, মিরপুর কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর অনুকূলে দরপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে।
৪) অনূর্ধ্ব ১০ লক্ষ টাকার উদ্ধৃত দর গৃহীত হবার পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে, উদ্ধৃত দর ১০ লক্ষ টাকা অপেক্ষা অধিক এবং অনূর্ধ্ব ৫০ লক্ষ টাকার উদ্ধৃত দর গৃহীত হবার পরবর্তী ৬০ দিনের মধ্যে এবং ৫০ লক্ষ টাকার অধিক উদ্ধৃত দর গৃহীত হবার পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে দরদাতা সমুদয় মূল্য পরিশোধ করবেন এবং তা করতে ব্যর্থ হলে অর্থঋণ আদালত আইন-২০০৩ অনুযায়ী ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তার উক্ত জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত হবে।
৫) উপরোক্ত অনুচ্ছেদ ৩ ও ৪ নং শর্তের অধীনে প্রথম সর্বোচ্চ দরদাতার জামানত বাজেয়াপ্ত হলে বাজেয়াপ্তকৃত অর্থ এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতার দরপত্রের মূল্য একুনে সর্বোচ্চ দরদাতা কর্তৃক উদ্ধৃত দর অপেক্ষা কম না হলে উক্ত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতাকে সম্পত্তি নিলাম ক্রয় করতে আহ্বান করা হবে এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতাকে অনুচ্ছেদ শর্ত নং ৪ এর নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করতে হবে এবং তা করতে ব্যর্থ হলে অর্থঋণ আদালত আইন-২০০৩ অনুযায়ী ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তার জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত হবে।
৬) দরদাতা কর্তৃক মূল্য পরিশোধের পর প্রয়োজনীয় আইনানুগ আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন সাপেক্ষে রেজিস্ট্রিকৃত দলিল মূলে নিলাম ক্রেতা বরাবরে মালিকানা স্বত্ব হস্তান্তর করা হবে। দরপত্র দাতাকে স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন খরচ, অন্যান্য শুল্ক (যদি থাকে) এবং দলিল নিবন্ধন সংক্রান্তসহ অন্যান্য যাবতীয় খরচ বহন করতে হবে।
৭) বর্ণিত তফসিলভুক্ত সম্পত্তির উপর কোন সরকারী, আধা সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের যথা- পৌরসভা, ওয়াসা, পিডিবি/অন্যান্য বিদ্যুৎ অফিস, গ্যাস সরবরাহ প্রতিষ্ঠান, ভূমি উন্নয়ন করসহ অন্য যে কোন পাওনাদারের পাওনা বা দাবী থাকলে তা পরিশোধের দায়িত্ব অত্র ব্যাংকের উপর বর্তাবে না। প্রস্তাবকৃত মূল্যের উপর প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর ও অন্যান্য খরচ দরদাতাকে বহন করতে হবে।
৮) দরপত্র জমা দেয়ার পরে বিক্রয় প্রস্তাবিত সম্পত্তির গুণগত মান, পরিমাণ ও অবস্থান সম্পর্কে কোন প্রকার আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।
৯) দরপত্রে প্রস্তাবকৃত মূল্য অস্বাভাবিকভাবে অপর্যাপ্ত বা কম প্রতীয়মান হলে এবং কম জামানত প্রদানকারী বা ত্রুটিপূর্ণ দরপত্র দাখিল করলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তা বাতিল করতে পারবে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন দরপত্র গ্রহণ বা বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। দরপত্র গৃহীত না হলে জামানতের টাকা যথাসময়ে ফেরত দেয়া হবে। তবে বাতিল বা অগৃহীত দরপত্রের জামানতের জন্য কোন ক্ষতিপূরণ/লাভ প্রদান করা হবে না।
১০) দরপত্রের মাধ্যমে নিলামে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ বিস্তারিত তথ্য অবগত হওয়ার জন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

"স্থাবর সম্পত্তির তফসিল পরিচয়"

জেলা-ময়মনসিংহ, থানা ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিস-ভালুকা। মৌজা-"বনগাঁও", জে.এল. নং সিএস/এস.এ-০৪, বিএস-০৪, খতিয়ান নং-সি.এস-২১, এস.এ (আর ও আর)-৫৬, ডিপি-৩৪৬, বি এস-৬২; নামজারী খতিয়ান নং-৫৩৮, জোত নং-৫৯৪, দাগ নং-সি.এস ও এস.এ ১১৯, ৭০। মোট ভূমি ২১৯ শতাংশের কাতে ১৬৪.২৫ শতাংশ। যাহার চৌহদ্দি : উত্তরে-নবীতুল্লা গং, দক্ষিণনে-আইন উদ্দিন গং, পূর্বে-সরকারী রাস্তা, পশ্চিমে-আঃ খালেক গং।

উপমহাব্যবস্থাপক
রূপালী ব্যাংক পিএলসি
মিরপুর কর্পোরেট শাখা, ঢাকা।

জনতা ব্যাংক পিএলসি
জনতা ভবন কর্পোঃ শাখা
১১০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

নিলাম দরপত্র বিজ্ঞপ্তি
(অর্থঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর ৩৩(৫) ধারা অনুযায়ী)

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, জনতা ব্যাংক পিএলসি, জনতা ভবন কর্পোঃ শাখা, ১১০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা এর ঋণগ্রহীতা মেসার্স ফ্যালটেক্স কম্পোজিট লিমিটেড ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ রফিকুল ইসলাম, বাড়ী নং-৬৭/এ (২য় তলা), রোড নং-৪ ব্লক-সি, বনানী, ঢাকা-১২১৩ এবং এ এইচ টাওয়ার (৭ম তলা), প্লট নং-৫৬, রোড নং-২, সেক্টর-৩ উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০। ফ্যাক্টরীর ঠিকানা-প্লট নং-বি/১৮ (অংশ), বিএসসিআইসি বাণিজ্যিক এস্টেট, টঙ্গী, গাজীপুর। এর বিরুদ্ধে অর্থজারী মামলা নং ৭৪/২০২৩ দায়েরের প্রেক্ষিতে ডিক্রিকৃত দাবীর ১৬,৪৬,২৩,৯০২.৪৬ (ষোল কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ তেইশ হাজার নয়শত দুই টাকা এবং ছেচল্লিশ পয়সা) টাকা এবং আদালতের রায়/ডিক্রি অনুযায়ী আদায়কালীন সুদসহ অন্যান্য খরচ আদায়ের নিমিত্তে বিজ্ঞ বিচারক যুগ্ম জেলা জজ ও অর্থঋণ আদালত নং-০১, গাজীপুর কর্তৃক ঋণের বিপরীতে এটাচমেন্টকৃত নিম্ন তফশীলভুক্ত সম্পত্তি অর্থঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর ৩৩(৫) ধারা অনুযায়ী ডিক্রিদার ব্যাংকের অনুকূলে মালিকানা স্বত্ব/ভোগ দখল ও বিক্রয়ের নিমিত্তে সনদপত্র ইস্যু করেছেন। এই প্রেক্ষিতে ঋণ সমন্বয়কল্পে যেখানে যে অবস্থায় আছে তার ভিত্তিতে এটাচমেন্টকৃত ২টি তফসিলভুক্ত ৩৮৬.৪০ শতাংশ সম্পত্তি আগামী ১১/১১/২০২৪ তারিখে নিলাম বিক্রয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তাদিতে সীলমোহরকৃত দরপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে। উল্লেখ্য, দরপত্র দাখিলের পূর্বেই নিলামে অংশগ্রহণকারী ইচ্ছুক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান এই সংক্রান্ত অতিরিক্ত কোনো তথ্য (যদি প্রয়োজন হয়) জানার জন্য অফিস চলাকালীন সময়ে নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন।

তফসিলঃ-

তফসিল (১) : জেলা- গাজীপুর, থানা- গাজীপুর সদর, মৌজা-দক্ষিণ পানিসাইলস্থিত, জে এল নং-এস.এ. ৫২১, আর এস, ৩৬ খতিয়ান নং- এস.এ ৪২, ৯. ২১, ৫৩, আর এস, ৭৭,৭৫,১০৭, ৩৩। জোত নং- ৮২৪, ৯৯২। দাগ নং- সি.এস.ও এস.এ-৪৪৯ (চারশত উনপঞ্চাশ), আর এস, ৬০৯ (ছয়শত নয়), ৬১০ (ছয়শত দশ), ৬১১ (ছয়শত এগার), ৬১২ (ছয়শত বার), ৬১৪ (ছয়শত চৌদ্দ), ৬১৫ (ছয়শত পনের), ৬১৬ (ছয়শত ষোল)। মোট সম্পত্তির পরিমাণ- ৩৭০.৪০ (তিনশত সত্তর দশমিক পাঁচ শূন্য) শতাংশ এবং তদস্থিত নির্মিত ও নির্মিতব্য যাবতীয় স্থাপনা, ফ্যাক্টরী বিল্ডিং, দালানকোঠা, কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, স্থাপিত ও স্থাপিতব্য যাহা কিছু ইত্যাদিসহ। যাহার চৌহদ্দির উত্তরে- আলফা মৃধা গং ও ধান ক্ষেত, দক্ষিণে- কোম্পানীর নিজস্ব জমি ও তৎপর সুপ্রিম জুট মিল, পূর্বে- তানজি তৈমুর প্রিন্টিং ফ্যাক্টরী ও মসজিদের বাড়ী, পশ্চিমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের হাউজিং প্রকল্প। মালিক মেসার্স টেক্সম্যাক (বাংলাদেশ) লিঃ।

তফসিল (২) : জেলা- গাজীপুর, থানা- গাজীপুর সদর, মৌজা-দক্ষিণ পানিসাইল, জে এল নং-সাবেক ৫২১, আর এস ৩৬। খতিয়ান নং- সি.এস. ২৫, এস.এ.- ৫৩, আর.এস.-৩৩। জোত নং-১১৯৮। দাগ নং- সাবেক ৪৪৯ (চারশত উনপঞ্চশ)। আর,এস,-৬১৫ (ছয়শত পনের)। মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১৬.০০ শতাংশ এবং তদস্থিত নির্মিত ও নির্মিতব্য যাবতীয় স্থাপনা, ফ্যাক্টরী বিল্ডিং, দালানকোঠা, কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, স্থাপিত ও স্থাপিতব্য যাহা কিছু ইত্যাদিসহ। যাহার চৌহদ্দি। উত্তরে- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের হাউজিং প্রকল্প, দক্ষিণে- টেক্সম্যাক (বাংলাদেশ) লিমিটেড, পূর্বে- টেক্সম্যাক (বাংলাদেশ) লিমিটেড, পশ্চিমে- টেক্সম্যাক (বাংলাদেশ) লিমিটেড। মালিক মোঃ সফিকুল ইসলাম।

শর্তাবলীঃ-

১। আগামী ১১/১১/২০২৪ তারিখ মোতাবেক রোজ সোমবার বিকাল ৩.০০ ঘটিকার মধ্যে জনতা ব্যাংক পিএলসি, জনতা ভবন কর্পোঃ শাখা, ১১০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা অথবা প্রধান কার্যালয়ের এস্টেট ডিপার্টমেন্টের এ্যাসেট ডিসপোজাল সেকশনে রক্ষিত টেন্ডার বাক্সে আগ্রহী ক্রেতাগণকে প্যাডে/সাদা কাগজে পূর্ণ ঠিকানা উল্লেখপূর্বক টেলিফোন নম্বরসহ স্বাক্ষরযুক্ত দরপত্র সীলমোহরকৃত খামে জমা দিতে হবে এবং ঐ দিন বিকাল ৩.০১ ঘটিকার পর টেন্ডার বাক্সে প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ সংশ্লিষ্ট দরপত্র দাতাগণের সামনে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) খোলা হবে।
২। প্রত্যেক দরদাতাকে উদ্ধৃত দর ১০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হলে ২০%, উদ্ধৃত দর ১০.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে কিন্তু ৫০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হলে ১৫%, উদ্ধৃত দর ৫০.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে হলে ১০% সমপরিমাণ টাকার জামানতস্বরূপ যে কোন তফশীলি ব্যাংক হতে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে জনতা ব্যাংক লিমিটেড, জনতা ভবন কর্পোঃ শাখা, ১১০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকার অনুকূলে দরপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।
৩। দরদাতা এক বা একাধিক তফশীলের জন্য দরপত্র দাখিল করতে পারবেন। তবে একটি তফশীলভুক্ত আংশিক সম্পত্তির জন্য দরপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না।
৪। অনূর্ধ্ব ১০.০০ লক্ষ টাকার উদ্ধৃত দর গৃহীত হইবার পরবর্তী ৩০ দিবসের মধ্যে ১০.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে কিন্তু ৫০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত উদ্ধৃত দর গৃহীত হইবার পরবর্তী ৬০ দিবসের মধ্যে এবং ৫০.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে উদ্ধৃত দর গৃহীত হইবার পরবর্তী ৯০ দিবসের মধ্যে সর্বোচ্চ দরদাতাকে দরপত্রের সমুদয় মূল্য পরিশোধ করতে হবে। ব্যর্থতায় আইন অনুযায়ী ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন।
৫। উপরোক্ত ৪ নং শর্তের অধীনে জামানত বাজেয়াপ্ত হইলে উহার অর্থ ঋণ হিসাবে সমন্বয় করা হবে। বাজেয়াপ্তকৃত অর্থ এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতা কর্তৃক উদ্ধৃত দর একত্রে সর্বোচ্চ দরদাতা কর্তৃক উদ্ধৃত দর অপেক্ষা কম না হলে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতাকে তফশীল সম্পত্তি নিলাম খরিদ করতে আহ্বান করা হবে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতা আহূত হইবার পরবর্তী অনূর্ধ্ব ১০.০০ লক্ষ টাকার উদ্ধৃত দর গৃহীত হইবার পরবর্তী ৩০ দিবসের মধ্যে, ১০.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে কিন্তু ৫০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত উদ্ধৃত দর গৃহীত হইবার পরবর্তী ৬০ দিবসের মধ্যে এবং ৫০,০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে উদ্ধৃত দর গৃহীত হইবার পরবর্তী ৯০ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করবেন এবং ব্যর্থতায় তার জামানত বাজেয়াপ্ত হবে এবং জামানতের টাকা দাবীকৃত টাকার সাথে সমন্বয় করা হবে।
৬। দরপত্রে সম্পত্তির প্রস্তাবকৃত মূল্য অস্বাভাবিকভাবে অপর্যাপ্ত বা অপ্রতুল প্রতীয়মান হলে শাখার নিলাম কমিটি/প্রধান কার্যালয়, এস্টেট ডিপার্টমেন্ট কর্তৃপক্ষ তা বাতিল করতে পারবেন এবং পরবর্তীতে প্রাইভেট নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে দরমূল্য নির্ধারণ করা যেতে পারে।
৭। শাখা/প্রধান কার্যালয়ের এস্টেট ডিপার্টমেন্ট, এ্যাসেট ডিসপোজাল সেকশনের কর্তৃপক্ষ কোন কারণ ব্যতিরেকে যে কোন দরপত্র গ্রহণ বা বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।
৮। সম্পত্তি রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ ও ক্রয়কৃত সম্পত্তির ট্যাক্সসহ অন্যান্য যাবতীয় খরচ ক্রেতাকে বহন করতে হবে।
৯। সফল দরদাতাকে অর্থঋণ আদালত আইন-২০০৩ এবং পরবর্তী সংশোধনী মোতাবেক দখল প্রদান বা বুঝিয়ে দেওয়া হবে।
১০। অকৃতকার্য দরদাতাদের আর্নেস্টমানি যথাসময়ে ফেরত দেওয়া হবে। কম জামানত/জামানতবিহীন/ত্রুটিপূর্ণ দরপত্র সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

(মোঃ আশরাফুল আলম)
মহাব্যবস্থাপক ও চেয়ারম্যান, টেন্ডার কমিটি

মাসে বিক্রি ২০ হাজার কম্পিউটার

একাধিক কম্পিউটার বাজার সূত্রে জানা যায়, বাংলাদেশে এখন প্রতি মাসে গড়ে ২০ হাজার ল্যাপটপ ও ডেস্কটপ কম্পিউটার বিক্রি হচ্ছে। কম্পিউটার পণ্যের বার্ষিক বাজার কমবেশি ২ হাজার কোটি টাকা।

এ সময়ের কম্পিউটার প্রযুক্তি ও বাজার

তাসনিম মাহফুজ

ডেস্কটপ ও ল্যাপটপ কম্পিউটারের বাজার প্রতিনিয়ত বদলে যায়। কারণ, নতুন নতুন প্রযুক্তি চলে আসে কম্পিউটারে। আন্তর্জাতিক বাজারে নতুন প্রযুক্তি আসার কিছুদিনের মধ্যে তা বাংলাদেশেও চলে আসে।

আন্তর্জাতিক বাজারে আসার কিছুদিনের মধ্যেই সাম্প্রতিক প্রযুক্তির কম্পিউটার চলে আসে দেশের বাজার। ছবি : আশরাফুল আলম

কোন কাজে কেমন কম্পিউটার

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তির উন্নয়নে বিভিন্ন কাজ করার জন্য কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশের চাহিদাও বদলে যায়। সাধারণ কাজ, যেমন ভিডিও দেখা, ই-বই পড়া, টুকিটাকি অফিস সফটওয়্যার ব্যবহারের কাজ এখনকার যেকোনো কম্পিউটার দিয়েই করা যায়। তবে বিশেষ কাজের জন্য কম্পিউটার কেনা চাই ভেবেচিন্তে।

ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিংয়ের ১৪ শতাংশ কাজই হয় বাংলাদেশ থেকে। অর্থাৎ বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক তরুণ মুক্ত পেশাজীবী বা ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করছেন। তাঁদের জন্য কেমন কম্পিউটার প্রয়োজন? যাঁরা কনটেন্ট লেখার কাজ করেন, তাঁদের জন্য কোর আই ৫ বা রাইজেন ৫ প্রসেসরসহ কম্পিউটারই যথেষ্ট। কোর আই ৩ মানের প্রসেসর দিয়েও একই কাজ করা সম্ভব। সঙ্গে অন্তত ৮ গিগাবাইট র‍্যাম থাকা উচিত। তথ্য ধারণের জন্য হার্ডডিস্ক ড্রাইভের বদলে সলিড স্টেট ড্রাইভ (এসএসডি) ব্যবহার করলে কাজের অভিজ্ঞতা বেশি সুখকর হবে। মোটামুটি ৪০ হাজার থেকে ৭০ হাজার টাকার মধ্যে মিলবে এমন ডেস্কটপ কম্পিউটার। ল্যাপটপের ক্ষেত্রে এই দামের শুরু ৫৫ হাজার টাকা থেকে হতে পারে। প্রোগ্রামিং শেখার জন্য খুব বেশি ক্ষমতার কম্পিউটারের প্রয়োজন হয় না। এমন কম্পিউটার দিয়ে স্বচ্ছন্দে কাজ করা যায়।

ওয়েব ডিজাইন, অ্যান্ড্রয়েড বা আইওএস অ্যাপ তৈরির কাজে আরেকটু বেশি ক্ষমতার কম্পিউটার প্রয়োজন। এ জন্য কোর আই ৭ বা রাইজেন ৭ সিরিজের প্রসেসর ব্যবহার করলে ভালো। র‍্যাম নেওয়া উচিত অন্তত ১৬ গিগাবাইটের। এসএসডি হওয়া উচিত অন্তত ২৫৬ গিগাবাইটের, তবে ৫১২ গিগাবাইট হলে কাজের অভিজ্ঞতা ঝক্কিবিহীন হয়। এসব কাজে বাড়তি গ্রাফিকস কার্ড সংযোজনের প্রয়োজন পড়ে না। এ ক্ষেত্রে ডেস্কটপের জন্য খরচ শুরু হবে ৬০ হাজার টাকা থেকে। ল্যাপটপের ক্ষেত্রে দাম ৮৫ হাজার টাকা বা তার বেশি।

এই কম্পিউটারগুলোর সঙ্গে সাধারণ মানের গ্রাফিক্স কার্ড জুড়ে দিলেই সাধারণ ভিডিও সম্পাদনার কাজগুলো করা যায়। তবে ফোর-কে মানের ভিডিও সম্পাদনা করতে চাইলে আরও উন্নত গ্রাফিক্স কার্ড প্রয়োজন হবে। সে কাজের জন্য জুতসই গ্রাফিক্স কার্ড এনভিডিয়া আরটিএক্স ৩০৬০ বা এএমডি আরএক্স ৬৬০০ বা আরও উন্নত কোনো মডেল। পাশাপাশি লাগবে ভালো কুলিং সিস্টেম এবং উচ্চ রেজল্যুশন ও রিফ্রেশ রেটযুক্ত মনিটর। সব মিলিয়ে গড়ে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা থেকে মিলবে এমন ডেস্কটপ কম্পিউটার। ল্যাপটপের ক্ষেত্রে দামটা শুরু হবে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা থেকে।

গেমস খেলার জন্য অনেকে কম্পিউটার কেনেন। এমনিতে গেমিং কম্পিউটার বলতে উচ্চ প্রসেসিং ও গ্রাফিকস কার্ডযুক্ত কম্পিউটারকেই বোঝানো হয়। তবে সাধারণ গেম খেলা যায় সাধারণ কম্পিউটারে।

বাজারে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি

বাংলাদেশের বাজারে সর্বশেষ প্রযুক্তি প্রসেসর, গ্রাফিকস কার্ড, এসএসডি, মনিটর দ্রুতই চলে আসে। প্রসেসর কেনার ক্ষেত্রে একই সঙ্গে সিরিজ ও প্রজন্ম দেখতে হয়। ইন্টেলের কোর আই ৯ ও ১৪ প্রজন্মের প্রসেসরগুলো সর্বাধুনিক (৭২ হাজার টাকা)। অন্যদিকে এএমডি সর্বাধুনিক প্রসেসর হলো রাইজেন ৯০০০ সিরিজের 'জেন ৫' বা পঞ্চম প্রজন্মের প্রসেসর (৭৯ হাজার টাকা)।

বাজার ঘুরে দেখা গেছে, এখন ৪ গিগাবাইটের তুলনায় ৮ গিগাবাইটের র‍্যাম বেশি চলছে। কারণ, বাজেট কয়েক শ টাকা বাড়িয়েই দ্বিগুণ ক্ষমতার র‍্যাম মিলছে। ডিডিআর ৫ সিরিজের র‍্যাম বর্তমানে সর্বশেষ প্রযুক্তি।

গ্রাফিকস কার্ডের ক্ষেত্রে 'জিডিডিআর ৬' গ্রাফিকস মেমোরি খুব আধুনিক প্রযুক্তি হিসেবে বাজারে রয়েছে। এ প্রযুক্তির সর্বাধুনিক আরটিএক্স ৪০৯০ মডেলের গ্রাফিকসের দাম গড়ে ৩ লাখ টাকা। মনিটরের ক্ষেত্রে ফোর-কে রেজল্যুশন আর ১৪৪ হার্টজ রিফ্রেশ রেট যথেষ্ট উচ্চ মানের। তবে এর চেয়েও উন্নত প্রযুক্তি বাজারে চলে এসেছে।

ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, বাংলাদেশে শিক্ষার্থীরা কম্পিউটারের অন্যতম প্রধান ভোক্তা হলেও অনেকে ল্যাপটপ কিনতে পারেন না বেশি দামের কারণে। এই উচ্চ মূল্যের কারণ শুল্ক ও ভ্যাট।

কী কাজে কেনা হচ্ছে কম্পিউটার

কম্পিউটার কেনার সময় ঠিক কী কাজে সেটা কেনা হচ্ছে, সে কাজের জন্য কী কী সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হবে এবং ন্যূনতম কোন ক্ষমতার কম্পিউটার দরকার—এসব বিষয় পরিষ্কার থাকলে কম খরচে শখের কম্পিউটার কেনা সম্ভব। এ ছাড়া বেশির ভাগ কাজ করতে খুব উচ্চ ক্ষমতার কম্পিউটার দরকারও হয় না। আবার একই ক্ষমতার ল্যাপটপের দাম ডেস্কটপের থেকে গড়ে ১৫ হাজার থেকে ২০ হাজার টাকা বেশি পড়ে, তবে এতে বহনযোগ্যতার সুবিধা পাওয়া যায়। তাই কেনার আগে চাই পরিকল্পনা।

সাক্ষাৎকার

কম্পিউটারের বাজার বাড়বেই, ব্যাক গিয়ারে যাওয়ার সুযোগ নেই

মো. জহিরুল ইসলাম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, স্মার্ট টেকনোলজিস (বিডি) লি.

প্রথম আলো : এই মুহূর্তে দেশের কম্পিউটার বাজারের অবস্থা কেমন?

মো. জহিরুল ইসলাম : এখন মোটামুটি ভালো। তবে পুরোনো পণ্যে বাজার সয়লাব। কাস্টমসে নানাভাবে ফাঁকি দিয়ে এসব পুরোনো পণ্য আনা হচ্ছে। এমনিতে বাজার দ্রুতই বাড়বে।

প্রথম আলো : বাজারে ক্রেতাদের আগ্রহ কোন দিকে?

মো. জহিরুল ইসলাম : ন্যায্য ও সঠিক দামে কম্পিউটার কেনার প্রতি আগ্রহ রয়েছে। ব্যাংকগুলো অনেক পণ্য কেনার জন্য ঋণ (কনজ্যুমার লোন) দেয়। কিন্তু কম্পিউটার কেনার জন্য ঋণ দেয় না। কম্পিউটারের জন্য ঋণ দিলে শিক্ষার্থীদের জন্য খুব সুবিধা হয়। ৫০ হাজার টাকা ঋণ হলেই হয়। তাঁরা তো ভবিষ্যৎ। পাকিস্তান ১০ লাখ ল্যাপটপ বিনা মূল্যে দিচ্ছে শিক্ষার্থীদের। আমাদের দেশে শিক্ষার্থীদের জন্য কম্পিউটার কেনার ঋণসুবিধাও নেই। জাতি গঠনের জন্য এমন সুবিধা প্রয়োজন।

প্রথম আলো : কম্পিউটার বিক্রি কেমন বেড়েছে?

মো. জহিরুল ইসলাম : নতুন ল্যাপটপ কম্পিউটারের ওপর কর ও ডলারের দাম বাড়ায় ল্যাপটপের দাম প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। আগে যে মানের ল্যাপটপ ৪০ হাজার টাকায় কেনা যেত, এখন সেটির দাম ৭০ হাজার টাকা হয়েছে। এ কারণে পুরোনো ল্যাপটপ বাজারে ঢুকছে। যেগুলো দ্রুতই নষ্ট হয়ে যায়। তবে কম্পিউটার বিক্রির হার বাড়বেই। ব্যাক গিয়ারে, অর্থাৎ পেছনে যাওয়ার সুযোগ নেই।

প্রথম আলো : দেশের কম্পিউটার পণ্য, অর্থাৎ হার্ডওয়্যার খাত প্রায় পুরোটাই আমদানিনির্ভর। দেশে কম্পিউটার উৎপাদনের প্রয়োজন আছে কি না?

মো. জহিরুল ইসলাম : প্রয়োজন তো আছেই। কিছুটা হলেও কম দামে তো পণ্য পাওয়া যাবে। কিন্তু আমাদের দেশের সরকারের নীতিমালা উৎপাদনবিরোধী। কম্পিউটার কারখানার জন্য আমদানি করা কাঁচামাল দেখলেই কাস্টমস অনেক বেশি কর আরোপ করে। কাস্টমসের আইন ও দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে। আমরাও একটা কারখানা করেছি হাইটেক পার্কে, শিগগিরই উৎপাদনে যাব। কিন্তু কাজটি কঠিন হয়ে যাচ্ছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিদ্যমান নীতিমালার জন্য। হাইটেক পার্কে ড্যাফোডিলও একটি কারখানা দিয়েছে। তারাও একই সমস্যায় পড়েছে। তবে ওয়ালটন তাদের কারখানা চালু রেখেছে।

প্রথম আলো : সার্বিকভাবে দেশের তথ্যপ্রযুক্তিতে হার্ডওয়্যার খাত কেমন ভূমিকা রাখছে?

মো. জহিরুল ইসলাম : দেশের সফটওয়্যার খাত থেকে রপ্তানি হয়। বলা হয়, বার্ষিক ১০০ কোটি ডলারের সফটওয়্যার ও তথ্যপ্রযুক্তি সেবা রপ্তানি হয়। হার্ডওয়্যারের কোনো রপ্তানি নেই। তবে স্থানীয় বাজার রয়েছে, সেটি বড়ও হচ্ছে। তাই স্থানীয়ভাবে কম্পিউটার উৎপাদনের কারখানা করা যায়। সেটি করতে দিতে হবে, তাহলে তথ্যপ্রযুক্তি খাত আরও এগিয়ে যাবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : **পল্লব মোহাইমেন**

দেশে তৈরি ওয়ালটনের কম্পিউটার পণ্য

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

গাজীপুরের চন্দ্রায় ওয়ালটন হাইটেক পার্কে উৎপাদিত হয় বেশ কিছু কম্পিউটার পণ্য। দেশের বাজারে সেগুলোর চাহিদাও রয়েছে।

২০১৭ সাল থেকে দেশে তথ্যপ্রযুক্তি পণ্যের উৎপাদন শুরু করেছে ওয়ালটন।

দেশে উৎপাদিত ওয়ালটনের প্রযুক্তিপণ্য ৩২ মডেলের ল্যাপটপ, ৪৪টি মডেলের ডেস্কটপ কম্পিউটার, ১৮ মডেলের অল-ইন-ওয়ান পিসি, ১১টি মডেলের মনিটর, ৮ মডেলের ট্যাবলেট কম্পিউটার, ৩টি মডেলের প্রিন্টার রয়েছে ওয়ালটনের। এ ছাড়া ৪টি মডেলের ইন্টারঅ্যাকটিভ ডিসপ্লে, ৭ মডেলের সোলার হাইব্রিড আইপিএস ও ১৫ মডেলের স্পিকার রয়েছে।

ওয়ালটন আরও তৈরি করে অ্যাকসেস কন্ট্রোল ডিভাইস, মাউন্টিং ব্র্যাকেট, ল্যাপটপ ক্যারিয়ার, ওয়াই-ফাই রাউটার, নেটওয়ার্কিং সুইচ, কার্ড রিডার, কি-বোর্ড, এসএসডি, র‍্যাম, এসডি কার্ড, পাওয়ার ব্যাংক, ডিজিটাল রাইটিং প্যাড, লিকুইড কুলার, মাউস, মাউস প্যাড, ওয়েবক্যাম, পেনড্রাইভ, অনলাইন ইউপিএস, স্মার্টওয়াচ, স্কেল, সিসিটিভি, হেডফোন, পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট, স্মার্টফিটনেস স্কেল, ইউপিএস, হাব ও ইয়ারফোন।

AORUS
GIGABYTE
STEP INTO THE FUTURE
WITH GIGABYTE AI
AI Gaming Laptop | Graphics Card | Gaming Monitor | Motherboards | PSU | Chassis
GEFORCE RTX
GIGABYTE

ডিএসইতে গতকালও সূচক কমেছে | ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ডিএসইএক্স গতকালও ৪৪ পয়েন্ট কমেছে। এ নিয়ে গত দুই দিন সূচকটি কমেছে। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সংক্ষেপে

স্বীকৃতি চান এনজিও নেতারা

বাংলাদেশের উন্নয়নে নিজেদের ভূমিকার স্বীকৃতি চান বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার (এনজিও) নেতারা। তাঁদের এই দাবির সঙ্গে একমত সরকার গঠিত অর্থনীতিসংক্রান্ত শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির প্রধান দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তিনি বলেছেন, এনজিওদের স্বচ্ছ ও কার্যকর ভূমিকার স্বীকৃতি থাকা উচিত। তাদের দক্ষভাবে গড়ে তুলতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থার অংশ হিসেবে এনজিওদের ভূমিকাকে ক্রমান্বয়ে হ্রাস করা হয়েছে। গতকাল সোমবার শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির সদস্যরা এনজিও নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের এনইসি সম্মেলন কেন্দ্রে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৭৮ জন এনজিও প্রতিনিধি সভায় অংশ নেন। সভা শেষে অর্থনীতিবিদ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, দেশের উন্নয়নে তাদের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিতে হবে। তাদের বিষয়ে সরকারের করণীয় পরামর্শ আকারে শ্বেতপত্রে অন্তর্ভুক্ত হবে।

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

শক্তিশালী মুদ্রাগুলোর বিপরীতে চাঙা হচ্ছে ডলার

জাপানি মুদ্রা ইয়েনসহ বিশ্বের বিভিন্ন শক্তিশালী মুদ্রার বিপরীতে মার্কিন ডলার শক্তিশালী হচ্ছে। গতকাল সোমবার বিশ্ববাজারে মার্কিন ডলারের তেজি ভাব দেখা গেছে। মূলত গত শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের কর্মসংস্থানের পরিসংখ্যান প্রকাশিত হওয়ার পর ডলারের পালে এই হাওয়া লেগেছে। গতকাল বিশ্ববাজারে প্রতি ডলারের বিপরীতে ১৪৯ দশমিক ১০ জাপানি ইয়েন পাওয়া যায়। গত ১৬ আগস্টের পর এটাই ইয়েনের সর্বনিম্ন দর। গত সপ্তাহে ইয়েনের দরপতন হয়েছে ৪ শতাংশের বেশি; ২০০৯ সালের পর এটাই ইয়েনের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক দরপতন। গতকাল ইউএস ডলার ইনডেক্সের মান অপরিবর্তিত ছিল। গত সপ্তাহে এই সূচক বেড়েছে ২ শতাংশের বেশি, গত দুই বছরের মধ্যে যা সর্বোচ্চ। প্রতি ডলারের বিপরীতে ইউরোর মান এখন ১ দশমিক শূন্য ৯; গত সপ্তাহে ইউরোর দরপতন হয়েছে শূন্য দশমিক শূন্য ৬ শতাংশ।

অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

হাসানুল হক ইনু ও তাঁর স্ত্রীর ব্যাংক হিসাব জব্দ

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনু ও তাঁর স্ত্রী জাসদের সহসভাপতি আফরোজা হকের ব্যাংক হিসাব স্থগিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) দেশের বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে গতকাল সোমবার এ-সংক্রান্ত নির্দেশনা পাঠিয়েছে। নির্দেশনায় বিএফআইইউ জানিয়েছে, ব্যাংকের শাখায় উল্লিখিত ব্যক্তিরা এবং তাঁদের ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নামে কোনো হিসাব পরিচালিত হয়ে থাকলে সেসব হিসাবের লেনদেন ২০১২ সালের মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের আওতায় ৩০ দিনের জন্য স্থগিত রাখার নির্দেশনা দেওয়া হলো। লেনদেন স্থগিতের পাশাপাশি উল্লিখিত ব্যক্তিদের ব্যাংক হিসাবসংশ্লিষ্ট তথ্য বা দলিল (হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসি ও লেনদেন বিবরণী ইত্যাদি) বিএফআইইউতে পাঠানোর জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

টব আবার বৃষ্টি হওয়ার কারণে নার্সারিগুলোতে টবের চাহিদা বেড়েছে। এতে কুমাররাও টবের ভালো দাম পাচ্ছেন। পাইকারিতে প্রতিটি টব ৪ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। গতকাল রংপুর সদর উপজেলার দক্ষিণ মমিনপুর এলাকায়। ছবি : মঈনুল ইসলাম

করবহির্ভূত রাজস্ব বৃদ্ধিতে জোর

রাজস্ব আয়

অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় বলা হয়েছে, বিভিন্ন সেবামাশুল তিন বছর পরপর বা প্রয়োজনের নিরিখে যথাসময়ে হালনাগাদ করা হবে।

> দেশে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির অনেক সুযোগ রয়েছে। আপাতত এনটিআর ও নন-এনবিআর কর-রাজস্ব বৃদ্ধির নির্দেশিকা জারি করেছে অর্থ বিভাগ। এনবিআর নিয়ন্ত্রিত কর-রাজস্ব বৃদ্ধির কাজও চলছে।
>
> **সালেহউদ্দিন আহমেদ**, অর্থ ও বাণিজ্য উপদেষ্টা

ফখরুল ইসলাম, *ঢাকা*

বাজেটে অর্থের জোগান দিতে করবহির্ভূত রাজস্ব (এনটিআর) আদায় বৃদ্ধির বিষয়ে মনোযোগী হয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। পাশাপাশি 'নন-এনবিআর কর-রাজস্ব' হিসেবে পরিচিত এনবিআর-বহির্ভূত কর-রাজস্ব আদায়ও এ সরকার বাড়াতে চায়।

এমন সিদ্ধান্তের অর্থ হচ্ছে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর ও সংস্থা ফি বা মাশুলের বিনিময়ে মানুষকে যেসব সেবা দেয়, সেগুলো থেকে আয় বাড়বে। সরকারি ভাষায় বিষয়টি এভাবে বলা হয়েছে, 'সেবার মাশুল তিন বছর পরপর অথবা প্রয়োজনের নিরিখে যথাসময়ে হালনাগাদ হবে।' তবে সেগুলো করা হবে সেবা দেওয়ার খরচ, জীবনযাত্রার মান, মূল্যস্ফীতি এবং অর্থনৈতিক ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় বিবেচনায় রেখে।

এনটিআর ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-বহির্ভূত (নন-এনবিআর) কর-রাজস্ব সংগ্রহ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার কথা বলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ গত রোববার একটি নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে। এতে বলা হয়েছে, এনটিআর ও নন-এনবিআর রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা আছে। এ দুটি উৎস থেকে আদায় বৃদ্ধির জন্য একটি সময়োপযোগী নির্দেশিকা প্রণয়নের দরকার ছিল, সেটাই এখন করা হলো।

এ নিয়ে অর্থ ও বাণিজ্য উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ গতকাল সোমবার *প্রথম আলোকে* বলেন, দেশে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির অনেক সুযোগ রয়েছে। আপাতত এনটিআর ও নন-এনবিআর কর-রাজস্ব বৃদ্ধির নির্দেশিকা জারি করেছে অর্থ বিভাগ। এনবিআর-নিয়ন্ত্রিত কর-রাজস্ব বৃদ্ধির কাজও চলছে।

নির্দেশিকায় বলা হয়, এনটিআর ও নন-এনবিআর কর-রাজস্বের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, যৌক্তিক মাশুল ও কর আরোপ, সঠিক খাত চিহ্নিতকরণ, সরকারের প্রাপ্য সুদ ও লভ্যাংশ নিয়মিতভাবে আদায় এবং সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন, সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে নির্দেশিকাটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

নির্দেশিকা অনুযায়ী, আদায় করা রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় চালান বা এ-চালান ব্যবহার করতে হবে। রাজস্ব জমা দেওয়ার তথ্য এবং টাকার পরিমাণ, খাত, চালান নম্বর ইত্যাদি নির্দিষ্ট রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে। মাশুল, টোল, ইজারা, ভাড়া ইত্যাদি যেদিন আদায় করা হবে, সেদিনই জমা দিতে হবে। তবে অফিস সময়ের পরে বা সরকারি ছুটির দিনে আদায় হলে তা পরের কর্মদিবসে সরকারি কোষাগারে জমা করতে হবে।

ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এনটিআর ও নন-এনবিআর কর-রাজস্বের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আদায় পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে অর্থ বিভাগে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। মন্ত্রণালয় বা বিভাগগুলোকে সেবার মূল্য বা মাশুল নির্ধারণ, পুনর্নির্ধারণ অথবা অপরিবর্তিত রাখার যৌক্তিকতা নিরূপণ করে একটি বিশ্লেষণাত্মক প্রতিবেদন প্রতিবছর অক্টোবর মাসে অর্থ বিভাগে পাঠাতে হবে।

নির্দেশিকায় অর্থ বিভাগের করণীয় সম্পর্কে বলা হয়েছে, এ বিভাগ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা সভা করবে এবং মাশুল নির্ধারণ, পুনর্নির্ধারণ বা আরোপের বিষয়ে মতামত দেবে।

নির্দেশিকা বলা হয়, টাকা জমা দিতে ব্যর্থ হলে এবং নির্দেশিকার কোনো শর্ত পালন না করলে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

দেশের চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটের আকার ৭ লাখ ৯৭ হাজার কোটি টাকা। এতে অনুদান ছাড়া ঘাটতির পরিমাণ ২ লাখ ৫৬ হাজার কোটি টাকা। এই বাজেটে ৪ হাজার ৪০০ কোটি টাকার অনুদানসহ মোট রাজস্ব প্রাপ্তি ধরা হয়েছে ৫ লাখ ৪৫ হাজার ৪০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে নন-এনবিআর কর ১৫ হাজার কোটি এবং এনটিআর ৪৬ হাজার কোটি। অর্থাৎ অর্থ বিভাগের চাওয়া হলো ৬১ হাজার কোটি টাকা বা পারলে আরও বেশি আদায় করা।

এনটিআর ও নন-এনবিআর কর কোনগুলো

এনটিআর খাতের মধ্যে রয়েছে লভ্যাংশ ও মুনাফা, সুদ, প্রশাসনিক মাশুল, জরিমানা, ভাড়া ও ইজারা, টোল, অবাণিজ্যিক বিক্রি, সেবা প্রাপ্তি, মূলধন রাজস্ব ও কর ছাড়া অন্যান্য রাজস্ব। নন-এনবিআর কর-রাজস্ব হলো মাদক শুল্ক, যানবাহন কর, ভূমি রাজস্ব, নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প বিক্রি ও সারচার্জ।

চলতি অর্থবছরে স্ট্যাম্প বিক্রি থেকে ১০ হাজার কোটি, লভ্যাংশ ও মুনাফা থেকে ৭ হাজার ৬৭৬ কোটি, সুদ বাবদ ৬ হাজার ১১৪ কোটি, টোল হিসেবে ১ হাজার ৯১৫ কোটি ও ভূমি রাজস্ব বাবদ ২ হাজার ২৫০ কোটি টাকা সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

জানতে চাইলে সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) নির্বাহী পরিচালক সেলিম রায়হান বলেন, রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে এনটিআর ও নন-এনবিআর কর হালনাগাদ হতে পারে। তবে খেয়াল রাখতে হবে, ব্যবসা সহজীকরণ যেন বাধাগ্রস্ত না হয়। পুরো প্রক্রিয়ায় উৎকর্ষ আনতে ডিজিটাল ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

বাজার তদারকিতে জেলায় জেলায় বিশেষ টাস্কফোর্স

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার পরিস্থিতি ও সরবরাহশৃঙ্খল তদারক ও পর্যালোচনার জন্য বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। জেলা পর্যায়ে এসব টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে, যা দেশের সব জেলা পর্যায়ে আলাদাভাবে কাজ করবে।

গতকাল সোমবার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়। প্রতিটি জেলায় বিশেষ এ টাস্কফোর্সের আহ্বায়ক হিসেবে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এবং সদস্যসচিব হিসেবে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক দায়িত্ব পালন করবেন।

এ ছাড়া টাস্কফোর্সে সদস্য হিসেবে থাকবেন জেলার একজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক বা উপযুক্ত প্রতিনিধি, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা বা উপযুক্ত প্রতিনিধি, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা বা উপযুক্ত প্রতিনিধি, কৃষি বিপণন কর্মকর্তা বা জ্যেষ্ঠ কৃষি বিপণন কর্মকর্তা, কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) প্রতিনিধি এবং দুজন শিক্ষার্থী প্রতিনিধি। টাস্কফোর্স প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে বলে প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়।

বিরাজমান উচ্চ মূল্যস্ফীতির মধ্যে সম্প্রতি বাজারে বিভিন্ন নিত্যসামগ্রীর দাম আরও এক দফা বেড়েছে। যেমন কাঁচা মরিচের কেজি হয়েছে ৪০০ টাকা, প্রতি ডজন ফার্মের মুরগির ডিমের দাম বেড়ে হয়েছে ১৮০-১৯০ টাকা। এ ছাড়া ব্রয়লার মুরগির মতো পণ্যসহ প্রায় সব ধরনের সবজির দামও বেড়েছে। এ অবস্থায় নানা আলোচনা-সমালোচনার মধ্যে সরকার নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার পরিস্থিতি তদারকিতে জেলায় জেলায় টাস্কফোর্স গঠন করল।

এর আগে গত রোববার এক ফেসবুকে স্ট্যাটাসে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া কিছু পণ্যের আমদানি শুল্ক কমানোর কথা উল্লেখ করে বলেন, অনেকগুলো পণ্য ডিউটি ফ্রি করার পরও সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্যে বাজারে এর কোনো প্রভাব পড়েনি। বাজার মনিটরিংয়ে টাস্কফোর্স গঠনের প্রক্রিয়া চলছে। দ্রুতই মাঠে নামবে টাস্কফোর্স। আসিফ মাহমুদের এমন বার্তা দেওয়ার পরদিনই টাস্কফোর্স গঠনের প্রজ্ঞাপন জারি হলো।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, এই টাস্কফোর্সের (প্রতিটি জেলায়) সদস্যরা নিয়মিত বিভিন্ন বাজার, বৃহৎ আড়ত, গোডাউন, কোল্ড স্টোরেজ ও সরবরাহশৃঙ্খলের অন্যান্য স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন। তাঁরা নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার বিষয়টি তদারক করবেন। এ ছাড়া পণ্যের উৎপাদন, পাইকারি ও ভোক্তা পর্যায়ে যাতে দামের পার্থক্য ন্যূনতম পর্যায়ে থাকে, তা নিশ্চিত করতে কাজ করবে টাস্কফোর্স।

গ্রাহক টাকা পাচ্ছেন না, অথচ পুরো বেতন তুলেছেন ২ এমডি

ইউনিয়ন ও কমার্স ব্যাংক

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

মোকাম্মেল হক চৌধুরী | তাজুল ইসলাম

জ্যেষ্ঠ নাগরিক কামরুন নাহার ইউনিয়ন ব্যাংকে তিন বছর আগে প্রায় এক কোটি টাকা স্থায়ী আমানত হিসেবে রাখেন। গত জুলাই থেকে তিনি সেই টাকা নগদে উত্তোলন ও অন্য ব্যাংকে স্থানান্তরের চেষ্টা করছেন। এখন পর্যন্ত কোনো টাকা তিনি তুলতে পারেননি। শুধু কামরুন নাহার নন, ব্যাংকটি কোনো গ্রাহকেরই টাকা ফেরত দিতে পারছে না। তবে মাঝেমধ্যে পরিচিত গ্রাহকদের ১০-১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত দেয়।

একই অবস্থা বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংকেরও। দুটি ব্যাংকই নিজ নিজ কর্মকর্তাদেরও বেতনের টাকা তোলার সীমা বেঁধে দিয়েছে। কেউ ১০ হাজার, আবার কেউ ২০ হাজার টাকা তুলতে পারেন। তবে ব্যাংক দুটির ব্যবস্থাপনা পরিচালকেরা (এমডি) তাঁদের বেতনের পুরো টাকা ঠিকই তুলে ফেলেছেন। এর মধ্যে ইউনিয়ন ব্যাংকের এমডি এ বি এম মোকাম্মেল হক চৌধুরী ২ ও ৩ অক্টোবর তুলে নিয়েছেন ১ কোটি ৫৩ লাখ টাকা। কমার্স ব্যাংকের এমডি তাজুল ইসলাম গত ২৬ সেপ্টেম্বর একবারে তুলেছেন ৮ লাখ ৮০ হাজার টাকা। তাঁদের ব্যাংক হিসাব পর্যালোচনায় এ তথ্য পাওয়া গেছে।

ব্যাংক দুটি এস আলম গ্রুপের নিয়ন্ত্রণে ছিল। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ব্যাংক দুটির পর্ষদ ভেঙে দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। স্বতন্ত্র পরিচালকেরা এখন দুই ব্যাংকের চেয়ারম্যান। এর মধ্যে কমার্স ব্যাংকের চেয়ারম্যান হয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক নির্বাহী পরিচালক আতাউর রহমান। অবসরের পর প্রায় পাঁচ বছর এস আলমের মালিকানাধীন ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংকে কর্মরত ছিলেন।

দেখা গেছে, কমার্স ব্যাংকের এমডি তাজুল ইসলামের হিসাবে ২৫ আগস্ট বেতনের ৮ লাখ ৮০ হাজার টাকা জমা হয়। এরপর ২৯ আগস্ট তিনি আগের জমাসহ ১৬ লাখ ৯০ হাজার টাকা অন্য ব্যাংকের হিসাবে নেওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। পরে বিশেষ ব্যবস্থায় পয়লা সেপ্টেম্বর সেই টাকা অন্য হিসাবে নিতে সক্ষম হন। ২৫ সেপ্টেম্বর তাঁর হিসাবে ৮ লাখ ৮০ হাজার টাকা বেতন বাবদ জমা হওয়ার পরদিনই তিনি পুরো টাকা তুলে ফেলেন।

জানতে চাইলে তাজুল ইসলাম বলেন, 'আমি আয়কর দেওয়ার জন্য পে-অর্ডার করেছিলাম। এ ছাড়া খরচের জন্য বেতনের টাকা তোলা হয়েছে। ব্যাংকে টাকার সংকট রয়েছে। এ জন্য অনেকে টাকা পাচ্ছেন না। ভবিষ্যতে এটি ঠিক হয়ে যাবে।'

কমার্স ব্যাংকের চেয়ারম্যান আতাউর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'কবে তারল্যসংকট মিটবে, এটা বলতে পারব না।'

ইউনিয়ন ব্যাংকের এমডি এ বি এম মোকাম্মেল হক চৌধুরী তাঁর ব্যাংক হিসাব থেকে পয়লা সেপ্টেম্বর ২ লাখ টাকা ও ৫ সেপ্টেম্বর ৪ লাখ ২৮ হাজার টাকা উত্তোলন করেন। ২৫ সেপ্টেম্বর তাঁর হিসাবে ৫০ লাখ টাকা জমা হয়। একই দিন মাসের বেতনের ১০ লাখ ৮ হাজার ২৪২ টাকা জমা হয়। ২৬ সেপ্টেম্বর ওই হিসাবে জমা হয় ৪২ লাখ টাকা। এরপর তিনি ২৯ সেপ্টেম্বর ৫০ হাজার টাকা, ২ অক্টোবর ৫০ লাখ টাকা এবং ৩ অক্টোবর ৫০ লাখ ও ৫৩ লাখ টাকা তোলেন।

এ নিয়ে এ বি এম মোকাম্মেল হক চৌধুরীকে ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। ব্যাংকটির চেয়ারম্যান ফরীদ উদ্দীন আহমদকেও ফোনে পাওয়া যায়নি।

আজিজ খানসহ সামিট পরিবারের ১১ সদস্যের ব্যাংক হিসাব জব্দ

অর্থ বাণিজ্য ডেস্ক

সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ আজিজ খান ও তাঁর পরিবারের ১১ জন সদস্যের ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) দেশের সব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে গত রোববার এ সংক্রান্ত নির্দেশনা পাঠিয়েছে।

মুহাম্মদ আজিজ খান, তাঁর স্ত্রী আঞ্জুমান আজিজ খান, মেয়ে আয়শা আজিজ খান, আদিবা আজিজ খান ও আজিজা আজিজ খান, তাঁর ভাই জাফর উমিদ খান, মোহাম্মদ লতিফ খান, মোহাম্মদ ফরিদ খান ও ফারুক খান এবং ভাতিজা মোহাম্মদ ফয়সাল করিম খান ও সালমান খানের ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়েছে।

লেনদেন স্থগিতের পাশাপাশি উল্লিখিত ব্যক্তিদের ব্যাংক হিসাবসংশ্লিষ্ট তথ্য বা দলিল (হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসি ও লেনদেন বিবরণী ইত্যাদি), চলমান ঋণের তথ্য (গ্রাহকের নাম, ঋণের হিসাব নম্বর ও বর্তমান স্থিতি, শ্রেণীকৃত মান প্রভৃতি), অপ্রত্যাশিত আমদানি-রপ্তানি বিলের তথ্য ও লকার সম্পর্কিত তথ্য বিএফআইইউতে পাঠানোর নির্দেশনা দিয়েছে বিএফআইইউ।

সামিটের টার্মিনাল নির্মাণ চুক্তি বাতিল

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) গতকাল সোমবার কক্সবাজারের মহেশখালীতে সামিট গ্রুপের তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) রূপান্তরের দ্বিতীয় টার্মিনাল নির্মাণ চুক্তি বাতিল করেছে।

সামিটকে পাঠানো পেট্রোবাংলার এ-সংক্রান্ত চিঠিতে বলা হয়েছে, চুক্তির কিছু শর্তভঙ্গের দায়ে এমন ব্যবস্থা নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

কক্সবাজারের মহেশখালীতে সামিটের বর্তমান টার্মিনালটি থেকে এলএনজি সরবরাহ করা হচ্ছে। নতুন আরেকটি টার্মিনাল নির্মাণের চুক্তি হয় গত ৩০ মার্চ। একই দিনে বছরে ১৫ লাখ টন এলএনজি সরবরাহে আরেকটি চুক্তি করে সামিট। চুক্তি অনুযায়ী, ২০২৬ সাল থেকে এলএনজি সরবরাহের কথা।

পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান জনেন্দ্র নাথ সরকার বলেন, সামিটের দ্বিতীয় এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ চুক্তিটি বাতিলের সিদ্ধান্ত দিয়েছে জ্বালানি বিভাগ।

এ নিয়ে সামিট আনুষ্ঠানিক এক বিবৃতিতে জানায়, তারা গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় চুক্তি বাতিলের নোটিশ পেয়েছে। এই সিদ্ধান্ত তাদের কাছে ন্যায়সংগত মনে হয়নি। তারা এর বিরুদ্ধে আপিল করবে।

কলা সাতসকালেই আড়তে পাকা কলা বিক্রি করতে এসেছেন কলাচাষি ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা। সম্প্রতি বগুড়া শহরের চাষীবাজারে। ছবি : সোয়েল রানা

শেয়ারবাজার সংস্কারে পাঁচ সদস্যের টাস্কফোর্স গঠন

বিএসইসির আদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

শেয়ারবাজারের উন্নয়ন, বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক মানের সুশাসন নিশ্চিত করতে পুঁজিবাজার সংস্কারের সুপারিশের জন্য পাঁচ সদস্যের টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। গতকাল সোমবার পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এ টাস্কফোর্স গঠন করেছে। গতকাল সোমবার বিএসইসির পক্ষ থেকে এ-সংক্রান্ত আদেশ জারি করা হয়েছে।

পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট টাস্কফোর্সের সদস্যরা হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক কে এ এম মাজেদুর রহমান, নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান হুদা ভাসি চৌধুরী অ্যান্ড কোংয়ের জ্যেষ্ঠ অংশীদার এ এফ এম নেসারউদ্দীন, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) সিএসই বিভাগের অধ্যাপক মো. মোস্তফা আকবর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন সিস্টেম বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আল আমিন।

বিএসইসি গঠিত পুঁজিবাজার সংস্কার টাস্কফোর্সের কার্যপরিধি নির্ধারণ করা হয়েছে ১৭টি। এর মধ্যে রয়েছে পুঁজিবাজারের আকার, তথা জিডিপি ও বাজার মূলধন অনুপাত কম হওয়ার প্রধান কারণগুলো চিহ্নিত করা ও উন্নতির জন্য নীতি প্রণয়নের প্রস্তাব; দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নে ব্যাংকঋণের বদলে পুঁজিবাজার থেকে অর্থায়নে সরকারের নীতি প্রণয়ন ও এ-সংক্রান্ত নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিএসইসির প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতের সুপারিশ করা; বাজারের সুশাসনের উন্নতির জন্য বর্তমান পরিস্থিতি ও প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো বিশ্লেষণ করে সমাধানের সুপারিশ প্রণয়ন; বিএসইসির প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির সুপারিশ; ডিএসই, সিএসই, সিডিবিএল, সিসিবিএলের তদারকি কার্যক্রম বিশ্বমানে উন্নীত করাসহ প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও সুশাসন নিশ্চিতে সুপারিশ প্রণয়ন; প্রাইভেট প্লেসমেন্ট-সংক্রান্ত সিকিউরিটিজ নীতিমালা যুগোপযোগী করতে সুপারিশ; তালিকাভুক্ত কোম্পানির স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন, করপোরেট ঘোষণাসহ বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা ও বাজারের গভীরতা বৃদ্ধির সুপারিশ প্রণয়ন; বাজার মধ্যস্থতাকারীদের জন্য বিদ্যমান আইন ও বিধিবিধান যুগোপযোগী করতে সুপারিশ করা; বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও আস্থা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান; বাজারে কারসাজি, অনিয়মের বিচার ও জরিমানার সমতা আনতে সুনির্দিষ্ট পেনাল কোড এবং শাস্তির বিধিমালা প্রণয়ন করা; নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের জন্য একটি মানসম্মত পদ্ধতি বা নির্দেশিকা প্রণয়ন; তালিকাভুক্ত কোম্পানির সঙ্গে অ-তালিকাভুক্ত কোম্পানি একীভূত, অধিগ্রহণ-সংক্রান্ত হাইকোর্টের অনুমোদনের আগে বিএসইসির অনাপত্তি গ্রহণ-সংক্রান্ত সুপারিশ করা ইত্যাদি।

বিএসইসি টাস্কফোর্সের কার্যপরিধি নির্ধারণ করে দিলেও কাজের ক্ষেত্রে কোনো সময়সীমা বেঁধে দেয়নি। আদেশে বলা হয়েছে, যৌক্তিক সময়ের মধ্যে টাস্কফোর্স তাদের সুপারিশসহ প্রতিবেদন কমিশনে হস্তান্তর করবে।

জানালেন ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ

গভীর সমুদ্রবন্দরের কাজ পাচ্ছে জাপান

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ

পরিকল্পনা ও শিক্ষা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেছেন, 'গভীর সমুদ্রবন্দর চীন না ভারত করবে, এটা নিয়ে টানাপোড়েন ছিল। তবে জাপান আমাদের সহজ শর্তে ঋণ দেয়, তাই জাপানই গভীর সমুদ্রবন্দরে অর্থায়ন করবে। আমরা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছি। জাপান অর্থ দেবে। জাপানের অর্থায়নের প্রকল্প সময়মতো শেষ হয়। প্রকল্পের অর্থ বেঁচে গেলে সেই অর্থ অন্য প্রকল্পে দিয়ে দেয়।'

গতকাল সোমবার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) বৈঠক শেষে শেরেবাংলা নগরে এনইসি সম্মেলনকক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে একনেক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ তথা 'মাতারবাড়ী পোর্ট ডেভেলপমেন্ট (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যয় ধরা হয়েছে ২৪ হাজার ৩৮১ কোটি ৪০ লাখ টাকা। এর মধ্যে সরকার দেবে ৩ হাজার ৫৪৪ কোটি ৬২ লাখ ও প্রকল্পের নিজস্ব তহবিল থেকে আসবে ২ হাজার ৮৬৭ কোটি ২০ লাখ টাকা। প্রকল্প ঋণ হিসেবে নেওয়া হবে ১৭ হাজার ৯৬৯ কোটি ৫৮ লাখ টাকা। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর।

ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ জানান, একনেক সভায় উন্নয়ন প্রকল্পের গাড়ির খোঁজ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তিনি বলেন, সারা দেশে বিভিন্ন প্রকল্পে কতগুলো গাড়ি আছে, সেগুলো কী অবস্থায় আছে, তা জানার এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খানকে।

গতকাল একনেক সভায় ১১টি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন করেছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। এর মধ্যে সাতটি প্রকল্পের শুধু মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। চারটি প্রকল্পে নতুন করে ২৪ হাজার ৪১২ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে। এর মধ্যে সরকারি তহবিল থেকে ৭ হাজার ৭৪৬ কোটি ৬৬ লাখ টাকা, প্রকল্প ঋণ থেকে ১৬ হাজার ১২ কোটি ৩৩ লাখ টাকা এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থা থেকে ৬৫৩ কোটি ৯৫ লাখ টাকা আসবে।

গতকাল একনেক সভায় অনুমোদিত প্রকল্পগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-২: এলেঙ্গা-হাটিকমরুল-রংপুর মহাসড়ক চার লেনে উন্নীত করা; নির্বাচিত তিনটি অর্থনৈতিক গ্রোথ করিডরের অন্তর্ভুক্ত ৬টি সিটি করপোরেশন ও ৮১টি পৌরসভার জলবায়ুসহনশীল নগর অবকাঠামো উন্নয়ন ও পরিষেবাসমূহ বৃদ্ধি করা; চট্টগ্রামের কালুরঘাটে কর্ণফুলী নদীর ওপর একটি রেল-কাম-রোড সেতু নির্মাণ প্রকল্প এবং মাতারবাড়ী পোর্ট ডেভেলপমেন্ট (২য় সংশোধিত) প্রকল্প।

করপোরেট সংবাদ

আনোয়ার সিমেন্ট শিট ও ৩৬০ টিএসএলের চুক্তি

আনোয়ার গ্রুপের প্রতিষ্ঠান আনোয়ার সিমেন্ট শিট লিড সার্টিফিকেশন অর্জনের লক্ষ্যে ৩৬০ টোটাল সলিউশন লিমিটেডের (টিএসএল) সঙ্গে একটি চুক্তি করেছে। সম্প্রতি আনোয়ার গ্রুপের ডিএমডি ওয়াইজ আর হোসেন এবং ৩৬০ টিএসএলের এমডি অনন্ত আহমেদ চুক্তিতে সই করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন আনোয়ার গ্যালভানাইজিংয়ের জিএম কাঞ্চন সাহা, আনোয়ার গ্রুপের সিনিয়র ম্যানেজার সুমন সাহা, আনোয়ার সিমেন্ট শিটের মার্কেটিং ম্যানেজার মাহবুব আলম ও সহকারী ব্র্যান্ড ম্যানেজার মেহেদী হাসান। **বিজ্ঞপ্তি**

মিডল্যান্ড ব্যাংকের এসএমই সেন্টার চালু ও শাখা স্থানান্তর

মিডল্যান্ড ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী মো. আহসান-উজ জামান সম্প্রতি ঢাকার গুলশানের প্রধান কার্যালয় থেকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ব্যাংকের প্রথম এসএমই সেন্টার (গাজীপুর চৌরাস্তায়) এবং বগুড়া শাখার স্থানান্তর কার্যক্রম (জলেশ্বরীতলার শহীদ আবদুল জব্বার রোডের জমজম টাওয়ারে) উদ্বোধন করেন। এ সময় ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. জাহিদ হোসেন, এসএমই বিভাগের প্রধান, বগুড়া শাখার এরিয়া হেড, ক্লাস্টার হেড ও শাখা ব্যবস্থাপক উপস্থিত ছিলেন। **বিজ্ঞপ্তি**

বাটা শু কোম্পানির গিফট কার্ড উদ্বোধন

বাটা শু কোম্পানি (বাংলাদেশ) সম্প্রতি 'বাটা গিফট কার্ড' চালু করেছে। ঢাকার যমুনা ফিউচার পার্কের বাটার ফ্ল্যাগশিপ স্টোরে এই কার্ডের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাটার পণ্যদূত বিদ্যা সিনহা মিম, বাটা বাংলাদেশের ফিন্যান্স ডিরেক্টর ইলিয়াস আহমেদ ও রিটেইল ডিরেক্টর আরফানুল হক, হেড অব মার্কেটিং নুসরাত হাসান, কোম্পানি সচিব রিয়াজুর ফয়সালসহ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। গ্রাহকেরা বাটার নির্দিষ্ট স্টোরগুলো থেকে ১০০০, ২০০০ ও ৫০০০ টাকার গিফট কার্ড কিনে প্রিয়জনদের উপহার দিতে পারবেন। **বিজ্ঞপ্তি**

প্রকরণ বা পরিবৃত্তি পৃথিবীতে দুটি জীব কখনোই অবিকল একই ধরনের হয় না। দুটি জীবের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায়, তাকে বলা হয় 'প্রকরণ' বা 'পরিবৃত্তি'।

৯ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা : শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

শিখন অভিজ্ঞতা ৪

মিজানুর রহমান, *শিক্ষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

 # এককথায় উত্তর দাও

প্রশ্ন : 'বঙ্গীয় স্থানীয় আইন' হয়েছিল কত সালে?
উত্তর : ১৮৮৫ সালে।
প্রশ্ন : 'স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ' হয়েছিল কত সালে?
উত্তর : ১৯৭৬ সালে।
প্রশ্ন : 'উপজেলা পরিষদ আইন' কত সালে প্রবর্তিত হয়?
উত্তর : ২০০৯ সালে।
প্রশ্ন : ইউনিয়ন পরিষদ ওয়ার্ডভিত্তিক কতজন মেম্বার নির্বাচিত হন?
উত্তর : ৯ জন।
প্রশ্ন : ইউনিয়ন পরিষদ ওয়ার্ডভিত্তিক কতজন নারী সদস্য নির্বাচিত হন?
উত্তর : ৩ জন।
প্রশ্ন : শহর এলাকায় পৌরসভা ও সিটি করপোরেশন কী হিসেবে কাজ করে?
উত্তর : স্থানীয় সরকার হিসেবে।
প্রশ্ন : বিভাগীয় শহরে কোন স্থানীয় সরকার রয়েছে?
উত্তর : সিটি করপোরেশন।
প্রশ্ন : বর্তমানে আমাদের দেশে কয়টি পৌরসভা আছে?
উত্তর : ৩৩০টি।
প্রশ্ন : কীভাবে পৌরসভার সদস্যরা নির্বাচিত হন?
উত্তর : জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে।
প্রশ্ন : পৌরসভার মেয়াদ কত দিন?
উত্তর : ৫ বছর।
প্রশ্ন : বাংলাদেশে কয়টি সিটি করপোরেশন আছে?
উত্তর : ১২টি।
প্রশ্ন : সিটি করপোরেশনের প্রধানকে কী বলে?
উত্তর : মেয়র।
প্রশ্ন : কিসের ভিত্তিতে সিটি করপোরেশনের কাউন্সিলরের সংখ্যা কমবেশি হতে পারে?
উত্তর : আয়তনের ভিত্তিতে।
প্রশ্ন : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয় কবে?
উত্তর : ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর।
প্রশ্ন : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কত মানুষ প্রাণ হারান?
উত্তর : প্রায় ছয় কোটি।
প্রশ্ন : যুবরাজ ফারডিনাণ্ড কোন সাম্রাজ্যের যুবরাজ ছিলেন?
উত্তর : অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের।
প্রশ্ন : প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কোন শক্তির পরাজয় ঘটে?
উত্তর : অক্ষ শক্তির।

ডিজিটাল প্রযুক্তি

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

প্রকাশ কুমার দাস, *সহকারী অধ্যাপক*
মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ২, সেশন ৪

১০. তথ্য নিরাপত্তা পলিসি গাইডলাইন আইন কত সালে চালু হয়?
ক. ২০০৪ সালে খ. ২০০৬ সালে
গ. ২০১০ সালে ঘ. ২০১৪ সালে

১১. তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি নীতিমালা আইন চালু হয় কত সালে?
ক. ২০০৮ সালে খ. ২০১৪ সালে
গ. ২০১৮ সালে ঘ. ২০২১ সালে

১২. ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন আইন চালু হয় কত সালে?
ক. ২০১০ সালে খ. ২০১৩ সালে
গ. ২০১৫ সালে ঘ. ২০১৮ সালে

১৩. সাধারণ ডায়েরি কোথায় করতে হয়?
ক. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
খ. থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
গ. জেলার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ঘ. বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

১৪. অনলাইনে জিডি করতে হলে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ওয়েবসাইট কোনটি?
ক. www.rab.gov.bd
খ. www.online.gov.bd
গ. www.dmp.gov.bd
ঘ. www.police.gov.bd

১৫. আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ইউনিটের নাম কোনটি?
ক. র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)
খ. কাউন্টার টেররিজম ইউনিট (সিটি)
গ. অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)
ঘ. সব কটি

১৬. সাইবার স্পেসে কেউ অপরাধের শিকার হলে নিকটস্থ কোথায় জিডি করতে হবে?
ক. ওয়ার্ডে খ. ইউনিয়নে
গ. থানায় ঘ. জেলায়

১৭. উত্ত্যক্তকারী/ব্ল্যাকমেইলার/প্রতারক/হ্যাকার/অনলাইন জুয়া পরিচালনাকারীর ঘটনার অন্তত কয়টি স্ক্রিনশট দিতে হবে?
ক. ২টি খ. ৩টি
গ. ৫টি ঘ. ৮টি

সঠিক উত্তর
সেশন ৪ : ১০. ঘ ১১. গ ১২. ঘ ১৩. খ ১৪. গ ১৫. ঘ ১৬. গ ১৭. গ

আগামীকাল থাকবে
- **নবম শ্রেণি :** ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান, গণিত
- **এইচএসসি পরীক্ষা-২০২৫ :** বাংলা ১ম পত্র
- **অষ্টম শ্রেণি :** বাংলা
- **এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ :** বাংলা ১ম পত্র, জীববিজ্ঞান, ভূগোল ও পরিবেশ
- **নোটিশ বোর্ড :** সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে ৩টি প্রোগ্রামে ভর্তির তথ্য

এইচএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতি-২০২৫

বাংলা ১ম পত্র

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মো. সুজাউদ দৌলা, *সহকারী অধ্যাপক*
রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা

সোনার তরী

১৯. 'সোনার তরী' কবিতায় 'আমি' শব্দটি কতবার ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. দুইবার খ. তিনবার
গ. চারবার ঘ. পাঁচবার

২০. ভরা নদী কী?
ক. খরপরশা খ. খর বরষা
গ. ক্ষুরধারা ঘ. ক্ষুরদ্ধারা

২১. কোন শব্দ থেকে 'বরষা' শব্দটির ব্যুৎপত্তি?
ক. বর্শা খ. বর্ষা
গ. বর্ষণ ঘ. বরশা

২২. 'সোনার তরী' কবিতায় বর্ণিত গ্রামখানি কেমন?
ক. মেঘে ঢাকা খ. পাখিতে ভরা
গ. সবুজে ভরা ঘ. ফুলে ফুলে সাজানো

২৩. 'সোনার তরী' কবিতায় কোন সময়ের কথা উল্লিখিত আছে?
ক. সকাল খ. দুপুর
গ. বিকেল ঘ. সন্ধ্যা

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৪. ঢেউগুলো নিরুপায় কোথায় ভাঙে?
ক. এক ধারে খ. দুধারে
গ. তিন ধারে ঘ. চতুর্দিকে

২৫. ছোট তরীতে কার স্থান হয় না?
ক. কবির খ. কৃষকের
গ. মাঝির ঘ. ফসলের

২৬. 'সোনার তরী' কবিতায় বাংলা কোন মাসের উল্লেখ আছে?
ক. আষাঢ় খ. শ্রাবণ
গ. ভাদ্র ঘ. আশ্বিন

২৭. 'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী'— এরপরের চরণটি কী?
ক. যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী
খ. আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি
গ. আর আছে আর নাই, দিয়েছি ভরি
ঘ. শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি

২৮. 'দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে'— চরণটিতে কাকে চেনার কথা বলা হয়েছে?
ক. মাঝিকে খ. কবিকে
গ. কৃষককে
ঘ. নদীর ওপারের মানুষকে

২৯. 'খরপরশা' শব্দের অর্থ কী?
ক. স্রোত খ. ধারালো
গ. ধারালো বর্শা ঘ. ভয়ানক স্রোত

৩০. 'সোনার তরী' কবিতায় 'আমি' প্রতীকী অর্থে কে?
ক. কৃষক খ. মাঝি
গ. গৃহস্থের স্ত্রী ঘ. কবি

সঠিক উত্তর
সোনার তরী : ১৯. ক ২০. গ ২১. খ ২২. ক ২৩. ক ২৪. খ ২৫. খ ২৬. খ ২৭. খ ২৮. ক ২৯. গ ৩০. ঘ

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

অষ্টম শ্রেণি : বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি

বাংলা | বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

জাহেদ হোসেন, *সিনিয়র শিক্ষক*
বিয়াম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ২

৩০. নিচের কোনগুলো অঘোষ ধ্বনি?
ক. গ, ঘ খ. ব, ভ
গ. র, ল ঘ. চ, ছ

৩১. নিচের কোনটি অল্পপ্রাণ ধ্বনি?
ক. খ খ. জ
গ. ছ ঘ. ঘ

৩২. নিচের কোনগুলো অল্পপ্রাণ ধ্বনি?
ক. ক, গ খ. খ, ঘ
গ. ছ, ঝ ঘ. ভ, হ

৩৩. নিচের কোনটি মহাপ্রাণ ধ্বনি?
ক. ক খ. ঠ
গ. ছ ঘ. গ

৩৪. নিচের কোনগুলো মহাপ্রাণ ধ্বনি?
ক. খ, ঘ খ. ক, গ
গ. চ, জ ঘ. ত, দ

৩৫. ধ্বনি উচ্চারণে যেসব প্রত্যঙ্গ সরাসরি কাজ করে, সেগুলোকে কী বলে?
ক. বাক্ অঙ্গ খ. কথ্য অঙ্গ
গ. বাক্ প্রত্যঙ্গ ঘ. কথ্য প্রত্যঙ্গ

৩৬. উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনিকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. দুই ভাগে খ. তিন ভাগে
গ. চার ভাগে ঘ. পাঁচ ভাগে

৩৭. কণ্ঠ ব্যঞ্জনের মুখ্য বাক্ প্রত্যঙ্গ কোনটি?
ক. জিবের পেছনের অংশ
খ. জিবের সামনের অংশ
গ. জিবের ডগা
ঘ. নিচের ঠোঁট

৩৮. উভয় ঠোঁট কোন ব্যঞ্জনধ্বনির মুখ্য বাক্ প্রতঙ্গ?
ক. কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন খ. ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন
গ. দন্ত্য ব্যঞ্জন ঘ. তালব্য ব্যঞ্জন

৩৯. দন্তমূল ও তালুর মাঝখানে যে উঁচু অংশ থাকে, তার নাম—
ক. জিব খ. মূর্ধা
গ. শ্বাসনালি ঘ. কণ্ঠ

৪০. যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ঠোঁট দুটি কাছাকাছি এসে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলো—
ক. কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন খ. তালব্য ব্যঞ্জন
গ. ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন ঘ. দন্ত্য ব্যঞ্জন

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ২ : ৩০. ঘ ৩১. খ ৩২. ক ৩৩. খ ৩৪. ক ৩৫. গ ৩৬. ঘ ৩৭. ক ৩৮. খ ৩৯. খ ৪০. গ

এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ : পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস

বাংলা ১ম পত্র

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মোস্তাফিজুর রহমান, *শিক্ষক*
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

কবিতা : পল্লিজননী

২৪. 'পচান' শব্দের অর্থ কোনটি?
ক. পুরোনো আসবাব
খ. পচে গেছে এমন
গ. বাতিল পোশাক
ঘ. ভেঙে গেছে এমন

২৫. 'কানাকুয়ো' কখন ডাকে?
ক. রাতের বেলায় খ. সন্ধ্যা বেলায়
গ. ভোরবেলায় ঘ. দুপুর বেলায়

২৬. কুয়াশা কাফন পরে কারা চলে?
ক. জোনাকি মেয়েরা
খ. ডাহুকেরা
গ. মানুষেরা
ঘ. হুতুম প্যাঁচারা

২৭. 'সাঁঝ হয়ে গেল তবু আসে নাকো'—বাক্যে মায়ের কী প্রকাশ পেয়েছে?
ক. অভিমান খ. দুঃখ
গ. শঙ্কা ঘ. রাগ

২৮. 'পল্লিজননী' কবিতায় ঝামুর ঝুমুর বাজে কী?
ক. হুতুম প্যাঁচা খ. প্যাঁচা
গ. বেতুল ঘ. বেথুল

২৯. 'মোসলমানের আড়ং দেখিতে নাই'— 'পল্লিজননী' কবিতার মায়ের এ কথা বলার কারণ কী?
ক. কুসংস্কার খ. দারিদ্র্য
গ. অমঙ্গলের ভয় ঘ. ধর্মীয় অনুশাসন

৩০. 'পল্লিজননী' কবিতায় 'অকল্যাণ এ সুর' বলা হয়েছে কার ডাককে?
ক. কানাকুয়োর খ. হুতুমের
গ. ডাহুকের ঘ. বাদুড়ের

৩১. 'ফুরায়ে এসেছে তেল'—এ বাক্যে কী প্রকাশ পেয়েছে?
ক. ছেলের মৃত্যু আসন্ন
খ. বাতির তেল ফুরানো
গ. রাত শেষ হয়ে গেছে
ঘ. এখনি সূর্য উঠবে তাই

৩২. 'পল্লিজননী' কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো—
i. একটি করুণ রসাত্মক কবিতা
ii. রুগ্‌ণ পুত্রের শিয়রে বসে রাত জাগা এক মায়ের মনঃকষ্ট
iii. অপত্যস্নেহের অনিবার্য আকর্ষণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সঠিক উত্তর
পল্লিজননী : ২৪. খ ২৫. ক ২৬. ক ২৭. গ ২৮. ঘ ২৯. খ ৩০. খ ৩১. ক ৩২. ঘ

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

জীববিজ্ঞান | বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মোহাম্মদ আক্তার উজ জামান, *প্রভাষক*
সরকারি রূপনগর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা
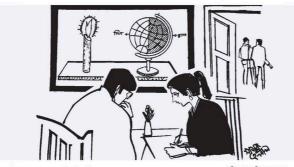
অধ্যায় ৫

নিচের উদ্দীপকটি থেকে ৩৬ ও ৩৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।
কাদের সাহেব একজন ফল ব্যবসায়ী। তিনি আম সংরক্ষণের জন্য একধরনের রাসায়নিক পদার্থ মেশান। এতে ভ্রাম্যমাণ আদালত তাঁকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

৩৬. কাদের সাহেব আমে কোন রাসায়নিক পদার্থটি মেশান?
ক. কার্বাইড
খ. ফরমালিন
গ. হেভিমেটাল
ঘ. অ্যান্টিবায়োটিক

৩৭. উক্ত রাসায়নিক পদার্থ মেশানো প্রতিরোধ করা যায়—
i. ফলকে পরিপক্ব হতে সময় দিয়ে
ii. পরিমিত মাত্রায় সরবেট ব্যবহার করে
iii. জৈব নিরাপত্তা নিশ্চিত করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩৮. অ্যাপেনডিক্স কোথায় থাকে?
ক. ক্ষুদ্রান্ত্রে খ. বৃহদন্ত্রে
গ. পাকস্থলীতে ঘ. গলবিলে

৩৯. মানুষের কয় জোড়া লালাগ্রন্থি রয়েছে?
ক. ২ জোড়া খ. ৩ জোড়া
গ. ৪ জোড়া ঘ. ৫ জোড়া

৪০. সাব-ম্যাক্সিলারি লালাগ্রন্থির অবস্থান কোথায়?
ক. কানের সামনে খ. কানের নিচে
গ. চোয়ালের নিচে ঘ. চিবুকের নিচে

৪১. পেষণ দাঁতের কাজ হলো—
i. চর্বন
ii. পেষণ
iii. টুকরাকরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪২. যকৃতের রং কেমন?
ক. গাঢ় লাল খ. বাদামি
গ. লালচে খয়েরি ঘ. হালকা গোলাপি

৪৩. পিত্তরস কোথায় তৈরি হয়?
ক. পাকস্থলী খ. অগ্ন্যাশয়
গ. বৃহদন্ত্র ঘ. যকৃৎ

৪৪. 'ভিলাই' পৌষ্টিকতন্ত্রের কোথায় থাকে?
ক. পাকস্থলী খ. পিত্তথলি
গ. ক্ষুদ্রান্ত্র ঘ. বৃহদন্ত্র

৪৫. ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীরে আঙুলের মতো প্রক্ষেপিত অংশকে কী বলে?
ক. ভিলাস খ. কোলন
গ. ইলিয়াম ঘ. অ্যাপেনডিক্স

৪৬. সাধারণত পাকস্থলীতে পরিপাক হয় না—
i. শর্করাজাতীয় খাদ্যের
ii. আমিষজাতীয় খাদ্যের
iii. স্নেহজাতীয় খাদ্যের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪৭. কোষ্ঠকাঠিন্য হয়—
i. রাফেজ ও আঁশযুক্ত খাবার না খেলে
ii. কোলন অপাচ্য খাদ্যাংশ থেকে অতিমাত্রায় পানি শোষণ করলে
iii. বিশুদ্ধ পানি পান না করলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৪৮ ও ৪৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।
মুখ দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে পরিপাক শুরু হয়ে যায়। তারপর তা গলবিল, অন্ননালি ও পাকস্থলী হয়ে অন্ত্রে এসে পরিপাক সমাপ্ত হয়।

৪৮. অনুচ্ছেদে বর্ণিত তন্ত্রের শুরু কোথা থেকে?
ক. মুখ খ. পাকস্থলী
গ. ক্ষুদ্রান্ত্র ঘ. বৃহদন্ত্র

৪৯. ওপরে উল্লিখিত তন্ত্রের কোন অংশে স্নেহ পরিপাক শুরু হয়?
ক. মুখ খ. পাকস্থলী
গ. ক্ষুদ্রান্ত্র ঘ. বৃহদন্ত্র

৫০. অনুচ্ছেদে বর্ণিত পৌষ্টিকতন্ত্রের তৃতীয় অংশে পাওয়া যায়—
i. গ্যাস্ট্রিক রস
ii. হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড
iii. টায়ালিন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫১. কোনটি ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট?
ক. দস্তা খ. কপার
গ. বোরন ঘ. পটাশিয়াম

৫২. দুধের শর্করাকে কী বলে?
ক. ল্যাকটোজ খ. সুক্রোজ
গ. গ্লুকোজ ঘ. গ্যালাকটোজ

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৫ : ৩৬. ক ৩৭. ক ৩৮. খ ৩৯. খ ৪০. গ ৪১. ক ৪২. গ ৪৩. ঘ ৪৪. গ ৪৫. ক ৪৬. খ ৪৭. ক ৪৮. ক ৪৯. গ ৫০. ক ৫১. ঘ ৫২. ক

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

ভূগোল ও পরিবেশ

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মো. শাকিরুল ইসলাম, *প্রভাষক*
ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ৪

১. 'সিয়াল' কী?
ক. একপ্রকার বায়ুপ্রবাহ
খ. ভূকম্পন দ্বারা সৃষ্ট সমুদ্র ঢেউ
গ. মহাদেশীয় ভূত্বকের স্তর
ঘ. একপ্রকার শিলা

২. গুরুমণ্ডল কোন শিলা দ্বারা গঠিত?
ক. আগ্নেয় খ. পাললিক
গ. ব্যাসল্ট ঘ. কঠিন

৩. পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ গিরিখাত কোন নদীতে অবস্থিত?
ক. নীল খ. সিন্ধু
গ. ইউফ্রেটিস ঘ. ইরাবতী

৪. ভূ-অভ্যন্তর ভাগে কয়টি স্তর রয়েছে?
ক. ২টি খ. ৩টি
গ. ৪টি ঘ. ৫টি

৫. ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন কয় রকম হতে পারে?
ক. ২ রকম খ. ৩ রকম
গ. ৪ রকম ঘ. ৫ রকম

৬. ভূপৃষ্ঠে শিলার কঠিন বহিরাবরণকে কী বলে?
ক. ভূত্বক খ. মণ্ডল
গ. গুরুমণ্ডল ঘ. কেন্দ্রমণ্ডল

৭. অশ্মমণ্ডলের ওপরের অংশ কী নামে পরিচিত?
ক. ভূত্বক খ. অন্তঃত্বক
গ. গুরুমণ্ডল ঘ. বহিঃমণ্ডল

৮. ভূত্বকের শিলাস্তরগুলোকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে?
ক. ২ ভাগে খ. ৩ ভাগে
গ. ৪ ভাগে ঘ. ৫ ভাগে

৯. ভূত্বকের নিচে কত কি.মি. পর্যন্ত অংশকে গুরুমণ্ডল বলে?
ক. ১২৭৯ কিমি খ. ১৬১২ কিমি
গ. ২১৬৫ কিমি ঘ. ২৮৮৫ কিমি

১০. গুরুমণ্ডল কোন শিলা দ্বারা গঠিত?
ক. ব্যাসল্ট খ. রায়োলাইট
গ. গ্রানাইট ঘ. অ্যান্ডিসাইট

১১. গুরুমণ্ডলকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. ২ ভাগে খ. ৩ ভাগে
গ. ৪ ভাগে ঘ. ৫ ভাগে

১২. কেন্দ্রমণ্ডল কত কি.মি. পুরু?
ক. ১,৫৯০ কিমি খ. ৩,৪৮৬ কিমি
গ. ৪,৭৮০ কিমি ঘ. ৫,২৮০ কিমি

১৩. ভূত্বক যে উপাদান দিয়ে তৈরি তাকে কী বলে?
ক. শিলা খ. লাভা
গ. ম্যাগমা ঘ. কর্দম

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৪ : ১. গ ২. গ ৩. খ ৪. খ ৫. ক ৬. ক ৭. ক ৮. খ ৯. ঘ ১০. ক ১১. ক ১২. খ ১৩. ক

নোটিশ বোর্ড

ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর
বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ও আর্কিটেকচার প্রোগ্রামে ভর্তি

■ গাজীপুরে ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগে ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষের ১ম বর্ষ বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ও ব্যাচেলর অব আর্কিটেকচার (বি.আর্ক) প্রোগ্রামে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
আবেদন ফি বাবদ ১৪৫০ টাকা Nagad/Rocket/bkash/shurjopay মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে প্রদান করতে হবে।
প্রার্থীর সাধারণ ও শিক্ষাগত যোগ্যতা :
প্রার্থীকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড/কারিগরি শিক্ষা বোর্ড/মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট/দাখিল বা সমমানের পরীক্ষায় ন্যূনতম ৫০% নম্বর অথবা ৫.০০-এর স্কেলে ন্যূনতম GPA ৩.০০ (ঐচ্ছিক বিষয়সহ) পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে;
বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং/আর্কিটেকচারে গড়ে ন্যূনতম ৬০% নম্বর অথবা ৪.০০-এর স্কেলে ন্যূনতম CGPA ৩.০০ পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে;
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং/আর্কিটেকচার পরীক্ষা ২০২২ ও ২০২৩ সালে উত্তীর্ণরাই ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন। তবে সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, সেক্টর করপোরেশনে শিক্ষকতাসহ অন্যান্য পদে কর্মরত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না।
একাধিক বিভাগে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে পৃথক পৃথকভাবে আবেদন করতে হবে। তবে ME/IPE/MME বিভাগে আবেদনকারীদের জন্য একটিমাত্র আবেদন করতে হবে এবং ওই তিন বিভাগের জন্য পছন্দক্রম করতে হবে।
আবেদন জমার শেষ তারিখ : ২৪/১০/২০২৪, বিকেল চারটা পর্যন্ত।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট : http:/admission.duetbd.org

যশোর শিক্ষা বোর্ডে দ্বাদশ শ্রেণির ছাড়পত্রের তথ্য

■ যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ছাড়পত্রের (TC) মাধ্যমে এক কলেজ থেকে অন্য কলেজে ভর্তির অনুমতি এবং আন্তবোর্ড ছাড়পত্রের (BTC) মাধ্যমে ভর্তির অনুমতির জন্য ১০ অক্টোবর পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করা যাবে।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট : www.jessoreboard.gov.bd

কোরীয় সিনেমায়

হলিউড সিনেমায় অভিনয়ের পর কোরীয় সিনেমা *আ নরমাল ফ্যামিলি*-তে নাম লেখালেন ক্লাউডিয়া কিম। বিনোদন ডেস্ক

টুকরো খবর

মুক্তির অনুমতি পেল ‘দরদ’

চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড থেকে মুক্তির অনুমতি পেয়েছে অনন্য মামুনের *দরদ*। *প্রথম আলো*কে খবরটি নিশ্চিত করেছেন বোর্ড সদস্য খিজির হায়াত খান। ছবির নির্মাতা জানিয়েছেন, চলতি সপ্তাহেই ছবিটি মুক্তির তারিখ জানাবেন তিনি। সিনেমাটিতে শাকিব খান ছাড়াও আছেন সোনাল চৌহান, পায়েল সরকার, বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, রাজেশ শর্মা, এলিনা শাম্মী। **বিনোদন ডেস্ক**

দরদ-এর দৃশ্য। ছবি : নির্মাতার সৌজন্যে

অতিথি চরিত্রে

বরুণ ধাওয়ান অভিনীত *বেবি জন* সিনেমায় অতিথি চরিত্রে দেখা যাবে সালমান খানকে। এই বলিউড তারকার ছোট্ট উপস্থিতিও ছবির ভাগ্য ঘুরিয়ে দিতে পারে বলে মনে করেন নির্মাতারা। তাই পরিচালক কলিস আর প্রযোজক অ্যাটলি কুমার তাঁকে নিয়ে ছবিতে বেশ কিছু দুর্দান্ত অ্যাকশন দৃশ্য রেখেছেন। এ ছাড়া রোহিত শেঠির *সিংহাম এগেইন*-এও অতিথি চরিত্রে দেখা যাবে তাঁকে। **বিনোদন ডেস্ক**

সালমান খান। ছবি : এএফপি

‘ভলান্টিয়ার্স ২’-এর দাপট

মুক্তির পর চীনের বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে চেন কাইগের সিনেমা *ভলান্টিয়ার্স ২*। ঝু ইলং, ঝিন বাইকিং ও ঝ্যাংক ঝিফেং অভিনীত সিনেমাটি *দ্য ভলান্টিয়ার্স* ফ্র্যাঞ্চাইজির অংশ। গত বছর মুক্তি পায় সিনেমাটির প্রথম কিস্তি। **বিনোদন ডেস্ক**

ভলান্টিয়ার্স ২-এর দৃশ্য। ছবি : আইএমডিবি

সীমিত পরিসরে খুলছে জাতীয় নাট্যশালা

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা ভবন। ছবি : প্রথম আলো

শিল্পকলা একাডেমি

বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

স্বল্প পরিসরে খুলছে জাতীয় নাট্যশালার মূল থিয়েটার হল ও দুটি মহড়াকক্ষ। গতকাল বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সঙ্গে সেনাবাহিনী কর্মকর্তাদের এক সমন্বয় সভায় ১১ অক্টোবর থেকে জাতীয় নাট্যশালার মূল থিয়েটার হল এবং ১ ও ২ নম্বর কক্ষ নাটক ও মহড়ার জন্য সীমিত পরিসরে খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। জানা গেছে, হল ও মহড়াকক্ষ বরাদ্দের ক্ষেত্রে বিদ্যমান নীতিমালার পাশাপাশি পরিস্থিতি বিবেচনায় বিশেষ কিছু সতর্কতা অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শিল্পকলা একাডেমি সূত্রে জানা গেছে, নিরাপত্তার স্বার্থে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর থেকে শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার বিভিন্ন কক্ষে সেনাবাহিনীর সদস্যরা অবস্থান করছেন। তখন থেকে মিলনায়তন ও বিভিন্ন কক্ষ বরাদ্দ প্রদান করা সম্ভব হয়নি। সার্বিক পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় এবং সংস্কৃতিকর্মী ও সংগঠনগুলোর চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এখন সীমিত পরিসরে জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তন ও দুটি মহড়াকক্ষ নাটক মঞ্চায়ন ও মহড়ার জন্য খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

এক লিখিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পরিস্থিতি বিবেচনায় কিছু নির্দেশনা অনুসরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিল্পকলা একাডেমি কর্তৃপক্ষ। নাট্যদলকে এক শিফটে একটি প্রদর্শনী করার জন্য মূল হল বরাদ্দ দেওয়া হবে। নাট্যসংগঠনগুলো অনলাইনে আবেদন করতে পারবে। বরাদ্দ চূড়ান্ত করার সময় দলকে অবশ্যই তাদের উপস্থিত সদস্যদের তালিকা সংগঠনের প্যাডে লিখিতভাবে নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগের দপ্তরকক্ষে জমা দিতে হবে। ওই তালিকা মিলনায়তন ব্যবহারের নির্ধারিত দিনে সব গেটে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য সরবরাহ করা হবে। দর্শক প্রবেশের জন্য নাটক প্রদর্শনীর দুই ঘণ্টা আগে জাতীয় নাট্যশালার মূল ফটক খুলে দেওয়া হবে। হল বরাদ্দ ব্যতীত জাতীয় নাট্যশালার মূল ফটক খোলা হবে না।

মূল মিলনায়তনে যারা নাটক মঞ্চায়ন করবে, দুটি মহড়াকক্ষ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তাদের বরাদ্দ দেওয়া হবে। তারা মহড়াকক্ষ ব্যবহার করতে না চাইলেই কেবল অন্য দলকে মহড়ার জন্য বরাদ্দ দেওয়া হবে। সে ক্ষেত্রে বরাদ্দপ্রাপ্ত দলকে অবশ্যই সদস্যদের তালিকা সংগঠনের নিজস্ব প্যাডে লিখিতভাবে নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগের দপ্তরকক্ষে প্রদান করতে হবে।

মূল ফটক দিয়ে কেবল বরাদ্দপ্রাপ্ত সংগঠনের সদস্য, মহড়াকক্ষ ব্যবহারকারী সংগঠনের সদস্য, শিল্পকলা একাডেমির স্টাফ, সেনাসদস্য এবং টিকিট বা আমন্ত্রণপত্র প্রদর্শন সাপেক্ষে দর্শনার্থী প্রবেশ করতে পারবেন। সাংবাদিকেরা অফিস পরিচয়পত্র প্রদর্শন করে প্রবেশ করতে পারবেন। জাতীয় নাট্যশালার মূল হল ও মহড়াকক্ষ ব্যবহারকারী নাট্যকর্মী, সাংবাদিক ও টিকিট বা আমন্ত্রণপত্রধারী দর্শনার্থীদের যানবাহন নির্ধারিত সময়ে নাট্যশালার নিচতলার পার্কিং ব্যতীত অন্য কোথাও পার্কিং করা যাবে না।

শেষ গত ১৯ জুলাই ঢাকার শিল্পকলা একাডেমির পরীক্ষণ থিয়েটার মিলনায়তনে একটি নাটকের মঞ্চায়ন হওয়ার কথা ছিল। প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে শেষ পর্যন্ত সেদিন আর নাটকটি হয়নি। মূলত এদিন থেকেই ঢাকাসহ সারা দেশের কোনো শিল্পকলা একাডেমিতেই আর কোনো নাটকের মঞ্চায়ন হয়নি।

আন্দোলনকর্মী থেকে অভিনেত্রী

হলিউড

বিনোদন ডেস্ক

অভিনয়ে আসার আগেই পরিচিতি পেয়েছিলেন হান্টার শেফার। ২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলাইনার ‘দ্য পাবলিক ফ্যাসিলিটিজ প্রাইভেসি অ্যান্ড সিকিউরিটি অ্যাক্ট’ বা এইচবি২-এর বিরুদ্ধে প্রবলভাবে সোচ্চার ছিলেন তিনি। এই অ্যাক্টের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপও নিয়েছিলেন তিনি। দুই বছর আইনি লড়াই চালান, ২০১৮ সালে বিলটি বাতিল করা হয়। পরে টিভি সিরিজ আর চলচ্চিত্র দিয়ে তরুণদের মধ্যে ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছেন তিনি। সর্বশেষ তিনি আলোচনায় হরর সিনেমা *কুকু* দিয়ে।

হান্টার শেফার ট্রান্সজেন্ডার নারী। নিজের এই পরিচয় নিয়ে শৈশব থেকেই নানা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গেছেন তিনি। পর্দায় তিনি পরিচিতি পেয়েছেন ট্রান্সজেন্ডার চরিত্রে অভিনয় করে। সেটা ছিল এইচবিওর বহুল চর্চিত সিরিজ *ইউফোরিয়া*। তবে কেবল এই একটি কাজই নয়, একের পর এক বৈচিত্র্যময় চরিত্রে অভিনয় করে অল্প সময়েই ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছেন তিনি। তাঁকে আগামীর অন্যতম সম্ভাবনাময় অভিনেত্রী বলেও মনে করেছেন সমালোচকেরা।

*ইউফোরিয়া*র পর শেফারকে গত বছর দেখা যায় *দ্য হান্টার গেমস : দ্য ব্যালাড অব সংবার্ডস অ্যান্ড স্নেকস* সিনেমায়। চলতি বছর তাঁর দুই কাজই দারুণভাবে প্রশংসিত হয়েছে। প্রথমেই বলা যাক *কুকু*র কথা।

টিলম্যান সিঙ্গার পরিচালিত এ ছবির পটভূমি আল্পস পর্বতমালা। মাকে হারিয়ে বাবা ও সৎমায়ের সঙ্গে জার্মান আল্পসের এক রিসোর্টে যেতে বাধ্য হয় গ্রেচেন। নিজের ট্রমা ঠিকমতো কাটিয়ে ওঠার আগেই মুখোমুখি হয় অতিপ্রাকৃত কিছু ঘটনার। এমন গল্প নিয়ে নির্মিত হয়েছে হরর ধাঁচের সিনেমাটি। প্রধান চরিত্রে হান্টার শেফারের দুর্দান্ত অভিনয়, চিত্রনাট্য আর ভিজ্যুয়াল মিলিয়ে প্রশংসিত সিনেমাটির প্রিমিয়ার হয় গত ফেব্রুয়ারিতে, বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে। এরপর গত আগস্ট মাসে মুক্তি পায় প্রেক্ষাগৃহে।

অন্যদিকে *কাইন্ডস অব কাইন্ডনেস* ভিন্ন ধারার ছবি। এটি বানিয়েছেন এ সময়ের অন্যতম আলোচিত নির্মাতা ইয়োর্গস লান্থিমোস। এতে এমা স্টোন, মার্গারেট কোয়ালি, জেসি প্লেমনস, উইলেম ডাফোর মতো তারকাদের সঙ্গে কাজ করেছেন শেফার। চলতি বছরের কান উৎসবে পুরস্কারজয়ী এই সিনেমা গত জুন মাসে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়। এখানেও শেফারের অভিনয় প্রশংসিত হয়েছে।

অভিনয়ের প্রথাগত প্রশিক্ষণ নেননি শেফার। নিউইয়র্কে মডেলিং করছিলেন, ইচ্ছা ছিল ফ্যাশন ডিজাইনিং নিয়ে পড়বেন। তবে *ইউফোরিয়া* তাঁর ক্যারিয়ারের গতিপথ বদলে দেয়। *ডব্লিউ* সাময়িকীকে তিনি বলেন, ‘আমি এখন মডেলিং থেকে দূরে সরে এসেছি। অভিনয় বেশি উপভোগ করছি। এখন আমি নতুন নতুন চরিত্রে নিজেকে আবিষ্কার করতে চাই।’

আন্দোলনকর্মী হিসেবে পরিচিতি পেলেও এই তকমা পছন্দ করেন না শেফার। নিজেকে এখন পুরোদস্তুর অভিনেত্রী মনে করেন। তাঁর ভাষ্যে, ‘আমি এমন একজন যে অল্প বয়সেই পরিচিতি পেয়েছি প্রতিবাদ করে। তবে এখন আমি মন দিয়ে অভিনয়টাই করতে চাই।’

মডেলিং ও অভিনয় ছাড়া পরিচালনা নিয়েও পরিকল্পনা আছে শেফারের। এরই মধ্যে একটি মিউজিক ভিডিও নির্মাণ করেছেন।

হান্টার শেফার। ছবি : রয়টার্স

মুকুট জয়ের স্বপ্ন জেসিয়ার

মিস গ্র্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল

বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

মিস গ্র্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে কম্বোডিয়ায় জেসিয়া ইসলাম। এই মডেল-অভিনেত্রী জানান, ১ অক্টোবর প্রতিযোগিতাটিতে অংশ নিতে যান তিনি। ২৫ অক্টোবর গ্র্যান্ড ফিনালে। মুকুট জয়ের স্বপ্ন দেখছেন জেসিয়া।

সাত বছর ধরে বিনোদন অঙ্গনে কাজ করছেন মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন জেসিয়া ইসলাম। একাধিক সুন্দরী প্রতিযোগিতায়ও অংশ নেন তিনি। এবার কম্বোডিয়ায় মিস গ্র্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল প্রতিযোগিতায় লড়ছেন। দুই মাস আগে থেকে এই আয়োজনে অংশ নেওয়ার পরিকল্পনা করছিলেন বলেও জানান। কম্বোডিয়া থেকে গতকাল সোমবার দুপুরে *প্রথম আলো*কে জেসিয়া বলেন, ‘আমার দেশকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করাই এ ধরনের আয়োজনে অংশ নেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য।’

এই আয়োজন ক্যারিয়ারের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ? এমন প্রশ্নে জেসিয়া বলেন, ‘ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা বলতে পারব না। এ ধরনের প্রতিযোগিতা ভালো লাগার আরেকটা কারণ হলো, এখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগী ও ভিন্ন রকম সংস্কৃতির একটা মিলনমেলা হয়, বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা হয়। এটা আমাকে অনুপ্রাণিত করে।’

জেসিয়া জানান, এই প্রতিযোগিতায় মুকুট জয়ের স্বপ্ন দেখছেন তিনি। ‘মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ’ মুকুট জয়ের পর থেকে অভিনয় করছেন জেসিয়া। তবে নিজের ছাপ রাখার মতো তেমন কিছু এখনো করে উঠতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘ভালো অভিনয়ের জন্য ভালো পরিচালক লাগে। লাগে ভালো টিম, ভালো লেখকও। আমি যখন থেকে কাজ করছি, বাংলাদেশে ভালো সিনেমা অনেক কম তৈরি হয়েছে। ইদানীং আবার ভালো ছবি হচ্ছে। ভালো পরিচালক যদি বলেন অডিশন দিতে, আমি কিন্তু মাইন্ড করব না। অডিশন দিয়ে হলেও ভালো প্রোডাকশনে কাজ করতে চাই। আমি প্রচণ্ড পরিশ্রমী, সব চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে রাজি আছি।’

জেসিয়া ইসলাম। ছবি : অভিনেত্রীর সৌজন্যে

চলচ্চিত্র অনুদান কমিটি পুনর্গঠন

বিনোদন ডেস্ক

পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র অনুদান কমিটি পুনর্গঠন করেছে সরকার। গতকাল সোমবার তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এমন তথ্য জানানো হয়। এ ছাড়া আলাদা প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়, স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র অনুদানের চিত্রনাট্য বাছাই কমিটিও পুনর্গঠন করা হয়েছে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলামকে সভাপতি করে মোট ১০ সদস্যকে নিয়ে গঠন করা হয়েছে চলচ্চিত্র অনুদান কমিটি।

১০ সদস্যের এই কমিটিতে প্রথমবারের মতো জায়গা পেয়েছেন অভিনেত্রী জাকিয়া বারী মম। আরও রয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব; বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএফডিসি) ব্যবস্থাপনা পরিচালক; অভিনেতা-নির্দেশক তিতাস জিয়া; নির্মাতা আকরাম খান, নার্গিস আখতার; রেইনবো চলচ্চিত্র সংসদের সভাপতি আহমেদ মুজতবা জামাল; নির্মাতা ও সম্পাদক সামির আহমেদ।

স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র অনুদানের চিত্রনাট্য বাছাই কমিটি

পুনর্গঠিত সাত সদস্যের স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র অনুদানের চিত্রনাট্য বাছাই কমিটিতে পদাধিকারবলে সভাপতি হিসেবে আছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (চলচ্চিত্র) এবং সদস্যসচিব হিসেবে আছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (চলচ্চিত্র-২)। কমিটির সদস্য হিসেবে আছেন চলচ্চিত্র নির্মাতা ও সমালোচক রাশিদুল ইসলাম; লেখক, সাংবাদিক, চলচ্চিত্র সমালোচক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা ও সাংবাদিক উম্মে সালমা উষা। পদাধিকার অনুযায়ী সদস্য হিসেবে আছেন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (চলচ্চিত্র)।

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড
১৬০ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০
website: basb.gov.bd

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

১। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে অত্র সংস্থার ব্যবস্থাপনায় দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত মেডিকেল ডিসপেনসারির জন্য ত্রৈমাসিক সমাপ্তি মার্চ ২০২৫ এবং জুন ২০২৫ এর জন্য ঔষধ সামগ্রী ক্রমান্বয়ে ক্রয় করা হবে। ক্রয়কৃত ঔষধসমূহ সরবরাহকারী কর্তৃক নিজ ব্যবস্থাপনায় সদর দপ্তর বিএএসবি ১৬০, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০ এ পৌঁছে দিতে হবে। হালনাগাদ জিএমপি (GMP) এবং এমএইচআরএ/ ইইউ/টিজিএ/এফডিএ (MHRA /EU/ TGA/FDA) সনদপত্র প্রাপ্ত স্বনামধন্য ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান এর নিকট হতে দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে। ঔষধ সামগ্রীর বিস্তারিত বিবরণ/তথ্য দরপত্রের সিডিউল এ উল্লেখ করা থাকবে।

২। আগামী ০৮ অক্টোবর ২০২৪ তারিখ হতে দরপত্র দাখিলের পূর্বদিন পর্যন্ত অফিস চলাকালীন সময়ে (০৮৩০ ঘটিকা হতে ১৪৩০ ঘটিকা পর্যন্ত সরকারী ছুটির দিন ব্যতিত) ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা (অফেরতযোগ্য) প্রদানপূর্বক দরপত্রের সিডিউল অত্র অফিস হতে সংগ্রহ করা যাবে। উক্ত সিডিউলের শর্তাবলী মোতাবেক আগামী ২৪ অক্টোবর ২০২৪ তারিখ ১০০০ ঘটিকার মধ্যে অত্র অফিসে রক্ষিত দরপত্র বাক্সে দরপত্র জমা দেয়া যাবে । অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

আই এস পি আর/বিবিধ/২০২৪/৪২৫
৭/১০/২৪

মোঃ শরিফুল ইসলাম
কর্নেল
অতিরিক্ত মহাপরিচালক
বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড (বিএএসবি)
১৬০, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০

সোনালী ব্যাংক পিএলসি.
‘বিশ্বস্ত ও স্মার্ট’
গোহাইল রোড শাখা, বগুড়া
০১৭৬৯১১০১২১

নং-বগ/গোহাইলরোড/সাঋবি/২৩০ তারিখ : ১০/০৯/২০২৪ খ্রি.

(অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩ (সংশোধনী ২০১০) এর ১২ ধারা মোতাবেক বন্ধকী সম্পত্তির নিলাম বিজ্ঞপ্তি)

ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা : মেসার্স শাহ জালাল স্টীল, প্রোঃ জনাব মোঃ শাহজালাল মিন্‌কো, পিতাঃ- মোঃ জয়নাল আবেদীন, মাতাঃ মোছাঃ মমতাজ বেগম, ব্যবসায়িক ঠিকানাঃ শাকপালা, ডাকঘরঃ বগুড়া সদর-৫৮০০, থানাঃ শাজাহানপুর, জেলাঃ বগুড়া। স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানাঃ ঠনঠনিয়া হাজী পাড়া, ডাকঘরঃ বগুড়া সদর-৫৮০০, থানাঃ বগুড়া সদর, জেলাঃ বগুড়া।

এই মর্মে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, অত্র শাখা হতে গৃহীত উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের ঋণ হিসাবে ১০/০৯/২০২৪ ইং তারিখ ভিত্তিক ব্যাংকের পাওনা = ৭,২৫,৯৭০/- (সাত লক্ষ পঁচিশ হাজার নয়শত সত্তর) টাকা মাত্র এবং আদায়কালতক অনারোপিত সুদসহ অন্যান্য পাওনাদি আদায়ের নিমিত্তে অত্র শাখার অনুকূলে বন্ধকীকৃত নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ (সংশোধনী ২০১০) এর ১২ ধারার বিধান মোতাবেক নিলামে বিক্রয় করা হবে। নিলাম ক্রয়ে আগ্রহী ক্রেতাগণের নিকট হইতে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলীতে সীলমোহরকৃত দরপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে।

বন্ধকীকৃত সম্পত্তির তফসিল

জেলাঃ বগুড়া, উপজেলাঃ শাজাহানপুর

জমির প্রকৃতি	মৌজা	জে এল নং	খতিয়ান নং			দাগ নং		জমির পরিমাণ
			সি এস	এম আর আর	ডিপি	সাবেক	হাল	
অবকাঠামোসহ বাণিজ্যিক জমি	বিরহামপুর	১৩৪	২২	৩৩	৩৬	১১	১০৫	০৮.০০ শতক
	বিরহামপুর	১৩৪	২২	৩৩	৩৬	১৩	১০৩	১৭.০০ শতক
							মোট	২৫.০০ শতক

১) আগামী ১৩/১১/২৪ তারিখ বেলা ৪.০০ ঘটিকার মধ্যে দরপত্র সোনালী ব্যাংক পিএলসি, গোহাইল রোড শাখা, বগুড়া এবং সোনালী ব্যাংক পিএলসি, প্রিন্সিপাল অফিস, বগুড়া সাউথ, বগুড়াতে রক্ষিত দরপত্র বাক্সে জমা দিতে হবে। ঐদিনই বেলা ৪.১৫ ঘটিকার সময় দরপত্র দাতাদের সামনে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) দরপত্র বাক্স খোলা হবে। দরপত্র সরাসরি অথবা রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে প্রেরণ করা যাবে। রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে প্রেরণের ক্ষেত্রে তা অবশ্যই উক্ত নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে উল্লিখিত শাখা/অফিসে পৌছাতে হবে।

২) দরপত্র সীলমোহরকৃত খামে এবং খামের উপর স্পষ্ট অক্ষরে সম্পত্তি ক্রয়ের দরপত্র লিখে দাখিল করতে হবে। দরপত্রে দরপত্র দাতার নাম, পিতা/স্বামীর নাম, ঠিকানা, টেলিফোন/মোবাইল নম্বর এবং প্রস্তাবিত একক প্রতি দর ও মোট মূল্য/সম্পত্তির মোট প্রস্তাবিত মূল্য উল্লেখ করতে হবে।

৩) দরপত্র দাখিল করার সময় প্রযোজ্য আর্নেষ্ট মানি ও মূল্য পরিশোধের সময়সীমা নিম্নোক্ত ছকে দেওয়া হলো :

	আর্নেষ্ট মানি/জামানতের পরিমাণ	অবশিষ্ট মূল্য পরিশোধের সময়সীমা
ক	উদ্ধৃত দর ১০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দরপত্র মূল্যের ২০% হারে	দরপত্র গৃহীত হইবার পরবর্তী ৩০ দিবসের মধ্যে
খ	উদ্ধৃত দর ১০.০১ লক্ষ টাকা হইতে ৫০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দরপত্র মূল্যের ১৫% হারে	দরপত্র গৃহীত হইবার পরবর্তী ৬০ দিবসের মধ্যে
গ	উদ্ধৃত দর ৫০.০০ লক্ষ টাকার অধিক হইলে দরপত্র মূল্যের ১০% হারে	দরপত্র গৃহীত হইবার পরবর্তী ৯০ দিবসের মধ্যে

৪) দাখিলকৃত দরপত্রে উল্লিখিত অবশিষ্ট মূল্য নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পরিশোধে ব্যর্থতায় সর্বোচ্চ দরদাতার জামানত বাজেয়াপ্ত হলে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতা কর্তৃক উদ্ধৃত দর এবং পূর্বে বাজেয়াপ্তকৃত জামানতের অর্থ একত্রে সর্বোচ্চ দরদাতা কর্তৃক উদ্ধৃত দর অপেক্ষা কম না হলে, উক্ত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতাকে সম্পত্তি নিলাম খরিদ করতে আহ্বান করা হবে; দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরপত্র দাতা (আহূত হইবার পর ৩নং অনুচ্ছেদে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে) সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করিবেন এবং তাহা করিতে ব্যর্থ হইলে তাহার জামানতও বাজেয়াপ্ত করা হবে। বাজেয়াপ্তকৃত জামানতের টাকা উক্ত দাবীকৃত টাকার সাথে সমন্বয় করা হবে।

৫) দরপত্রে উল্লিখিত তফসিলভুক্ত সম্পত্তির প্রস্তাবকৃত মূল্য অস্বাভাবিকভাবে অপর্যাপ্ত বা কম প্রতীয়মান হলে কর্তৃপক্ষ দরপত্র বাতিল করতে পারবে।

৬) দরপত্র দাতা এক বা একাধিক তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য দরপত্র জমা দিতে পারবেন। তবে একই তফসিলভুক্ত সম্পত্তির আংশিক দরপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না।

৭) নিলাম ক্রেতা কর্তৃক সমুদয় মূল্য পরিশোধের পর প্রয়োজনীয় আইনানুগ আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন সাপেক্ষে নিলাম ক্রেতার অনুকূলে সম্পত্তি হস্তান্তর করা হবে। নিলাম ক্রেতাকে সম্পত্তির রেজিস্ট্রেশন, দখল সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় বহন করতে হবে। প্রস্তাবকৃত মূল্যের উপর প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর দরপত্র দাতাকে বহন করতে হবে।

৮) ঋণ গ্রহীতা/প্রতিষ্ঠানের নিকট নিলামতব্য সম্পত্তি সংক্রান্ত সরকারী কর/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কোন দাবী/পাওনা যথা বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানির বিল, পৌরকর, ভূমিকর ইত্যাদি বকেয়া থাকলে তা নিলাম ক্রেতাকে বহন করতে হবে।

৯) কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো কিংবা কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই যে কোন দরপত্র গ্রহণ বা বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

১০) দরপত্র গৃহীত না হইলে দরপত্র দাতাকে জামানতের টাকা সর্বোচ্চ ৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে ফেরত দেওয়া হবে।

১১) নিলামে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ বন্ধকী সম্পত্তি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর সহিত যোগাযোগ করতে পারবেন।

আপনাদের বিশ্বস্ত

(মোঃ ফারুক হোসেন)
ম্যানেজার

অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি.
বৈদেশিক বাণিজ্য কর্পোরেট শাখা
১/বি, ডিআইটি এভিনিউ, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৩৩(৫) ধারায় প্রাপ্ত বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

০১। ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা : ‘মেসার্স আলীম নিটিং (প্রাঃ) লি.’ ব্যবস্থাপনা পরিচালক-জনাব কাজী এহসানুল আলীম, ব্যবসায়িক ঠিকানা-৬০/খ, ব্রাহ্মণচিরন, কাজীরদরগা, ঢাকা-১২০৩।

০২। পাওনা টাকার পরিমাণ : ১২,৭৬,৪৫,৬২৫.০০/- (বারো কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার ছয়শত পঁচিশ) টাকা (৩০-০৯-২০২৪ পর্যন্ত)

০৩। অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৩৩(৫) ধারার বিধানে অর্পিত ক্ষমতা বলে গৃহীত ঋণের বিপরীতে অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি., বৈদেশিক বাণিজ্য কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর নিকট বন্ধককৃত নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি ব্যাংকের পক্ষে বিক্রয়পূর্বক পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে আগ্রহী ক্রেতাদের নিকট হতে নিম্নে বর্ণিত শর্তে টেন্ডার আহ্বান করা যাইতেছে :

শর্তাবলী

০১। প্রত্যেক দরপত্র অত্র বিজ্ঞপ্তি সহকারে নিজস্ব প্যাডে/সাদা কাগজে অক্ষরে নিলাম ক্রেতার নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, প্রদত্ত দর অংকে ও কথায় লিখিয়া জমি ও তদস্থিত নির্মাণাদির মূল্য পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করিয়া সহি স্বাক্ষরসহ দাখিল করিতে হইবে।

০২। তফসিলে বর্ণিত জমির পরিমাণ ব্যাংকে রক্ষিত দলিলাদির ভিত্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে। আগ্রহী দরপত্র দাতাগণ দরপত্র দাখিলের পূর্বে সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক পরিমাণ সম্পর্কে নিশ্চিত হইতে পারেন।

০৩। আগ্রহী দরপত্রদাতাকে আর্নেস্ট মানি বাবদ উদ্ধৃত দর অনূর্ধ্ব ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা হইলে উহার ২০%, উদ্ধৃত দর ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক এবং অনূর্ধ্ব ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা হলে উহার ১৫% এবং উদ্ধৃত দর ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক হলে উহার ১০% এর সমপরিমাণ টাকার জামানতস্বরূপ অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি., বৈদেশিক বাণিজ্য কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর অনুকূলে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফটসহ সীল মোহরকৃত দরপত্র **আগামী ৩০ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখ রোজ বুধবার বেলা ২.০০টার মধ্যে অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি., বৈদেশিক বাণিজ্য কর্পোরেট শাখা ঢাকার** সহকারী মহাব্যবস্থাপক (ঋণ ও অগ্রীম বিভাগ) এর কক্ষের সম্মুখে রক্ষিত টেন্ডার বাক্সে ব্যক্তিগতভাবে অথবা ডাকযোগে দাখিল করিতে হইবে। প্রাপ্ত দরপত্র ঐ দিন বেলা ৩.১৫ মিনিটের সময় শাখার টেন্ডার কমিটি কর্তৃক উপস্থিত দরপত্রদাতাদের সম্মুখে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) খোলা হইবে।

০৪। সফল দরপত্রদাতাকে দরপত্র গৃহীত হইবার তারিখ হইতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে উদ্ধৃত দর ১০০% এর অবশিষ্ট মূল্য নগদে পরিশোধ পূর্বক সম্পত্তি ও নির্মাণাদি বুঝিয়া লইতে হইবে। ব্যর্থতায় আর্নেস্ট মানির অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

০৫। অসফল দরপত্রদাতার আর্নেস্ট মানি দরপত্র খোলার তারিখ হইতে ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে উপযুক্ত রশিদের বিপরীতে ফেরত দেওয়া হইবে।

০৬। আর্নেস্ট মানিবিহীন দরপত্র, অসম্পূর্ণ দরপত্র এবং ত্রুটিপূর্ণ দরপত্র সরাসরি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। দরপত্রে উদ্ধৃত মূল্য অস্বাভাবিক কম হইলে কিংবা অন্য কোনো কারণে ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হইলে তাহা সরাসরি বাতিল করা হইবে।

০৭। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সর্বোচ্চ দর সম্বলিত দরপত্র কিংবা যে কোন দরপত্র গ্রহণ বা বাতিল করিবার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

০৮। নিলামভুক্ত সম্পত্তির রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ ও ক্রয়কৃত সম্পত্তির খাজনাসহ অন্যান্য যে কোন খরচ ক্রেতাকে বহন করিতে হইবে।

০৯। বন্ধকী সম্পত্তির অবস্থান যখন যে অবস্থায় আছে এবং এর দখল নিজ দায়িত্বে বুঝিয়া নিতে হবে।

সম্পত্তির তফসিল

জেলা-ঢাকা, থানা-সূত্রাপুর, মৌজা-শহর ঢাকা, খতিয়ান নং সিএস-১০৩৯, এসএ-১৬১১, দাগ নং সিএস-১৮৫, এসএ-৩২৪২, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং-৬৩, ঋষিকেশ দাস রোড, ঢাকা, জমির পরিমাণ-৫০৮ (পাঁচ শত আট) অযুতাংশ। যাহার চৌহদ্দি : উত্তরে-গ্রীণ সুপার মার্কেট, দক্ষিণে-কাজী আবদুল আলীমের ৩তলা ভবন, পূর্বে-ঋষিকেশ দাস রোড এবং পশ্চিমে-৮ ফুট প্রশস্ত রাস্তা।

মহাব্যবস্থাপক

অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি
বৈদেশিক বাণিজ্য কর্পোরেট শাখা, ঢাকা।

সোনালী ব্যাংক পিএলসি
বিশ্বস্ত ও স্মার্ট

অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ (সংশোধনী ২০১০) এর ১২ ধারা মোতাবেক বন্ধকী সম্পত্তির ২য় নিলাম বিজ্ঞপ্তি

ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানাঃ মেসার্স ব্রাদার্স ডেয়ারী ফার্ম, প্রোপাইটারঃ জনাব মেহেদী হাসান, পিতাঃ এ টি এম হারুন আর রশীদ, মাতাঃ মিসেস রহিমা খাতুন, ব্যবসায়িক ঠিকানাঃ ৮১/৯, বাগমারা মেইন রোড, খুলনা-৯১০০, স্থায়ী ঠিকানাঃ ৮১/৯, বাগমারা মেইন রোড, খুলনা-৯১০০।

এই মর্মে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, অত্র শাখা হইতে গৃহীত উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের ঋণ হিসাবে ১১.০২.২০২৪ তারিখ ভিত্তিক ব্যাংকের পাওনা ৫,২২,৭৬০/-টাকা (কথায় পাঁচ লক্ষ বাইশ হাজার সাতশত ষাট টাকা মাত্র) এবং আদায়কালতক অনারোপিত সুদসহ অন্যান্য পাওনাদি আদায়ের নিমিত্ত অত্র শাখার অনুকূলে বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তি অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ (সংশোধনী ২০১০) এর ১২(৩) ধারার বিধান মোতাবেক নিলামে বিক্রয় করা হইবে। নিলাম ক্রয়ে আগ্রহী ক্রেতাগণের নিকট হইতে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলীতে সীলমোহরকৃত দরপত্র আহ্বান করা যাইতেছে।

বন্ধকীকৃত সম্পত্তির তফসিল
জেলা : বাগেরহাট, থানাঃ ফকিরহাট, মৌজা : বাহিরদিয়া (মানসা), জে. এল. নং- ২৬, এস. এ. খতিয়ান নং- ১১৩৪, ২১৪৪ পৃথক- ৩৮৮৭, ৩৯৪৫, আরএস ৭২৩, সি এস ও এস এ দাগ নং-৬০০৪, আর এস দাগ নং-৬০০৫ মোট জমির পরিমাণ : ২৯.০০ শতক বা ০.২৯ একর।

শর্তসমূহঃ

০১) আগামী ০৩/১১/২০২৪ তারিখ বিকাল ৪.০০ ঘটিকার মধ্যে দরপত্র সোনালী ব্যাংক পিএলসি., খুলনা কর্পোরেট শাখা, খুলনায় রক্ষিত দরপত্র বাক্সে জমা দিতে হইবে। ঐ দিনই বেলা ৪.১৫ ঘটিকার সময় দরপত্রদাতাদের সামনে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) দরপত্র বাক্স খোলা হইবে। দরখাস্ত সরাসরি অথবা রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে প্রেরণ করা যাইবে। রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে প্রেরণের ক্ষেত্রে তাহা অবশ্যই উক্ত নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে উক্ত শাখায় পৌছাইতে হইবে।

০২) দরপত্র সীলমোহরকৃত খামে এবং খামের উপর স্পষ্ট অক্ষরে বন্ধকী সম্পত্তি ক্রয়ের দরপত্র লিখিয়া দাখিল করিতে হইবে। দরপত্রের দরপত্রদাতার নাম, পিতা/স্বামীর নাম, ঠিকানা, টেলিফোন/মোবাইল নম্বর এবং প্রস্তাবিত একক প্রতি দর ও মোট মূল্য অথবা গুলামে মজুদ সমুদয় মালামাল (যেখানে যে অবস্থায় রহিয়াছে)/ সম্পত্তির মোট প্রস্তাবিত মূল্য উল্লেখ করিতে হইবে।

০৩) দরপত্র দাখিল করিবার সময় প্রযোজ্য আর্নেষ্ট মানি ও মূল্য পরিশোধের সময়সীমা নিম্নোক্ত ছকে দেওয়া হইলঃ

	আর্নেষ্ট মানি/জামানতের পরিমাণ	অবশিষ্ট মূল্য পরিশোধের সময়সীমা
ক	উদ্ধৃত দর ১০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দরপত্র মূল্যের ২০% হারে	দরপত্র গৃহীত হইবার পরবর্তী ৩০ দিবসের মধ্যে
খ	উদ্ধৃত দর ১০.০১ লক্ষ টাকা হইতে ৫০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দরপত্র মূল্যের ১৫% হারে	দরপত্র গৃহীত হইবার পরবর্তী ৬০ দিবসের মধ্যে
গ	উদ্ধৃত দর ৫০.০০ লক্ষ ঢাকার অধিক হইলে দরপত্র মূল্যের ১০% হারে	দরপত্র গৃহীত হইবার পরবর্তী ৯০ দিবসের মধ্যে

০৪) দাখিলকৃত দরপত্রে উল্লেখিত অবশিষ্ট মূল্য নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পরিশোধে ব্যর্থতায় সর্বোচ্চ দরদাতার জামানত বাজেয়াপ্ত হইলে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতা কর্তৃক উদ্ধৃত দর এবং পূর্বে বাজেয়াপ্তকৃত জামানতের অর্থ একত্রে সর্বোচ্চ দরদাতা কর্তৃক উদ্ধৃত দর অপেক্ষা কম না হইলে, উক্ত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতাকে মালামাল/ সম্পত্তি নিলাম খরিদ করিতে আহ্বান করা হইবে এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতা (আহূত হইবার পর ৩নং অনুচ্ছেদ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে) সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করিবেন এবং তাহা করিতে ব্যর্থ হইলে তাহার জামানতও বাজেয়াপ্ত করা হইবে। বাজেয়াপ্তকৃত জামানতের টাকা উক্ত দাবিকৃত টাকার সহিত সমন্বয় করা হইবে।

০৫) দরপত্রে উল্লেখিত মালামাল/তফসিলভুক্ত সম্পত্তির প্রস্তাবকৃত মূল্য অস্বাভাবিকভাবে অপর্যাপ্ত বা কম প্রতীয়মান হইলে কর্তৃপক্ষ দরপত্র প্রস্তাব বাতিল করিতে পারিবেন।

০৬) দরপত্রদাতা এক বা একাধিক তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য দরপত্র জমা দিতে পারিবেন। তবে একই তফসিলভুক্ত সম্পত্তির আংশিক দরপত্র গ্রহণযোগ্য হইবে না।

০৭) নিলাম ক্রেতা কর্তৃক সমুদয় মূল্য পরিশোধের পর প্রয়োজনীয় আইনানুগ আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন সাপেক্ষে নিলাম ক্রেতার অনুকূলে মালামাল/সম্পত্তি হস্তান্তর করা হইবে। নিলাম ক্রেতাকে মালামাল হস্তান্তর/সম্পত্তির রেজিষ্ট্রেশন, দখল সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় বহন করিতে হইবে। প্রস্তাবকৃত মূল্যের উপর প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর দরপত্র দাতাকে বহন করিতে হইবে

০৮) ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের নিকট নিলামতব্য সম্পত্তি/মালামাল সংক্রান্ত সরকারী কর/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কোন দাবী/পাওনা যথা বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানির বিল, পৌরকর, ভূমিকর ইত্যাদি বকেয়া থাকিলে তাহা নিলাম ক্রেতাকে বহন করিতে হইবে।

০৯) কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো কিংবা কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই যে কোন দরপত্র গ্রহণ বা বাতিল করিবার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

১০) দরপত্র গৃহীত না হইলে দরপত্র দাতাকে জামানতের টাকা সর্বোচ্চ ৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে ফেরত দেওয়া হইবে।

১১) নিলামে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ বন্ধকী সম্পত্তি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর সহিত যোগাযোগ করিতে পারিবেন।

(সেখ আল্ মামুন)
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
সোনালী ব্যাংক পিএলসি.,
খুলনা কর্পোরেট শাখা, খুলনা।

“ আমি তো একটা ছোট মানুষ, বোর্ড প্রেসিডেন্ট। আমার হাতে ক্ষমতা খুব কম।

ফারুক আহমেদ
শেষ টেস্ট খেলতে দেশে ফিরলে সাকিব আল হাসানের **নিরা**পত্তা প্রসঙ্গে বিসিবি সভাপতি

টি-টোয়েন্টি ছাড়ছেন মাহমুদউল্লাহ

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

মাহমুদউল্লাহ

টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় বলেছেন ২০২১ সালের জুলাইয়ে, হারারেতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সিরিজে বেশ নাটকীয়ভাবে। এবার আর কোনো নাটক নয়। দিল্লিতে আজ আনুষ্ঠানিকভাবেই টি-টোয়েন্টি থেকে অবসরের ঘোষণা দিতে যাচ্ছেন মাহমুদউল্লাহ। জানাবেন, এটাই তাঁর শেষ টি-টোয়েন্টি সিরিজ। তার মানে মাহমুদউল্লাহ ক্যারিয়ারের শেষ টি-টোয়েন্টি ম্যাচটি খেলতে যাচ্ছেন ১২ অক্টোবর হায়দরাবাদে।

সূত্র জানিয়েছে, ভারত সিরিজ শেষে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর সিদ্ধান্ত মাহমুদউল্লাহ আগেই নিয়ে রেখেছিলেন। বিসিবির শীর্ষ পর্যায়কেও এরই মধ্যে চূড়ান্তভাবে জানিয়েছেন সেটা। জানা গেছে, আগামীকাল দিল্লির দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি সামনে রেখে আজ সংবাদ সম্মেলনে টি-টোয়েন্টি থেকে অবসরের ঘোষণা দেবেন ৩৯ ছুঁই ছুঁই এই ক্রিকেটার। তবে ওয়ানডে খেলবেন চ্যাম্পিয়নস ট্রফি পর্যন্ত।

২০০৭ সালের সেপ্টেম্বরে নাইরোবিতে কেনিয়ার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি অভিষেক। সেই থেকে বাংলাদেশের হয়ে তিনি এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ ১৩৯টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। ১১৭.৭৪ স্ট্রাইক রেটে রান করেছেন ২৩৯৫, গড় ২৩.৪৮। ২০১৮ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে ৪৩টি টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। বাংলাদেশ অধিনায়ক হিসেবে জয় পেয়েছেন সর্বোচ্চ ১৬টি। অবশ্য তাঁর চেয়ে কম ম্যাচে (৩৯) নেতৃত্ব দিয়ে সমান সংখ্যক জয় আছে অধিনায়ক সাকিবেরও।

তাহলে ঘরের মাঠেই শেষ টেস্ট সাকিবের

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

টেস্ট ক্রিকেট থেকে সাকিব আল হাসানের বিদায়টা তাহলে তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী ঘরের মাঠে খেলেই হচ্ছে! বিসিবি সভাপতি ফারুক আহমেদ গতকাল পরিচালনা পর্ষদের সভা শেষে সংবাদমাধ্যমকে সে রকম ইঙ্গিতই দিয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে ঘরের মাঠে সাকিবের শেষ টেস্ট খেলা নিয়ে ফারুক বলেছেন, 'সাকিবের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছে। সাকিবের খুব ভালো সম্ভাবনা আছে বাংলাদেশ থেকে অবসর নেওয়ার।'

সাকিবের নিরাপত্তা নিয়ে ফারুকের কথা, 'ব্যাপারটা পুরোপুরি সরকারি পর্যায় থেকে আসতে হবে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আছে, উপদেষ্টা আছেন, প্রধান উপদেষ্টা আছেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত নেবেন।' বিসিবি সভাপতি অবশ্য আশ্বস্ত করেছেন, মিরপুরে সাকিবের নিরাপত্তার বিষয়টি তাঁরা দেখবেন, 'আমাদের যতটুকু ক্ষমতা...ও ইনডোরে যাবে, মাঠে খেলবে, প্র্যাকটিস মাঠে যাবে। এই দায়িত্বটা (স্টেডিয়ামে নিরাপত্তা) নেওয়া আমাদের জন্য খুব সহজ। এটা আমরা নিতে পারব।'

ছোট পর্দায় আজ

মুলতান টেস্ট-২য় দিন	*টি স্পোর্টস ও পিটিভি স্পোর্টস*
পাকিস্তান-ইংল্যান্ড	বেলা ১১টা
নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ	*নাগরিক ও টফি*
অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড	রাত ৮টা

ক্রিকেট বুদ্ধিমত্তাতেও আকাশ আর পাতাল

বাংলাদেশ-ভারত সিরিজ

ক্রিকেট খেলাটা যতটা না শারীরিক, তার চেয়ে বেশি মানসিক। কিন্তু নাজমুল-লিটন-তাসকিন-মোস্তাফিজরা কতটা মাথা খাটিয়ে খেলতে পারছেন খেলাটা?

মোহাম্মদ জুবাইর, *গোয়ালিয়র থেকে*

তাসকিন আহমেদ একটার পর একটা আগুনের গোলা ছুড়ছেন। স্পিডোমিটারে দেখাচ্ছে ঘণ্টায় ১৪৪ কিলোমিটার, একটা ১৪৬-ও দেখাল। সব বলই হার্দিক পান্ডিয়া খেলছিলেন মিডিয়াম পেসের মতো। পয়েন্টে একবার ব্যাট আলতো করে ছুঁইয়ে মারলেন চার। একটা খেললেন আপার কাট। বলটা কোন দিকে গেল, তা একবার পেছনে ফিরে তাকিয়েও দেখলেন না। চুইংগাম চিবোতে চিবোতে তাকিয়ে রইলেন দুই হাতে মুখ লুকিয়ে ফেলা তাসকিনের দিকে। শ্রীমন্ত মাধবরাও সিন্ধিয়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বিস্ময়—কী উদ্ধত, কী দাপুটে!

পান্ডিয়ার ওই শট পরশু রাতেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রিল হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। শটটার খুনে মেজাজটাই সবার চোখে পড়ছে বেশি। কিন্তু এর পেছনে থাকা ক্ষুরধার ক্রিকেট-মস্তিষ্কটা কজনের চোখে পড়েছে? তাসকিনের করা ইনিংসের ১২তম ওভারের প্রথম ২টি বল ছিল ইয়র্কার, প্রথমটি পান্ডিয়া কোনোরকমে ব্যাট ছুঁইয়ে নন-স্ট্রাইকে গিয়েছিলেন। পরের ইয়র্কার থেকে নীতীশ রেড্ডি ১ রান নিলে আবারও স্ট্রাইকে আসেন পান্ডিয়া। টানা দুটি গতিময় ইয়র্কারের পর তাসকিন যে আবারও একই লেংথে বল করবেন না, তা আগে থেকেই অনুমান করেছিলেন পান্ডিয়া। ওই মুহূর্তে তিনি নিশ্চয়ই ভাবছিলেন একজন পেসারের মতো করে। শরীরের সবটা ভর পেছনে রেখে বাউন্সার কিংবা লেংথ বলের অপেক্ষায়ই ছিলেন। তাসকিন তা-ই দিলেন এবং তিনি শুধু ব্যাটটাই ছোঁয়ালেন বলে।

ওই একটা বলেই পান্ডিয়া দেখিয়েছেন 'স্মার্ট ক্রিকেট' কাকে বলে। তার আগে ক্রিকেটীয় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন সূর্যকুমার যাদবও। তাসকিনরা জোরে বল করে গেছেন আর তিনি গতি কাজে লাগিয়ে তিনবার বল উড়িয়েছেন ছক্কায়। মার খাওয়ার পরও বাংলাদেশের বোলাররা পরিকল্পনা বদলাননি। সূর্যকুমারও তাঁর ট্রেডমার্ক শট খেলে গেছেন।

একটা পর্যায়ে তো সূর্যকে ফাইন লেগ ছাড়াই বল করছিলেন তাসকিন! পরে মোস্তাফিজ ফাইন লেগ রেখে বল করেছেন, ঠিক ওই জায়গায়ই ফ্লিক করতে গিয়ে আউটও হয়েছেন সূর্য। ২০১৫ সালের সেই স্মরণীয় সিরিজের পর থেকে ভারতের ব্যাটসম্যানরা মোস্তাফিজকে খেলেন বাঁহাতি স্পিনারের মতো করে। এতে তাঁরা সফলও। ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি মিলিয়ে ২০১৬ থেকে এখন পর্যন্ত ভারতের বিপক্ষে ২০ ম্যাচে মোস্তাফিজের শিকার মাত্র ১৭ উইকেট।

তবে পরশু গোয়ালিয়রের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে বোলারদেরই এমন কী করার ছিল! স্কোরবোর্ডে রান তো ছিল মাত্র ১২৭! কিন্তু বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা কেন পারলেন না ভারতের মতো 'স্মার্ট ব্যাটিং' করতে? তাঁদের মধ্যেও আক্রমণাত্মক মানসিকতা ছিল। উইকেট হারালেও মেরে খেলার চেষ্টা ছিল সবার মধ্যে। বিশাল হারের এ ম্যাচে যদি কোনো ইতিবাচক দিক থেকে থাকে, তাহলে সেটা ওই মেরে খেলার চেষ্টা। কিন্তু সেটিও তো কৌশলী হতে হবে।

ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে এসে অধিনায়ক নাজমুল হোসেনও এ কথাটা বলেছেন। তা অধিনায়ক কথাটা কি লিটনকেও বলেছেন? আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রায় ৯ বছর কাটিয়ে দেওয়া লিটন অর্শদীপের সুইংহীন অ্যাঙ্গেলে বেরিয়ে যাওয়া একটা বল লেগের দিকে টেনে মারতে গেলেন। অথচ আগের বলেই অফের দিকে খেলে বাউন্ডারি মেরেছেন। তখন থার্ডম্যান ছিল ৩০ গজের ভেতরে। লিটনের ওই শটের পর থার্ডম্যান পেছনে নিয়ে স্কয়ার লেগ ওপরে তুলে আনেন সূর্যকুমার। আর লিটন কিনা লেগের ওই ফাঁকা জায়গায় বল টানতে গিয়েই ক্যাচ তুললেন কাভারে! টানা ৭ বল ডট দিয়ে অষ্টম বলে আর চাপ নিতে পারেননি তাওহিদ হৃদয়। উড়িয়ে মারতে গিয়ে ক্যাচআউট। তাতে ভারত ও বাংলাদেশের ব্যাটিং পার্থক্যটাও আরও একবার স্পষ্ট হলো। ভারতের খেলোয়াড়েরা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেন আইপিএলের মতো। আর বাংলাদেশ? বিপিএল নিশ্চয়ই আইপিএলের কাতারে নয়। কিন্তু আইপিএলের মাত্র চার বছর পর শুরু হওয়া এই টুর্নামেন্টটির কি এতটাও পিছিয়ে থাকার কথা ছিল?

প্রশ্নটা করা হয়েছিল বাংলাদেশ দলের অধিনায়ককেও। সম্প্রচারকারী টেলিভিশন চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বাস্তবতাটাই মেনে নিলেন, 'আইপিএল-বিপিএলের অনেক পার্থক্য। এটা অস্বীকার করার কিছু নেই। এটা মাঠে দেখা যায়, মাঠের বাইরেও। আইপিএলের সঙ্গে বিপিএলের তুলনা কখনোই হবে না।'

> টানা দুটি গতিময় ইয়র্কারের পর তাসকিন যে আবারও একই লেংথে বল করবেন না, তা আগে থেকেই অনুমান করেছিলেন পান্ডিয়া। শরীরের সবটা ভর পেছনে রেখে বাউন্সার কিংবা লেংথ বলের অপেক্ষায়ই ছিলেন। তাসকিন তা-ই দিলেন এবং তিনি শুধু ব্যাটটাই ছোঁয়ালেন বলে।

সেটা যত দিন হবে না, তত দিন বাংলাদেশ আর ভারতের টি-টোয়েন্টি সামর্থ্যের তুলনাও একরকম অযৌক্তিকই। দিল্লিতে একবার ভারতকে টি-টোয়েন্টিতে হারিয়েছিল বাংলাদেশ, ডুবে থাকতে হবে এই স্মৃতিতেই। ও হ্যাঁ, আগামীকাল সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ সেই দিল্লিতেই। ২০১৯ সালের জয়ের স্মৃতি যদি বাংলাদেশকে একটু অনুপ্রাণিত করতে পারে!

ব্রাজিলের 'হেক্সা' অবশেষে ব্রাজিলের 'হেক্সা'! উদ্‌যাপন তো এমনই হবে। না, বিশ্বকাপ ফুটবলে ষষ্ঠ ট্রফির জন্য ব্রাজিলের ২২ বছরের অপেক্ষা ফোরায়নি। ব্রাজিলের এই 'হেক্সা' ফুটবলের অন্য এক সংস্করণ ফুটসালে। উজবেকিস্তানের তাসখন্দে গত পরশুর ফাইনালে ব্রাজিল ২-১ গোলে হারিয়েছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আর্জেন্টিনাকে। এবারের আসরে অংশ নিয়েছে ২৪টি দল। ফুটসালে ব্রাজিলের দাপট অবশ্য বিশ্বকাপ ফুটবলের চেয়েও বেশি। ফুটসাল বিশ্বকাপের ১০ আসরে মাত্র ৪ বারই শিরোপা জিতেছে ব্রাজিল ছাড়া অন্য কোনো দল। সেই চারবারের দুবার জিতেছে স্পেন, বাকি দুবার আর্জেন্টিনা ও পর্তুগাল। ছবি : ফিফা

বাফুফে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আগামী ২৬ অক্টোবর অনুষ্ঠেয় বাফুফের নির্বাচনকে সামনে রেখে গতকাল তফসিল ঘোষণা করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার মেজবাহউদ্দিন। তফসিল অনুযায়ী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা যাবে ৯, ১০ ও ১২ অক্টোবর সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত।

বাফুফে সভাপতি পদে মনোনয়ন ফরমের মূল্য ১ লাখ টাকা, সিনিয়র সহসভাপতি পদে ৭৫ হাজার, সহসভাপতি পদে ৫০ হাজার এবং সাধারণ সদস্য পদের জন্য মনোনয়ন ফরম কেনা যাবে ২৫ হাজার টাকা দিয়ে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার তারিখ ১৪ ও ১৫ অক্টোবর, যাচাই-বাছাই হবে ১৬ অক্টোবর। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করা যাবে ১৯ ও ২০ অক্টোবর। মনোনয়নপত্রের ওপর আপত্তি জানানোর তারিখ ১৭ অক্টোবর। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে ২০ অক্টোবর।

বাফুফের নির্বাহী কমিটিতে মোট পদ ২১টি। সভাপতি, সিনিয়র সহসভাপতি, সহসভাপতির চারটি পদের পাশাপাশি সদস্যপদের সংখ্যা ১৫। বর্তমান সভাপতি কাজী সালাহউদ্দীন আগেই জানিয়েছেন, আসন্ন নির্বাচনে তিনি অংশ নেবেন না। এরই মধ্যে সভাপতি পদে নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছেন তাবিথ আউয়াল ও তরফদার রুহুল আমিন।

নির্বাচনের ভোটার তালিকা এরই মধ্যে চূড়ান্ত হয়েছে। মোট ভোটার ১৩৩ জন। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৫৮টি ভোট জেলা ফুটবল সংস্থার। এ ছাড়াও নির্বাচনে ভোট দেবেন প্রিমিয়ার লিগের ১০, বিসিএলের ৫, নারী লিগের শীর্ষ ৪, প্রথম বিভাগ লিগের ১৮, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগের ৮টি করে ক্লাবের প্রতিনিধি। ৬ বিশ্ববিদ্যালয়, ৫ শিক্ষা বোর্ড ও রেফারি, কোচ অ্যাসোসিয়েশন ও মহিলা ক্রীড়া সংস্থার ভোট একটি করে।

২৬ অক্টোবর হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে বেলা দুইটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত চলবে ভোট গ্রহণ।

শান মাসুদ-শফিকের ব্যাটে পাকিস্তানের দিন

মুলতান টেস্ট

খেলা ডেস্ক

কী চাপ সঙ্গী করেই না ইংল্যান্ডের বিপক্ষে মুলতান টেস্টটা খেলতে নেমেছিলেন শান মাসুদ!

টেস্টে পাকিস্তানের অধিনায়ক হওয়ার পর থেকে দল শুধু হারছেই। অস্ট্রেলিয়ায় তিন টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাইয়ের পর বাংলাদেশের কাছে ধবলধোলাই। শুধু দল খারাপ করলেই হতো, মাসুদ নিজেও ফর্মে ছিলেন না। অধিনায়ক হওয়ার পর টেস্টে ১০ ইনিংসে তিনবার ৫০ পেরোলেও তাঁর সর্বোচ্চ ইনিংসটা ছিল ৬০ রানের।

এই পরিসংখ্যান ভুল বোঝাতে পারে, মনে হতে পারে অধিনায়কত্বের চাপেই ব্যাটিং খারাপ হচ্ছে। ঘটনা তা নয়, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে খেলা ৬০ রানের ইনিংসটিই ছিল ২০২০ সালের আগস্টের পর তাঁর টেস্ট সর্বোচ্চ। অধিনায়কত্ব হারানোর শঙ্কা তো ছিলই, মাসুদকে চেপে ধরেছিল দল থেকেই বাদ পড়ার চাপও।

কিন্তু কাল মুলতান টেস্টটা শুরু হতেই যেন চাপটাপ সব উধাও। স্ট্রোকের ফুলঝুরি ছুটিয়ে কী দারুণ এক সেঞ্চুরিই না তুলে নিলেন পাকিস্তান অধিনায়ক। চার বছরের বেশি সময় অপেক্ষার পর টেস্ট ক্যারিয়ারের পঞ্চম সেঞ্চুরিটি অবশেষে পেলেন। পাকিস্তান অধিনায়ক কাল করেছেন ১৫১ রান, তা-ও মাত্র ১৭৭ বলে। ১০২ বলে সেঞ্চুরি ছুঁয়ে পাকিস্তানের অধিনায়কদের মধ্যে দ্বিতীয় দ্রুততম হয়েছেন। দ্রুততম মিসবাহ-উল-হক। ২০১৪ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৫৬ বলে সেঞ্চুরি করে তো ক্যারিবীয় কিংবদন্তি ভিভ রিচার্ডসের রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলেছিলেন মিসবাহ। ২০১৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৫৪ বলে সেঞ্চুরি করে যে রেকর্ড ভাঙেন নিউজিল্যান্ডের ব্রেন্ডন ম্যাককালাম।

সেঞ্চুরির পর আবদুল্লাহ শফিকের সঙ্গে শান মাসুদের (বাঁয়ে) উদ্‌যাপন। পরে সেঞ্চুরি পেয়েছেন শফিকও। ছবি : এএফপি

অধিনায়কের পর সেঞ্চুরি পেয়েছেন আবদুল্লাহ শফিকও (১০২)। ৮ রানে সাইম আইয়ুবের বিদায়ের পর মাসুদ-শফিকের ২৫৩ রানের দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে ভর করে মুলতান টেস্টের প্রথম দিনটা পাকিস্তান শেষ করেছে ৪ উইকেটে ৩২৮ রান তুলে।

২ রানের ব্যবধানে শফিক ও মাসুদকে হারানো পাকিস্তান শেষবেলায় হারিয়েছে বাবর আজমকে। ক্রিস ওকসের বলে সাবেক অধিনায়ক এলবিডব্লু হয়েছেন ৩০ রানে। ২০২২ সালের পর টেস্টে টানা ১৭ ইনিংসে ৫০-এর নিচে আউট হলেন বাবর।

সংক্ষিপ্ত | স্কোর

পাকিস্তান ১ম ইনিংস : ৮৬ ওভারে ৩২৮/৪ (মাসুদ ১৫১, শফিক ১০২, শাকিল ৩৫*, বাবর ৩০; অ্যাটকিনসন ২/৭০, ওকস ১/৫৮, লিচ ১/৬১)। (১ম দিন শেষে)

সা।ক্ষাৎ।কা।র

পন্তের কোচ দেবেন্দ্র শর্মা

খেলোয়াড়ি জীবনে সাফল্য পাননি। কিন্তু কোচ হিসেবে দেবেন্দ্র শর্মা দিল্লি ক্রিকেট থেকে খুঁজে বের করছেন একের পর এক রত্ন। ঋষভ পন্ত, মায়াঙ্ক যাদব, আয়ুশ বদনি, মিলিন্দ কুমার—প্রত্যেকেই দেবেন্দ্রর ছাত্র। দেবেন্দ্রর একাডেমি সনেট ক্রিকেট ক্লাব থেকে এখন পর্যন্ত ১৩ জন ক্রিকেটার ভারতের হয়ে খেলেছেন। দেবেন্দ্র শর্মা কথা বলেছেন এসব নিয়ে। যাতে অবধারিতভাবেই এসেছে দুর্ঘটনার পর ঋষভ পন্তের অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তনের কথাও।

'এটি ঋষভ পন্তের দ্বিতীয় জীবন'

মোহাম্মদ জুবাইর, *দিল্লি থেকে*

প্রথম আলো : প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলেছিলেন বীরেন্দর শেবাগের সঙ্গে। কিন্তু আপনার ক্রিকেট ক্যারিয়ার তো দীর্ঘ হয়নি। খুব দ্রুতই কোচিংয়ে চলে এসেছিলেন। সব সময়ই কি কোচ হওয়ার লক্ষ্য ছিল?

দেবেন্দ্র শর্মা : সেই অর্থে লক্ষ্য ছিল না। আমি দিল্লির হয়ে পাঁচ বছর রঞ্জি ট্রফি খেলেছি। উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান ছিলাম। আমার আর বীরুর একই ম্যাচে সেঞ্চুরি আছে। কিন্তু আমার ক্যারিয়ার নানা কারণেই বড় হয়নি। আমি এরপর কোচিং শুরু করি। যে সনেট ক্লাবের ছাত্র ছিলাম, সেখানেই কোচিং শুরু করি। আমার যে স্বপ্ন ছিল, সেটা যেহেতু পূরণ হয়নি, আমি বাচ্চাদের স্বপ্নপূরণে সাহায্য করতে থাকি। আমি দেশের হয়ে খেলতে পারিনি। কিন্তু এখন গর্ব করে বলি, আমার কোচিংয়ে কয়েকজন ভারতের হয়ে খেলেছে।

প্রথম আলো : ঋষভ পন্তের কথাই তো সবার আগে বলবেন, তাই না?

দেবেন্দ্র : ঋষভকে দিয়ে আমার স্বপ্নপূরণ হয়। ও যখন দিল্লিতে এসেছিল, তখন আমি দিল্লি অনূর্ধ্ব-১৯-এর নির্বাচক ছিলাম। পাশাপাশি সনেটে কোচিং করাতাম।

প্রথম আলো : বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে তো আপনার আরেক ছাত্র ফাস্ট বোলার মায়াঙ্ক যাদবেরও অভিষেক হয়ে গেল...

দেবেন্দ্র : মায়াঙ্ক যেমন আমাদের ক্লাবে এসেছিল ১৪ বছর বয়সে, তার বাবার সঙ্গে। কিন্তু ওর বোলিং শু ছিল না। কিন্তু গতি ছিল। লিকলিকে ছেলেটাকে খুব জোরে বল করতে দেখে অবাক হয়ে যাই। তখনই আমরা মায়াঙ্ককে অনূর্ধ্ব-১৪ দলে সুযোগ দিই। কারণ, এমন সহজাত গতিময় বোলার সহজে খুঁজে পাবেন না। এর সঙ্গে ও কঠোর পরিশ্রমী। খেলাটা ভালো বিশ্লেষণও করে। আইপিএল অভিষেকে সারা বিশ্ব মায়াঙ্কের গতির সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ দেখে অবাক হয়েছে। কিন্তু দুই-তিন বছর আগেও মায়াঙ্কের শুধু গতিই ছিল, লাইন-লেংথ ঠিক ছিল না। খুব দ্রুতই সেটা ঠিক করেছে।

প্রথম আলো : আপনার কাছে দুর্ঘটনার পর ঋষভ পন্তের ক্রিকেটে ফিরে আসা, বিশ্বকাপ জেতা, এরপর বাংলাদেশ সিরিজে টেস্ট প্রত্যাবর্তনের গল্প শুনতে চাই।

দেবেন্দ্র : যখন ওর অ্যাকসিডেন্ট হয়, সকাল ছয়টা থেকে আমার কাছে ফোন আসতে থাকে। সেদিন রাতে সে তার মাকে সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিল। সে জন্য রাতে ড্রাইভ করে বাড়ি ফিরছিল। তখনই ওই দুর্ঘটনা ঘটে। পরে আমি ওকে দেখতে দেরাদুনের হাসপাতালে যাই। গিয়ে দেখি, খুবই খারাপ অবস্থা। আমার মনে হয় নয়, ঋষভ ছাড়া এটা কেউ সামলাতে পারত না। আমি সব সময় বলি, এটা ঋষভ পন্তের দ্বিতীয় জীবন।

তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত ছাত্র ঋষভ পন্তের সঙ্গে কোচ দেবেন্দ্র শর্মা। ছবি : সনেট ক্লাবের ওয়েবসাইট

প্রথম আলো : ডাক্তার নাকি বলেছিলেন, অ্যাথলেটিক মানসিকতা থাকার কারণেই পন্ত ফিরে আসতে পেরেছেন। না হলে সারা জীবন পঙ্গুই থাকতে হতো।

দেবেন্দ্র : ঋষভ মানসিকভাবে অনেক শক্তিশালী। দুর্ঘটনার পর যখন ওর সঙ্গে দেখা করতে যাই, তখন ও আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'স্যার, আমি কি আবার খেলতে পারব?' তখন আমি বলেছিলাম, 'অবশ্যই খেলতে পারবি। কেন পারবি না?' এনসিএ থেকে ফেরার পর প্রতিদিন তিন ঘণ্টা করে আমার সঙ্গে কাজ করত। রিহ্যাবটা সে খুবই মনোযোগ দিয়ে করেছে। বিশ্বকাপে দারুণ খেলল। বাংলাদেশ সিরিজ দিয়ে টেস্টে ফেরার আগে তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। বাংলাদেশের বোলিং কিন্তু ভালো। ওদের বিপক্ষে ফেরার ম্যাচেই সেঞ্চুরি করতে হলে ভালো খেলতেই হতো। ঋষভ সেটা করেছে। দলও জিতেছে। ঋষভকে আপনারা কীভাবে মূল্যায়ন করেন, আমি জানি না। তবে আমার দৃষ্টিতে ও ভারতের অন্যতম সেরা ম্যাচ উইনার। ওর মতো সহজাত স্ট্রোক প্লেয়ার খুব কমই আছে।

প্রথম আলো : তাঁর ব্যাটিংয়ের ধরনের গল্পটা জানতে চাই। কীভাবে এমন অদ্ভুত শট খেলেও এতটা সফল?

দেবেন্দ্র : ঋষভের ছোট্ট একটা গল্প বলি। দিল্লি ক্রিকেটে উড়িয়ে মারতে গিয়ে আউট হলে সেটাকে ক্রাইম মনে করা হতো। কিন্তু আমি ওর উড়িয়ে মারা বন্ধ করিনি। কারণ, সে ইচ্ছে হলেই চার-ছক্কা মারার বিরল প্রতিভা নিয়ে এসেছে। আমি সেটা নষ্ট হতে দিইনি। ওই মেরে খেলার সামর্থ্যের সঙ্গে ডিফেন্স করার দক্ষতা যোগ করেছি। সবাই ঋষভের মারকুটে ব্যাটিং নিয়ে কথা বলে, কিন্তু টেস্টে বড় ইনিংস খেলতে হলে আপনাকে ভালো বল সামলাতে হয়। ঋষভ সেটাতে বেশ ভালো বলেই টেস্টে এতটা সফল।

প্রথম আলো : ঋষভের মতো সফল আপনার সনেট ক্লাবও...

দেবেন্দ্র : সনেট ক্লাবকে অনেকে দিল্লি ক্রিকেটের মন্দির বলে। বাচ্চারা যখন এখানে আসে, ওদের দেশের জন্য খেলানোই আমাদের লক্ষ্য। আমাদের ১৩ জন ছেলে ভারতের হয়ে খেলেছে, আইপিএলে খেলোয়াড় আছে আরও ৪ জন।

প্রথম আলো : সনেট ক্লাব কীভাবে এত সফল হলো?

দেবেন্দ্র : আমরা বেসিক নিয়েই মূলত বেশি কাজ করি। কঠিন কঠিন পরিস্থিতিতে অনুশীলন করি। ভালো উইকেটে সবাই রান করে, উইকেট নেয়। কিন্তু কঠিন উইকেটে আসল পরীক্ষাটা হয়। আমরা সব সময় ছেলেদের ওইভাবেই অনুশীলন করাই। দিল্লির যত বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্ট আছে, বেশির ভাগ ট্রফিই আমাদের ঘরে। আর আমাদের আছে চারটা 'ডি'—ডিসিপ্লিন, ডেডিকেশন, ডিভোশন অ্যান্ড ডিটারমিনেশন। এগুলোই আমাদের মন্দিরের মূলমন্ত্র। আর আমরা খুব বেশি ছাত্র নিই না। ৫০ জন করে দুটি ব্যাচ। কারও আর্থিক সমস্যা থাকলে সাহায্য করি। হিম্মত সিং, আয়ুশ বদনি...কদিন পর দেখবেন এরাও ভারত পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। ওরাও আমাদেরই ছেলে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ সুপারের কার্যালয়
মাইজদী কোর্ট, নোয়াখালী ৩৮০০।
Website : www.noakhali.police.gov.bd

উন্মুক্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং-০২/২০২৪-২০২৫

স্মারক নং-প্রশা/পুনঃনির্মাণ/২০২৪/২৯৯৩/১ম খন্ড

তারিখ ঃ ২২ আশ্বিন ১৪৩১ / ০৭ অক্টোবর ২০২৪

Public Procurement Regulation-2008 & 2010 এর বিধান মোতাবেক জুলাই-আগস্ট/২০২৪ মাসের আন্দোলনে নোয়াখালী জেলা পুলিশের বিভিন্ন স্থাপনার ক্ষতিগ্রস্থ অংশ পুনঃনির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য চলতি ২০২৪-২০২৫ অর্থ বৎসরের জন্য উপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন ঠিকাদার/নির্মাণ প্রতিষ্ঠান এর নিকট হতে সীলমোহরকৃত খামে দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে।

১.	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/জননিরাপত্তা বিভাগ
২.	এজেন্সি	পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।
৩.	সংগ্রহকারী সত্তার নাম	পুলিশ সুপার, নোয়াখালী।
৪.	সংগ্রহকারী সত্তার বিভাগ/জেলা	চট্টগ্রাম রেঞ্জ/নোয়াখালী জেলা।
৫.	দরপত্রের বিষয়	জুলাই-আগস্ট/২০২৪ মাসের আন্দোলনে নোয়াখালী জেলা পুলিশের বিভিন্ন স্থাপনার ক্ষতিগ্রস্থ অংশ পুনঃনির্মাণ কাজের দরপত্র।
৬.	দরপত্র আহ্বানের সূত্র ও তারিখ	পুঃ হেঃ কোঃ, ঢাকা এর স্মারক নং-৪৪.০১.০০০০.০৪৩.১২-২০২৪/২০৯৩১, তারিখ-২২/০৯/২০২৪খ্রিঃ।
৭.	সংগ্রহ/কার্য সম্পাদন পদ্ধতি	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM)।
৮.	বাজেট এবং সোর্স অফ ফান্ড	সরকারি(জিওবি)।
৯.	দরপত্র প্যাকেজের/কাজের নাম	জুলাই-আগস্ট/২০২৪ মাসের আন্দোলনে নোয়াখালী জেলা পুলিশের বিভিন্ন স্থাপনার ক্ষতিগ্রস্থ অংশ পুনঃনির্মাণ কাজ।
১০.	দরপত্র প্রচারের তারিখ	০৭/১০/২০২৪খ্রিঃ।
১১.	দরপত্র সিডিউল প্রাপ্তির শেষ তারিখ	২৩/১০/২০২৪খ্রিঃ। অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত সরকারি বন্ধের দিন ব্যাতিত।
১২.	দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ	২৪/১০/২০২৪খ্রিঃ, ১২.৩০ ঘটিকা।
১৩.	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	২৪/১০/২০২৪খ্রিঃ, ১৩.৩০ ঘটিকা।
১৪.	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	২৭/১০/২০২৪খ্রিঃ, ১২.০০ ঘটিকা।
১৫.	দরপত্র সিডিউল বিক্রয়কারী অফিসের নাম ও ঠিকানা	০১। রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, বাংলাদেশ পুলিশ, চট্টগ্রাম ০২। পুলিশ সুপারের কার্যালয়, নোয়াখালী ০৩। পুলিশ সুপারের কার্যালয়, লক্ষ্মীপুর।
১৬.	দরপত্র দলিল দাখিল ও খোলার দপ্তর	পুলিশ সুপারের কার্যালয়, নোয়াখালী।
১৭.	দরপত্র দাতার যোগ্যতা	পিপিআর ২০০৮ বিধিমালা এবং সর্বশেষ সংশোধিত আইন ও বিধিমালা মোতাবেক প্রাক যোগ্যতা হিসেবে দরপত্র ক্রয় করতে ইচ্ছুক ঠিকাদারকে নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের প্যাডে আবেদনসহ নিজে উপস্থিত হয়ে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রের মূল কপি অবশ্যই প্রদর্শণপূর্বক সিডিউল ক্রয় করতে হবে। ক) হালনাগাদ নবায়নকৃত পূর্তকাজের ঠিকাদারী লাইসেন্স/ট্রেডলাইসেন্স খ) যেকোন তফসিলভুক্ত বানিজ্যিক ব্যাংক হতে আর্থিক সচ্ছলতার সনদসহ লেনদেনের হালনাগাদ হিসাব বিবরণী ও কার্যমূল্যের সমপরিমান অর্থ স্থিতি থাকতে হবে, গ) ফার্ম/প্রতিষ্ঠানের মালিকানা সনদপত্র টিআইএন নম্বর উল্লেখসহ হালনাগাদ আয়কর সনদ/হালনাগাদ ভ্যাট সনদপত্র, ঘ) সংশ্লিষ্ট কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা সনদ/কার্যাদেশের কপি ঙ) ০২(দুই)কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি/জাতীয় পরিচয়পত্র। বর্ণিত সনদপত্রের একটিও ঘাটতি থাকলে তা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে এবং বর্ণিত কাগজপত্রাদি অবশ্যই দরপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে।
১৮.	কাজের বিস্তারিত বর্ণনা	দরপত্র দলিলের মূল্য/দরপত্র জামানত/কাজের সময়সীমা নিম্ন বর্ণিত তালিকা অনুযায়ী

লট নং	কাজের নাম	সিডিউলের মূল্য	দরপত্র জামানত	কাজের সময়সীমা
১	জুলাই-আগস্ট/২০২৪ মাসের আন্দোলনে নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ি থানা ভবনের ক্ষতিগ্রস্থ অংশ পুনঃ নির্মাণ।	২,০০০/-	১,০০,০০০/-	৩০ দিন
২	জুলাই-আগস্ট/২০২৪ মাসের আন্দোলনে নোয়াখালী জেলার চাটখিল থানা ভবনের ক্ষতিগ্রস্থ অংশ পুনঃ নির্মাণ।	২,০০০/-	৯০,০০০/-	৩০ দিন
৩	জুলাই-আগস্ট/২০২৪ মাসের আন্দোলনে নোয়াখালী জেলার চাটখিল থানার ওসি কোয়ার্টার ভবনের ক্ষতিগ্রস্থ অংশ পুনঃ নির্মাণ।	২,০০০/-	২০,০০০/-	৩০ দিন

১৯.	দরপত্র আহবানকারী কর্মকর্তার নাম	মোঃ আবদুল্লাহ্-আল-ফারুক
২০.	দরপত্র আহবানকারী কর্মকর্তার পদবী	পুলিশ সুপার, নোয়াখালী।
২১.	দরপত্র আহবানকারী কর্মকর্তার ঠিকানা	পুলিশ সুপারের কার্যালয়, নোয়াখালী।
২২.	দরপত্র আহবানকারী কর্মকর্তার যোগাযোগের টেলিফোন নাম্বার	০২৩৩৪৪৯১০৩০

২৩. বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ
ক) দরপত্র সংক্রান্তে অন্যান্য তথ্যাবলী নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে জানা যাবে।
খ) দরপত্র দাতার দর টিইসি সুপারিশ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স কর্তৃক অনুমোদনের পর নির্দেশনা মোতাবেক কার্যাদেশ প্রদান করা হবে।
গ) সংশ্লিষ্ট আইন ও পিপিআর-২০০৮, ২০০৯ এর সকল বিধি বিধান মোতাবেক ও পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের নির্দেশনা মোতাবেক কার্যসম্পাদন করতে হবে।
ঘ) দরপত্র খোলার তারিখ হতে ৯০(নব্বই)দিন পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।
ঙ) দরপত্র আহবানকারী কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোন দরপত্র গ্রহণ বা বাতিল করার পূর্ণ ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।
চ) হরতাল অবরোধ অথবা অন্যকোন অস্বাভাবিক কারণে দরপত্র দাখিলের দিন বন্ধ থাকলে পরবর্তী দিন যথা নিয়মে দরপত্র গ্রহণ করা হবে।
ছ) দরপত্র সংক্রান্তে সকল তথ্যাদি Website: www.noakhali.police.gov.bd পাওয়া যাবে।

০৭/১০/২০২৪
(মোঃ আবদুল্লাহ্-আল-ফারুক)
বিপি-৭৫০৬১১৯৭৪৩
পুলিশ সুপার, নোয়াখালী
ফোন-০২৩৩৪৪৯১০৩০, ফ্যাক্স-০২৩৩৪৪৯১১২
ইমেইল- spnoakhali@police.gov.bd

শেষ মুহূর্তে পূজামণ্ডপে দেবী দুর্গার প্রতিমায় রঙের প্রলেপ দেওয়া হচ্ছে। গতকাল পাবনা শহরের শালগাড়িয়া বিদ্যুৎ চক্র কালীমন্দিরে। ছবি : হাসান মাহমুদ

আজ দেবী দুর্গার জাগরণ, মণ্ডপে মণ্ডপে পূজার শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

প্রায় সব মণ্ডপে শারদীয় দুর্গাপূজার প্রতিমা প্রস্তুত হয়ে গেছে। কোথাও কোথাও প্রতিমা স্থাপনের কাজ শেষ। মণ্ডপ সাজানোর কাজও চলছে পুরোদমে। গতকাল সোমবার রাজধানীর চারটি পূজামণ্ডপ ঘুরে এমন চিত্র দেখা যায়।

আয়োজকেরা বলছেন, সম্প্রতি বৃষ্টির কারণে প্রতিমা ও মণ্ডপ সাজানোর কাজ কিছুটা বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তবে সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করে যথাসময়ে পূজার আনুষ্ঠানিকতা শুরু করা সম্ভব হবে বলেও আশাবাদী তাঁরা।

বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজার বোধন আজ মঙ্গলবার। বোধনের মাধ্যমে দেবী দুর্গাকে জাগ্রত করা হবে। আগামীকাল বুধবার ষষ্ঠীপূজার মধ্য দিয়ে শুরু হবে পাঁচ দিনব্যাপী দুর্গোৎসব। এবার দেবী দুর্গার আগমন হবে দোলায় বা পালকিতে এবং বিদায় ঘোটক বা ঘোড়ায়।

রাজধানীর গুলশান-বনানী সর্বজনীন পূজা ফাউন্ডেশন অন্যান্য বছরের মতো এবারও বনানীর মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক পার্কে দুর্গাপূজার আয়োজন করেছে। গতকাল দুপুরে গিয়ে দেখা যায়, মণ্ডপে প্রতিমা আনা হয়নি। মণ্ডপ সাজানোর কাজ চলছে। কেউ কেউ কর্কশিটে নকশা আঁকছিলেন, কেউ আলোকসজ্জায় ব্যস্ত, দিকনির্দেশনা দিচ্ছিলেন কেউ কেউ।

বিদ্যমান পরিস্থিতি ও আর্থিক সংকটের কারণে এবার শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান করা হলেও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হবে না বলে জানান গুলশান-বনানী সর্বজনীন পূজা ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক অসীম কুমার জোয়ারদার।

রাজধানীর পশ্চিম রামপুরার উলন দাসপাড়ার শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মন্দিরে প্রতিমা নরসিংদী থেকে কিনে আনা হয়েছে। গতকাল দুপুরে গিয়ে দেখা যায়, প্রতিমা আনা হলেও তা তখনো স্থাপন করা হয়নি। ফটকে সাজসজ্জার কাজ চলছিল। এই পূজামণ্ডপ কমিটির উপদেষ্টা রঞ্জিত কুমার দাস জানান, একসময় এখানেই তাঁরা প্রতিমা তৈরি করতেন। কিন্তু হাতিরঝিল প্রকল্পের জন্য মন্দিরের জমি অধিগ্রহণ করার পর থেকে স্থানসংকটের কারণে তা আর সম্ভব হয় না।

রমনা কালীমন্দিরের প্রতিমাও প্রস্তুত হয়ে গেছে, তবে স্থাপন করা হয়নি। গতকাল সন্ধ্যায় গিয়ে দেখা যায়, মণ্ডপে রং করছিলেন এক শিল্পী।

খামারবাড়ি দুর্গাপূজা মণ্ডপে প্রতিমা স্থাপন করা হয়ে গেছে। গতকাল সন্ধ্যায় দেখা যায়, মণ্ডপ প্রস্তুতকরণ চলছে। পুণ্যার্থী ও দর্শনার্থীদের জন্য এ মণ্ডপের প্রতিমা আজ থেকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে।

পূজামণ্ডপগুলোয় শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে উল্লেখ করে বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সভাপতি বাসুদেব ধর গতকাল সন্ধ্যায় *প্রথম আলোকে* বলেন, স্বাধীনতার পর এই প্রথম কোনো সেনাপ্রধান দুর্গাপূজার প্রস্তুতি দেখার জন্য মন্দিরে এসেছেন, যা থেকে বোঝা যায় যে পূজার নিরাপত্তার জন্য সরকার চেষ্টা করছে।

সরকারি হিসাবে, এ বছর সারা দেশে ৩২ হাজার ৬৬৬টি মণ্ডপে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে।

এদিকে গতকাল সকালে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে দুর্গাপূজার নিরাপত্তাব্যবস্থা পরিদর্শন করতে যান পুলিশের মহাপরিদর্শক মো. ময়নুল ইসলাম। তিনি বলেন, দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে কেউ অপতৎপরতা চালানোর চেষ্টা করলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রাণী

আরেকটি নতুন বাদুড় পেল বাংলাদেশ

এম এ আজিজ, *অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়*

বান্দরবান শহরে সকালের নাশতা সেরে অটোরিকশা নিয়ে রওনা হই রোয়াংছড়ির উদ্দেশে। গত ডিসেম্বরের ৯ তারিখ। বান্দরবান শহরটি বেশ ছিমছাম, মানুষজন তুলনামূলকভাবে কম। ফলে রাস্তা বেশ ফাঁকা। শহর পেরিয়ে আমাদের অটোরিকশা ছুটে চলল ভোরের সুনসান রাস্তা ধরে। দুই পাশে উঁচু উঁচু পাহাড়, রাস্তায় বাঁক আছে, ফলে ড্রাইভার বেশ সাবধানেই চালাচ্ছেন। রাস্তায় মানুষের চলাচল কম। পাহাড়ি নারী-পুরুষেরা মাথায় থ্রোন (ঝুড়ি) ঝুলিয়ে জুমে কাজ করতে বেরিয়ে পড়েছেন।

ঘণ্টাখানেক পর আমরা রোয়াংছড়ি বাজারে পৌঁছাই। বেশ বড় বাজার। তবে লোকজনের উপস্থিতি তেমন চোখে পড়ল না। আমাদের গাইড অছাইং ওয়ং মারমা জানান, পাহাড়িরা দূরদূরান্ত থেকে আসে বলে বাজার জমে উঠতে সময় লাগে। বাজারে চা-পানের পর অটোরিকশা নিয়ে আবারও ছুটলাম আমাদের গন্তব্যে। প্রায় পৌনে এক ঘণ্টায় আমরা পৌঁছাই পাহাড়ের গায়ের ছোট্ট একটি মারমা গ্রামে। গ্রামে ঢোকার রাস্তায় একটি দোকানে গিয়ে বসলাম। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের বাদুড়-গবেষক অংসুই নু মারমা আগেই খবর দিয়ে রেখেছিলেন আমাদের আসার ব্যাপারে। পাড়ার হেডম্যান খুব সমাদর করলেন, চা-বিস্কুট খাওয়ালেন। তারপর তাঁর অল্পবয়সী এক ছেলেকে আমাদের গাইড করতে পাঠালেন।

গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে একটি ছোট পাহাড়ি ছড়া। পাড়া থেকে নেমে ছড়া পার হয়ে আমরা হাঁটছি। দুই পাশে বাঁশঝাড়, সেগুনের বাগান। ছড়ায় প্রায় হাঁটুসমান পানি। আমাদের এই ছড়ার উৎসমুখে যেতে হবে। তবেই আমরা বাদুড়গুহার কাছে পৌঁছাতে পারব।

আমরা যখন বাদুড়গুহায় পৌঁছাই, তখন দুপুর প্রায় ১২টা। গুহাটির মুখ দেখে মনে হলো, ভেতরে অতটা বড় হবে না। গুহামুখের ডান পাশের পাহাড়ের গায়ে একটি নামফলক আছে। একজন ভান্তে মাঝেমধ্যে ধ্যান করেন এই গুহায়। ফলে পবিত্রতা রক্ষা করে আমরা গুহায় প্রবেশ করি। বেশ অন্ধকার, সরু। উচ্চতা খুব একটা বেশি না। কিছু দূর এগোতেই বাদুড়ের গন্ধ নাকে এল। গাইডকে কিছুটা ভীত বলে মনে হলো। ইশারায় আমার পেছনে আসতে বলে আমি ধীর পায়ে সামনে এগোই। বাদুড় ইতিমধ্যে টের পেয়েছে আমাদের উপস্থিতি, ওড়াউড়ি শুরু করছে। মাথা, কানের দুই পাশ দিয়ে শাঁই শাঁই করে বাদুড় উড়তে শুরু করল। বেশ কিছু পরিচিত বাদুড় গুহার নানা অংশে ঝুলে থাকতে দেখা গেল। টর্চ জ্বালিয়ে ছবি তুললাম, সেই সঙ্গে বাদুড়ের সংখ্যা, নানা বৈশিষ্ট্য টুকে নিলাম। কয়েকটি বাদুড় পেলাম, অন্যদের

গুহায় ঝুলে আছে বড় পাতানাক বাদুড়। ছবি : লেখক

থেকে একটু আলাদা, বারবার জায়গা পরিবর্তন করছিল। প্রথমে বাদুড়টি দেখে পরিচিত বাদুড়ই মনে হলো। তবে বাদুড়ের গায়ের রং কিছুটা ভিন্ন মনে হওয়ায় একটু সন্দেহ থেকে গেল। তাই একটি নমুনা সংগ্রহ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে ডিএনএ বিশ্লেষণের সিদ্ধান্ত নিই। আর এতেই বাদুড়টি নিয়ে আমাদের সন্দেহের উত্তর মেলে।

বাদুড়টির ইংরেজি নাম গ্র্যান্ড লিফনোজ ব্যাট, বাংলায় বড় পাতানাক বাদুড়। এটি বেশ বিরল। এর ঊর্ধ্ববাহুর দৈর্ঘ্য প্রায় ৬৬ মিলিমিটার, মাথা থেকে পায়ু পর্যন্ত ৭৫ মিলিমিটার, লেজ ৩৯ মিলিমিটার, কান ২০ মিলিমিটার লম্বা। মুখের দুই পাশে তিনটি করে লিফলেট থাকে; কিন্তু বাদুড়টি কাছাকাছি অন্য বাদুড় প্রজাতি থেকে শুধু এই বৈশিষ্ট্যগুলো দিয়ে আলাদা করে চেনা সহজ নয়। তাই প্রজাতিটি চিহ্নিত করতে আমরা ডিএনএ বারকোডিং করি। আন্তর্জাতিক জিন ব্যাংক এনসিবিআইতে গত মাসে বাদুড়টির ডিএনএ তথ্য জমা দিলে কর্তৃপক্ষ স্বীকৃতি দিয়ে আমাদের অ্যাকসেশন নম্বর দেয়।

বাদুড়টি এর আগে বাংলাদেশে কোথাও দেখা যায়নি। এ মাসের ২ তারিখে জার্মানি থেকে প্রকাশিত *ম্যামালিয়া* নামের বিজ্ঞান সাময়িকীতে এই বাদুড়ের ওপর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

আইইউসিএনের বৈশ্বিক লাল তালিকায় এটি ২০১৬ সালে অন্তর্ভুক্ত করে 'ডেটা ডেফিশিয়েন্ট' প্রজাতির তালিকায় রাখা হয়। বিজ্ঞানী অ্যালেন ১৯৩৬ সালে এটি প্রথম মিয়ানমারের উত্তরাঞ্চল থেকে রিপোর্ট করেন। দীর্ঘ সময় পর চলতি দশকের গোড়ার দিকে এটি ভারতের আসাম ও চীনে পাওয়া যায়। ২০১৯ সালে থাইল্যান্ড, লাওস ও ভিয়েতনামে বিজ্ঞানীরা এটি খুঁজে পান। ২০২৪ সালে এসে বাদুড়ের বৈশ্বিক বিস্তারে বাংলাদেশের নামটি যুক্ত হলো।

১১টি বেড়ে সুন্দরবনে বাঘ এখন ১২৫

বাঘ জরিপ

আজ মঙ্গলবার বন বিভাগ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাঘের সংখ্যা এবং এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।

ইফতেখার মাহমুদ, *ঢাকা*

গত ছয় বছরে দেশে বাঘের সংখ্যা বেড়েছে ১১টি। বাঘের একমাত্র আশ্রয়স্থল সুন্দরবনে জরিপ চালিয়ে এই সংখ্যা পেয়েছে বন বিভাগ। এর মধ্যে খুলনায় বাঘের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি বেড়েছে। তবে সাতক্ষীরায় তা কমেছে। চোরা শিকারিদের প্রভাব ও বাঘের খাবার (হরিণ) কমে যাওয়ায় সুন্দরবনের ওই এলাকায় বাঘের সংখ্যা কমেছে বলে মনে করছে জরিপকারী দলটি।

আজ মঙ্গলবার বন বিভাগ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাঘের সংখ্যা এবং এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে। গত বছরের জানুয়ারি, এপ্রিল, নভেম্বর এবং ২০২৪ সালের মার্চে সুন্দরবনে ওই জরিপ করা হয়। বনের ২ হাজার ২৪০ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে ওই জরিপ চালানো হয়। সেখানে স্থাপন করা হয় মোট ৬৫৭টি ক্যামেরা ফাঁদ। বাঘ পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওই ক্যামেরায় ছবি ওঠে। ক্যামেরায় ওঠা মোট ৩১ হাজার ৪৮২টি ছবির মধ্যে বাঘের ছবি ছিল ৭ হাজার ২৯৭টি।

ক্যামেরা ছাড়াও সুন্দরবনের ১ হাজার ৩০৬ কিলোমিটার খালপাড়ে সরেজমিন জরিপ করা হয়। এসব খালে বাঘের পায়ের ছাপ গুনে বাঘের সংখ্যা ও ঘনত্ব পরিমাপ করা হয়। জরিপে প্রতি ১০০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় ২ দশমিক ৬২টি বাঘের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ক্যামেরায় মোট ৮৪টি বাঘের ছবি পাওয়া গেছে। বাকি ৪১টি বাঘ খাল জরিপের মাধ্যমে পাওয়া গেছে।

বাঘ জরিপের ফলাফল সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রধান বন সংরক্ষক আমীর হোসেন চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, 'বাংলাদেশের সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা বেড়েছে। ওই সংখ্যা আরও বাড়ানোর ব্যাপারে আমরা চেষ্টা করছি। সবার সহযোগিতার মাধ্যমে তা সম্ভব বলে মনে করি।'

এবারের জরিপে সুন্দরবনের খুলনা অংশে বাঘের নারী-পুরুষের সংখ্যার ক্ষেত্রে বেশ অসামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থা দেখা গেছে। ক্যামেরা জরিপে দেখতে পাওয়া

ক্যামেরা ট্র্যাপে ধরা পড়া বাঘের ছবি। চাঁদপাই শরণখোলা এলাকায়।
সূত্র : বন বিভাগের প্রতিবেদন

বাঘের সংখ্যা

২০০৪ সালের জরিপে	৪৪০
২০১৫ সালে	১০৬ (জরিপের পদ্ধতি পরিবর্তন)
২০১৮ সালে	১১৪
২০২৪ সালে	১২৫

৮৪টি বাঘের মধ্যে ২১টি নারী ও ৬২টি পুরুষ বাঘ। আর একটি বাঘ নারী না পুরুষ, তা নির্ধারণ করা যায়নি। সামগ্রিকভাবে বাঘের নারী ও পুরুষের ওই সংখ্যার ভারসাম্য ঠিক আছে বলে মনে করছেন বন্য প্রাণী বিশেষজ্ঞরা।

তবে জরিপে খুলনা রেঞ্জে বাঘের নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে বেশ ভারসাম্যহীনতা দেখা গেছে। ওই এলাকায় একটি পুরুষ বাঘের বিপরীতে ১২টি নারী বাঘ দেখা গেছে। অর্থাৎ ওই এলাকায় একটি বাঘ মারা গেলে পুরো এলাকা পুরুষ বাঘশূন্য হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। ফলে দীর্ঘ মেয়াদে সেখানে বাঘের সংখ্যা দ্রুত কমে যেতে পারে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে ওই এলাকায় পুরুষ বাঘের সংখ্যা বাড়ানোর ব্যাপারে প্রতিবেদনে জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

অন্যদিকে সাতক্ষীরা রেঞ্জে বাঘের সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণ হিসেবে চোরা শিকারিদের ভূমিকার কথা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। তবে ওই শিকারিদের বড় অংশ বাঘের বাচ্চা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাচার করে বলে অন্যান্য গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে। ভারত ও তিব্বত হয়ে এসব বাঘ চীন, থাইল্যান্ডসহ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে পাচার হয় বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

তবে ওই জরিপে দেশের বাঘের সংখ্যা নিয়ে আরেকটি ইতিবাচক দিক ফুটে উঠেছে। এর আগের দুটি জরিপে (২০১৮ ও ২০১৫) অপরিণত বা শিশু বাঘের সংখ্যা পাওয়া গিয়েছিল ৫টি। এবার তা ২১টি পাওয়া গেছে। এই সংখ্যা ভবিষ্যতে বাঘ আরও বাড়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

বন বিভাগের ভাষ্য, বাঘ জরিপের জন্য সুন্দরবনে গাছের সঙ্গে মাটি থেকে ৫০ সেন্টিমিটার ওপরে ক্যামেরা স্থাপন করা হয়। ক্যামেরার সামনে দিয়ে কোনো বাঘ বা অন্য যেকোনো প্রাণী গেলে ক্যামেরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেটির ছবি ও ১০ সেকেন্ডের ভিডিও ধারণ করে রাখে। এরপর ক্যামেরা ট্র্যাপিংয়ে পাওয়া ছবি বন অধিদপ্তরের রিসোর্স ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ইউনিটে বিশ্লেষণ করে বাঘের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়। এ ছাড়া সুন্দরবনের খালে সাধারণত সব বাঘ পানি খেতে আসে। এতে খালের পাড়ে বাঘের পায়ের ছাপ পড়ে। বাঘের ধরন অনুযায়ী ওই ছাপ ভিন্ন হয়। এভাবে পায়ের ছাপ দেখেও বাঘের সংখ্যা গোনা যায়।

বিশাল সুন্দরবনে ডোরাকাটা একই রঙের, একই রকম দেখতে বাঘগুলো কীভাবে আলাদাভাবে শনাক্ত করা হয়—এমন প্রশ্নের জবাবে বাঘ সংরক্ষণ প্রকল্পের পরিচালক আবু নাসের মহসিন হোসেন বলেন, একজন মানুষের আঙুলের ছাপের সঙ্গে আরেকজনের ছাপের যেমন মিল নেই, তেমনি একটি বাঘের ডোরাকাটার সঙ্গে আরেকটি বাঘেরও মিল থাকে না। ক্যামেরায় একেকটি বাঘের শতাধিক ছবিও ওঠে। সেসব ছবি সংগ্রহের পর কম্পিউটারের সফটওয়্যারে প্রতিটি বাঘের আলাদা করে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করেই জানা যায়, সুন্দরবনে ঠিক কতগুলো বাঘ আছে।

বন বিভাগ সূত্র জানায়, ২০০৪ সালের জরিপে সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা ছিল ৪৪০টি। এর আগে ১৯৯৬-৯৭ সালের জরিপে বাঘের সংখ্যা উল্লেখ করা হয় ৩৫০টি থেকে ৪০০টি। ওই দুটি জরিপে বাঘের পায়ের ছাপ গুনে বাঘের সংখ্যা গণনা করা হয়েছিল। কিন্তু ওই পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন ওঠে। ২০১৫ সালের জরিপ ছিল সর্বাধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত। ওই জরিপে সুন্দরবনের বাংলাদেশ অংশে বাঘের সংখ্যা পাওয়া যায় ১০৬টি। এই সংখ্যাটিকেই নির্ভরযোগ্য ধরে পরে বাঘের সংখ্যা বাড়ানোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ২০১৮ সালের সর্বশেষ বাঘ জরিপে সুন্দরবনে ১০৬ থেকে বেড়ে বাঘের সংখ্যা দাঁড়ায় ১১৪টিতে।

মাইক্রোআরএনএ গবেষণায় চিকিৎসার নোবেল

দুই মার্কিন বিজ্ঞানীর অর্জন

আবিদুর রহমান, *ঢাকা*

২০২৪ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞান বা শারীরতত্ত্বে নোবেল পেয়েছেন দুই মার্কিন বিজ্ঞানী ভিক্টর অ্যামব্রোস ও গ্যারি রাভকুন। মাইক্রোআরএনএ (microRNA) আবিষ্কার ও ট্রান্সক্রিপশন-পরবর্তী জিন নিয়ন্ত্রণে এর ভূমিকা নিয়ে গবেষণার জন্য তাঁরা এ পুরস্কার পেয়েছেন। বহুকোষী প্রাণীর দেহে কীভাবে জিন নিয়ন্ত্রণ হয়, সে বিষয়ে ধারণার খোলনলচে বদলে দিয়েছে তাঁদের এ গবেষণা।

দেহের প্রতিটি কোষের থাকে ক্রোমোজোম, একে বলা যায় কোষগুলোর জন্য নির্দেশিকা। এই নির্দেশনা ক্রোমোজোমের ডিএনএ থেকে মেসেঞ্জার আরএনএতে যায়। মেসেঞ্জার আরএনএর নির্দেশনা অনুযায়ী তৈরি হয় প্রোটিন।

দেহের বিভিন্ন অঙ্গে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের কোষ, যাদের বৈশিষ্ট্য একদম আলাদা। কীভাবে এই পার্থক্যগুলো তৈরি হয়? জিন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কোষগুলো ক্রোমোজোম থেকে শুধু তার জন্য উপযোগী নির্দেশনাগুলোই অনুসরণ করে; অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট ধরনের কোষে নির্দিষ্ট কিছু জিনই শুধু কাজ করে। আবার দেহের ভেতর ও বাইরের পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতেও কোষের ভেতরের কোন জিনটি কাজ করবে আর

ভিক্টর অ্যামব্রোস

গ্যারি রাভকুন

কোনটি করবে না, তা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়। এই জিন যদি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তাহলে ক্যানসার, ডায়াবেটিস ও বিভিন্ন অটোইমিউন রোগ হতে পারে।

১৯৮০-এর দশকে ভিক্টর অ্যামব্রোস ও গ্যারি রাভকুন গবেষণা করছিলেন কীভাবে বিভিন্ন ধরনের কোষ তৈরি হয়, তা নিয়ে। তাঁদের গবেষণার বিষয় ছিল C. elegans নামের মাত্র ১ মিলিমিটার দৈর্ঘ্যের এক গোলকৃমি। এত ছোট হলেও এই গোলকৃমিতে আছে অনেক ধরনের কোষ, যা বড় অনেক প্রাণীতেও পাওয়া যায়। অ্যামব্রোস আর রাভকুন লিন-৪ (lin- 4) ও লিন-১৪ (lin- 14) জিন দুটি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে বুঝতে পারেন, এই লিন-৪ জিনটি লিন-১৪-এর কাজে বাধা দেয়। কিন্তু কীভাবে হয়, তা ছিল অজানা।

পরে ভিক্টর অ্যামব্রোস লিন-৪ জিন নিয়ে আরও কাজ করতে গিয়ে দেখেন, এটি থেকে তৈরি হয় একটি ক্ষুদ্র আরএনএ। এটিই মাইক্রোআরএনএ। আর গ্যারি রাভকুন লিন-১৪ জিন নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখেন, লিন-১৪ থেকে লিন-৪ জিন মেসেঞ্জার আরএনএ তৈরি থামাতে পারে না। এর প্রভাব পড়ে আরও পরে। আর লিন-১৪ জিনের একটা বিশেষ অংশের উপস্থিতি থাকলেই শুধু লিন-৪ জিন লিন-১৪-এর কাজ থামাতে পারে।

অ্যামব্রোস আর রাভকুন তাঁদের গবেষণার ফলাফল তুলনা করে দেখলেন, লিন-৪ থেকে তৈরি মাইক্রোআরএনএ লিন-১৪-এর ওই বিশেষ অংশের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। এই যুক্ত হওয়ার মাধ্যমেই লিন-৪ মাইক্রোআরএনএ লিন-১৪ মেসেঞ্জার আরএনএর কাজ বন্ধ করে দেয়। পরে জানা যায়, মানুষসহ বহুকোষী প্রাণীদের বৃদ্ধি ও কাজে মাইক্রোআরএনএর ভূমিকা অপরিহার্য।

অ্যামব্রোস আর রাভকুনের আবিষ্কার, মাইক্রোআরএনএ দিয়ে জিন নিয়ন্ত্রণ শত মিলিয়ন বছর ধরে চলে এসেছে। আমরা এখন জানি, মাইক্রোআরএনএ ছাড়া কোষ ও টিস্যু স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে না। মাইক্রোআরএনএতে বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে ক্যানসার, জন্মগত বধিরতা, চোখ ও হাড়ের বিভিন্ন রোগের কারণ।

ছোট্ট এক গোলকৃমি থেকে অ্যামব্রোস আর রাভকুনের মাইক্রোআরএনএ আবিষ্কার ছিল অপ্রত্যাশিত, কিন্তু যুগান্তকারী। এই আবিষ্কার জিন নিয়ন্ত্রণ গবেষণায় নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।

সূত্র : নোবেল প্রাইজডটওআরজি

ডেঙ্গুতে এক সপ্তাহে ২৫ জনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে ডেঙ্গুতে ২৫ জনের মৃত্যু হলো। এ বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃত্যু হলো ১৮৮ জনের।

গতকাল সোমবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় (গত রোববার সকাল আটটা থেকে গতকাল সকাল আটটা পর্যন্ত) ডেঙ্গুতে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন ও বরিশাল বিভাগে একজন করে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। এ সময়ে ১ হাজার ২১৮ ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

শেষ ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু নিয়ে ২৫৬ জন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ১৬৯ জন। এ ছাড়া ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে ২৫৪, চট্টগ্রাম বিভাগে ২২১, বরিশাল বিভাগে ১০২, খুলনা বিভাগে ৯১, রাজশাহী বিভাগে ৬৮, রংপুর বিভাগে ৩৪, ময়মনসিংহ বিভাগে ২১ ও সিলেট বিভাগের হাসপাতালে ২ ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়েছেন।

আমরা শোকাহত

এনসিসি ব্যাংক পিএলসি. এর সম্মানিত সাবেক পরিচালক ও চেয়ারম্যান এবং দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপতি ও সমাজ সেবক এস. এম. আবু মহসীন সোমবার (০৭/১০/২০২৪) বিকাল ৩:০০ ঘটিকার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে চট্টগ্রামের অ্যাপোলো ইমপেরিয়াল হসপিটালে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

তাঁর মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। আমরা মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

পরিচালনা পর্ষদ এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ

নিশ্চিত আগামীর নির্ভরতায়

• ৩২.৭৫% সরকারি মালিকানা • ৪৮ বছরের গ্রাহকমুখী সেবা • ১৪০০+ শাখা-উপশাখা • ৬০০০+ দক্ষ কর্মী • লাখো গ্রাহকের আস্থা • ৫০ হাজার কোটি টাকারও বেশি আমানত

এই সব মিলেই আজকের আমরা

৪৮ বছর পূর্তিতে সকল গ্রাহক, শেয়ারহোল্ডার, নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি
সেবায়. সাফল্যে. আস্থায়

বিস্তারিত জানতে
১৬২৫৫
০৯৬৬৬৭ ১৬২৫৫

আজকের পত্রিকা এবং ইতিহাসের পাতা থেকে...

দৈনিক আপডেট

০৭ অক্টোবর, ২০২৪
২২ আশ্বিন, ১৪৩১
০৩ রবিউস সানি, ১৪৪৬

- ‘বিশ্ব শিশু দিবস’ কবে পালিত হয়?
  উত্তর: অক্টোবর মাসের ১ম সোমবার।
- WIPO-এর বৈশ্বিক উদ্ভাবনী সূচক ২০২৪ অনুযায়ী, বাংলাদেশের অবস্থান কত?
  উত্তর: ১০৬ তম। (১৩৩টি দেশের মধ্যে)
- বৈশ্বিক উদ্ভাবনী সূচক-২০২৪ এ শীর্ষে রয়েছে কোন দেশ?
  উত্তর: সুইজারল্যান্ড। https://t.me/BCS_47th
- বাংলাদেশে সর্বপ্রথম আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার স্থাপন করা হয় কত সালে?
  উত্তর: ১৮৬৭ সালে।
- জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০ অনুযায়ী শিল্পকে কতভাবে ভাগ করা হয়?
  উত্তর: ২ ভাগে।
- কতসাল থেকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া শুরু হয়?
  উত্তর: ১৯০১ সাল থেকে।
- বছরের কোন দিন থেকে নোবেল বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়?
  উত্তর: অক্টোবর মাসের ৭ তারিখ থেকে।
- কতটি প্রবালদ্বীপ নিয়ে মালদ্বীপ গঠিত?
  উত্তর: প্রায় ১২০০টি।

চিকিৎসাশাস্ত্রে নোবেল ২০২৪

https://t.me/BCS_47th

মাইক্রোআরএনএ আবিষ্কার ও জিন নিয়ন্ত্রণে ট্রান্সক্রিপশন পরবর্তী ভূমিকাবিষয়ক গবেষণার জন্য তাঁদের এ পুরস্কার দেওয়া হয়। তাঁদের এ কাজ কোনো প্রাণীর দেহ গঠন ও কাজ কীভাবে করে, তা বুঝতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।